

www.dainikstatesmannews.com



https://mobile.twitter.com/statesmandainik?lang=en আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে

রাখলেন সানি – ৮

ক্ষমা চাইলেন কঙ্গনা – ৬

ইডি'র স্ক্যানারে নিলয়, শান্তনুর সঙ্গে সম্পর্কের কথা করলেন স্বীকার— ৩

মমতা-নবীন বৈঠক

युक्तिष्ठीय किरा

নিয়োগের টাকায় হোটেল ব্যবসায় লগ্নি অয়নের! চাঞ্চল্যকর তথ্য ইডির হাতে – ৫

চলে এসেছে কম খরছে ভালো ফটোকপিয়ার মেশিন **Authorised Partner** TRANSCON 94339 64940 / 98313 07045



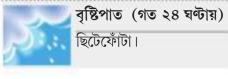
সূর্যোদয় — ৫ টা ৪৩ মিনিট সূর্যাস্ত — ৫ টা ৪৫ মিনিট

পূর্বাভাস আগামী পূর্বাভাসে আবহাওয়ার জানানো হয়েছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

সর্বোচ্চ ৩২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ ৩১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস

দিনের তাপমাত্রা

আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯১ শতাংশ: সর্বনিম্ন ৪৬ শতাংশ



আজ থেকে রোজা শুরু

নুরুল ইসলাম খান

আজ শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে প্রথম রোজা। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জীবনে এই পবিত্র রমজান মাসের গুরুত্ব অসীম। এই মাস হল আত্মশুদ্ধির মাস। সংযম ও লোভ সংবরণের শিক্ষা দেয় এই রোজা। পাশাপাশি, সকলকে ক্ষমা করার শিক্ষা দেয় এই মাস। ইসলামি দেশগুলিতে অসংখ্য রাজবন্দিদের মুক্ত দেওয়ার খবরও পাওয়া গিয়েছে এই মাসে। ইসলামি ইতিহাসে চাঁদ দেখে রোজা করার নিয়ম রয়েছে। বরকতময় রমজান মাসের প্রস্তুতি ভারত সহ সৌদির বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে পালন হচ্ছে। দুবাইয়ে রোজার সময় জানানোর জন্য কামার গোলা ছোড়া হবে। আমাদের রাজ্য সহ সমগ্র দেশেও এই মাসের পবিত্রতাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। পানীয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন পানাহার থেকে বিরত থাকতে শিক্ষা দেয় এই রোজা। এই মাসেই সর্বশেষ নবি হজরত মহম্মদ সা: এঁর কাছে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই হিসাবে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কঠোর নিষ্ঠার সাথে রোজা পালন করেন। সূর্য ওঠা থেকে সূর্যাস্ত পর্যনত এই উপোস চলে। তারাবিহ নামাজ আদায়, হালিম খাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমারি খাবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে রোজাদারদের। নামাজ পাঠ, উপাসনা ও নিজেদের সংশোদন করে নতুন একটি নিষ্পাপ ফুলের মতো জীবন গড়ে তোলাই রমজান মাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শক্তিশালী করতে সহ্মত **নিজস্ব প্রতিনিধি—** আগামী লোকসভার দিকে তাকিয়ে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলগুলির শক্তিসঞ্চয় করার দিকে এগোচ্ছে বিভিন্ন রাজ্য। বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাসীন বা বিরোধী নেতারা অন্যরাজ্যে গিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। এই অবস্থায় বাংলা এবং ওড়শাির মতো দুটি অ-বিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বৃহস্পতিবার ভুবনেশ্বরে বাংলা এবং ওড়িশার দুই মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে এক ঘন্টারও বেশি সময়ের বৈঠকে উঠে আসে জাতীয় ইস্যুগুলি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি যেভাবে রাজ্যগুলির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত করে চলেছে, তা নিয়ে সহমত হন মমতা ও নবীন। রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আরও জোরদার

বৈঠক শেষে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। তাঁরা বলেন, দুই রাজ্যের পারস্পারিক বিষয় এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু চবিশের লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি বলে জানান তাঁরা।

করা নিয়ে আলোচনা হয় দুই মুখ্যমন্ত্রীর।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে যৌথভাবে কাজ করা

এবং সম্পর্ক দৃঢ় করার বিষয় নিয়েও

তাঁরা কথা বলেন।

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, মখ্যমন্ত্রীর তিনদিনের সফরের শেষদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরজেডি সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়েক বৈঠক করেন। বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে নাগাদ নবীন পট্টনায়েকের বাড়িতে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন বাংলার মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৈঠক নবীন পট্টনায়েক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো জোর দেওয়ার কথা বলেন। নবীনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে বর্ষীয়ান নেতার প্রথম সাক্ষাতের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে অনেক বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। মূলত দেশের সুরক্ষা এবং গণতান্ত্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মেকাবিলার জন্য দুই রাজ্য হাতে হাত



পুরীতে 'বিশ্ববঙ্গ ভবন'-এর জমির নির্বাচন, দিঘায় 'জগন্নাথ মন্দির'-এ নবীনের নিমন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিনিধি – প্রতিবেশি রাজ্য ওড়িশার সঙ্গে লিডার। এই বাড়ির সঙ্গে আমার অনেকদিনের সম্পর্ক। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বাংলার। যা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা তিনি বলেন, বাংলা-ওডিশা প্রতিবেশি রাজ্য। সাইক্রোনের বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনদিনের ওড়িশা সফরে আরও জোরদার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে দুই রাজ্যকেই ভুক্তভোগী হতে হল। মমতার এবারের সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি হয়। এদিনের বৈঠকে পুরীতে বাঙালিদের জন্য অতিথি পর্যটকদের জন্য অতিথিশালা 'বিশ্ববঙ্গ ভবন' তৈরির জন্য নিবাসের 'বিশ্ববঙ্গ ভবন' নামকরণ করেছেন মমতা। তিনি দুই রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন আরও জোরদার হয়।

সঙ্গে বৈঠকের পরে মমতা বলেন, নবীনজি খুবই টল

জমির নির্বাচন। বৃহস্পতিবার নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে জানান, প্রস্তাবিত এই 'বিশ্ববঙ্গ ভবন' -এর জন্য দুই একর বৈঠকের পরে বিষয়টি চুড়ান্ত হয়। সফর শেষের আগে জমি দেবে ওড়িশা সরকার। সূত্রের খবর, বাংলার সরকারের ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েককে দিঘায় নির্মীয়মান দাবি ছিল পাঁচ একরের। কিন্তু যে পরিমাণ জমি পাওয়া 'জগন্নাথ মন্দির' দেখতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন বাংলার গিয়েছে তা নিয়ে খুশি মমতা। বললেন আমি খুব কৃতজ্ঞ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এবারের সফরে ওড়িশার নতুন বিমানবন্দরের কাছেই জমি দেওয়া হচ্ছে বাংলার অতিথিশালার জন্য। বৃহস্পতিবার নবীন এবারের ওড়িশা সফরে গিয়ে বিশ্ববঙ্গ ভবন তৈরির জন্য পট্টনায়েকের সঙ্গে বৈঠকের পরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এদিন জমি পছন্দ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবীন পট্টনায়েকের জানান, আমি দিঘায় একটা জগন্নাথ মন্দির তৈরি করছি। সেজন্য আমি নবীনজিকে বাংলায় নিমন্ত্রণ জানিয়েছি।

ধরে কাজ করার কথা বলেছে। নবীনের কথা হয়েছেবলে সূত্রের খবর। কালীঘাটে জেডিইউ নেতা কুমারস্বামীর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্তিশালী করার বৃহস্পতিবারই নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা লক্ষ্যে সহমত দুজনে। এছাড়া সাক্ষাতের পরে কলকাতায় ফেরেন সেখানেও আঞ্চলিক শক্তিকে জোরদার বাণিজ্যিক করিডর তৈরি নিয়েও মমতা- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার

দুয়ারে সরকার

ক্যাম্পেই হবে

চক্ষুপরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি— পঞ্চায়েত

নির্বাচনের আগেই দুয়ারে সরকার

মৌসুমী কয়ালকে জানতাম তাপস মণ্ডলের এজেন্ট, অভিযোগ কুন্তলের

নিজস্ব প্রতিনিধি— বৃহস্পতিবার কুন্তল ঘোষের মুখে উঠে এল তাপস মণ্ডলের 'এজেন্ট' মৌসুমী কয়ালের নাম। এই মৌসুমীই কামদুনির সেই প্রতিবাদী মুখ ছিলেন। এর আগেও মৌসুমীর নাম উঠেছিল, সে সময় তিনি তাপসের বিরুদ্ধে এক গুচ্ছ অভিযোগ করেছিলেন সংবাদমাধ্যমে। যদিও বৃহস্পতিবার কুন্তলের মন্তব্যের পর তিন বার মৌসুমীকে ফোন করা হলেও ফোন তোলেননি। মহিষবাথানে তাপসের ট্রেনিং সেন্টারে কাজ করতেন কামদুনিকাণ্ডের প্রতিবাদী মুখ মৌসুমী পাঁচ-ছ'মাস বেতন না পেয়ে সেই চাকরি ছেড়ে দেন তিনি। মৌসুমী বলেছিলেন, তাপসকে জেরা করলে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে আরও বড় বড় নাম উঠে আসবে। এ বার সেই মৌসুমীকে সরাসরি তাপসের 'এজেন্ট' বলে উল্লেখ করলেন কুন্তল। তিনি বলেন, "মৌসুমী কয়াল জানতাম তাপস মণ্ডলের এজেন্ট। কত টাকা তুলেছে জানি না।"

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদের প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানে তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের 'ঘনিষ্ঠ' তাপসকে ১৯ ফেব্রুয়ারি, রবিবার গ্রেফতার করা হয়। তাপস নিজে তখন বলেছিলেন, কেন তাঁকে গ্রেফতার করা হল, সেটা তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না। কারণ, তিনি তদন্তে সহযোগিতাই করছিলেন। অন্য দিকে, তাপসের অফিসের প্রাক্তন কর্মী মৌসুমী বলেছিলেন, "এই গ্রেফতারি তো স্বাভাবিক। আমার মতে, আরও আগে ওঁকে গ্রেফতার করা উচিত ছিল। অনেক বছর দেরি হল। 'মৌসুমী দাবি করেছিলেন, "এ রাজ্যে বিএড কলেজগুলোতে কাউন্সেলিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন তাপস। এই দায়িত্ব ওঁকে দিয়েছিলেন স্বয়ং মানিক ভট্টাচার্য। তবে একা মানিক নন, এই দূর্নীতি কাণ্ডে আরও বড় বড় মাথা রয়েছেন। সেগুলো তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে।" আরও বলেন, ''অনেক দেরি হল গ্রেফতারিতে। এত দিন হয়তো ইডিকে তদন্তে সহযোগিতা করেছেন তাপস। কিন্তু এখনও উনি পুরোপুরি মুখ খোলেননি। অনেক কথা ওঁর পেটে আছে। আমি সাধারণ মানুষ হিসাবে বলতে পারি, যে ভাবে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন উনি. তার বিচার হোক। উনি রাজসাক্ষী হোন। সাজা ওঁর প্রাপ্য।" মৌসুমী সে সময় জানিয়েছিলেন, বছর দেডেক ধরে মহিষবাথানে তাপসের একটি অফিসে কাজ করতেন তিনি।

রাহ্ণলের ২ বছরের জেল-যাত্রায় ৩০ দিনের স্থগিতাদেশ



সুরাত, ২৩ মার্চ— মোদি পদবী নিয়ে টিপ্পনির মামলায় গান্ধিকে দোষী সাব্যস্ত করেছে সুরাতের আদালত রাহুল। বৃহস্পতিবার সকাল সওয়া ১১টায় কিছুক্ষণ পরেই সাজা ঘোষণা করে আদালত। বিচারক রাহুল গান্ধিকে দু'বছরের হাজত বাসের সাজা দেন। কিন্তু সেই সাজা ঘোষনার পরক্ষনেই সুরাতের কোর্টে দাঁড়িয়েই সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানালেন রাহুল। তিনি উচ্চতর আদালতে যাবেন বলে জানান। ফলে আপাতত এই সাজার নির্দেশ স্থগিত করে আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে উচ্চ আদালতে আবেদন জানানোর জন্য ৩০ দিন সময় বেঁধে দিয়েছে।

২০১৯ সালে কর্নাটকের ভোটের প্রচারে গিয়ে রাহুল গান্ধি মন্তব্য করেছিলেন, 'দেখা যাচ্ছে যাঁরাই দুর্নীতি করছেন তাঁদেরই পদবী মোদী। নীরব মোদি টাকা লুঠ করে পালিয়ে গিয়েছেন। আর যিনি তাঁকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন তিনিও একজন মোদি। দু'জনেই একই রাজ্যের।'

এরপরেই গুজরাতের বিজেপির এক প্রাক্তন বিধায়ক, সাংসদ আদালতে মামলা করেন। তাঁরও পদবী মোদি। তিনি আদালতে বলেন, মোদি পদবীকে রাহুল গান্ধি

সেই মামলারই এদিন চুডান্ত রায় দান ছিল। সশরীরে সুরাতের আদালতে হাজির ছিলেন রাহুল। দোষী সাব্যস্ত করার পর, সাজা ঘোষণার আগে রাহুলকে বিচারক জিজ্ঞেস করেন, আপনার কিছু বলার আছে? আপনি কি অনুতপ্ত? জবাবে রাহুল বলেন, 'রাজনীতির মঞ্চ থেকে রাজনীতির কথা বলেছি। এখানে অনুতাপের কোনও বিষয় নেই। মামলাকারীর আইনজীবীরা তখন আর্জি জানান, রাহুল গান্ধি একরোখা মনোভাব দেখাচেছন। ওঁকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হোক।

তারপর বিচারক রাহুলকে দু'বছরের কারাদণ্ডের সাজা শোনান। পাল্টা রাহুল বলেন, তিনি এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চতর আদালতে যাবেন। যেহেতু তিন বছরের কম কারাদণ্ডের সাজা তাই সুরাতের ওই আদালতই রাহুলের জামিন মঞ্জুর করে। তাঁকে নির্দেশ দেয়, জেলযাত্রার এই সাজা আপাতত ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করা হল। এই সময়ের মধ্যে রাহুলকে উচ্চতর আদালতে পিটিশন দাখিল করতে হবে। তারপরেই আদালত থেকে বেরিয়ে যান রাহুল।

উল্লেখ্য, ভারতের জনপ্রতিনিধি আইনের সেকশন ৮(৩) অনুযায়ী, কোনও সাংসদ যদি যে কোনও অপরাধে দু'বছর বা তাঁর বেশি কারাদণ্ডে দণ্ডি ত হন, তাহলে তাঁর সাংসদ পদ বাতিল হতে পারে। শুধু তাই নয়, ওই ব্যক্তি পরবর্তী ৮ বছর লোকসভা নির্বাচনে প্রক্রিন্দিতাও করতে পারবেন না। অর্থাৎ উচ্চতর কোনও আদালতে এই রায় বাতিল না হলে ২০২৪ সালের লোকসভার লডাই থেকেও রাহুল ছিটকে যেতে পারেন।

এদিকে আদালতের রায়ের পর আসরে নেমে গিয়েছে বিজেপিও। পীযুষ গোয়েল, কিরেণ রিজিজুর মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা দাবি করছেন, রাহুল কোনওকালেই সাংবিধানিক পদকে সম্মান করতে পারেন না। এমনকী, মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনও তিনি সরকারের পাশ করানো অর্ডিন্যান্স ছিঁডে ফেলেছিলেন তিনি। আগামী দিনে বিজেপি যে কংগ্রেস নেতার সাংসদ পদ খারিজের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ করবে, সেটাও স্পষ্ট। কংগ্রেসের আশঙ্কা, রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করার লক্ষ্যেই বিচারবিভাগকে প্রভাবিত করছে বিজেপি। দলের একটা অংশের আবার অভিযোগ. আদানি ইস্যুতে লাগাতার প্রশ্ন তোলায় রাহুলকে হেনস্তা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে এই রায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস।

চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিলেন সুজন,

নিজস্ব প্রতিনিধি— বৃহস্পতিবার আদালতে ঢোকার মুখে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, যে সমস্ত নেতা এখন 'বড বড' কথা বলছেন তাঁরাই পার্থকে চাকরির জন্য বিভিন্ন লোকের নাম পাঠিয়ে তিরর করেছিলেন। তাঁর আরও দাবি, তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, বেআইনি কাজ করতে পারবেন না। আদালতে ঢোকার পথে পার্থ

বলেন, ''যে সুজন চক্রবর্তী, দিলীপবাবু, শুভেন্দুবাবুরা বড় বড় কথা বলছেন, তাঁরা নিজের দিকে দেখন। উত্তরবঙ্গে তাঁরা কী করেছেন? ২০০৯-১০-এর সিএজি রিপোর্ট পড়ন। সমস্ত জায়গায় তর্বির করেছেন, কারণ, আমি তাঁদেরকে বলেছি করতে পারব না। আমি নিয়োগকর্তা নই। এ

আমি কারও নামে সুপারিশ করেছি। প্রয়োজনে সওয়া ৪টার মধ্যে প্রেসিডেন্সি জেলের সিসিটিভি

এবং কুণাল ঘোষের একই ধরনের মন্তব্য আসলে রাজনৈতিক বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে শাসক ও

তৃণমূলের তরফ থেকে করা হচ্ছে, তার বিরোধিতায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর।



সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "মাথা গোলমাল হলে অনেক কিছ

হয়। ওঁর সার্কিটটা খারাপ হয়ে। গিয়েছে। ২০০৯-১০ সালের কথা বলছেন, সেই সময় পার্থ কোথায় ছিলেন? তখন তো উনি সরকারের কেউ না বলেই আমার ধারণা। উনি তো বিরোধী দলে! মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কেন হবে না বলুন তো! অনব্রতের পাশে দল আছে, পার্থের পাশে কেউ নেই। বহস্পতিবার নিয়োগ মামলায় পার্থ চ্যাটার্জীকে আদালতে তোলার জন্য আনতেই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে উঠল 'চোর চোর' স্লোগান। আদালতের ঢোকার মখে সিঁডিতে ঘরে দাঁডিয়ে বলেছেন. ''আমি দূর্নীতি করতে চাইনি। শুভেন্দু, দিলীপ, সজন উত্তরবঙ্গে অনেক তরির

কর্মসূচিকে জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে জোরদার করতে চাইছে রাজ্য সরকার। এখন থেকে 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্পেই হবে চক্ষ পরীক্ষা। 'চোখের আলো' প্রকল্পের কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। দয়ারে সরকার ক্যাম্পে এই প্রকল্পের পরিষেবা দেওয়ার সূচনা আগে হয়েছিল। পরে অবশ্য তা বন্ধ হয়ে যায়। ফের তা নতন করে চাল হতে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই জেলাশাসক সিএমওএইচদের এজন্য চিঠি দিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব

> বলেছেন, দুয়ারে সরকার শিবিরে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে নতুন নাম নথিভুক্ত করার বা অন্য কারও নাম অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থাও থাকবে। এমনকী যাঁদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে, অথচ স্মার্ট কার্ড নেই, তাঁদেরও স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে এই দুয়ারে সরকার -এর ক্যাম্পে।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে চক্ষু পরীক্ষার কয়েকটি নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে। যিনি চক্ষু পরীক্ষা করাবেন তিন দিন আগে তাঁকে নাম নথিভুক্ত করাতে হবে। অনেক নাম জমা হলে দৃটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। ৪৫ বছরের কম বা তার বেশি বয়সীদের দু'টি আলাদা দলে ভাগ করে চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড় য়াদের স্কুলে গিয়ে চোখ দেখানোর ব্যবস্থা করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারও চোখে ছানি থাকলে তার অপারেশনের জন্যও আলাদা করে ব্যবস্থা থাকবে।

এছাড়া দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। অন্তত ৩২ রকম সরকারি পরিষেবা দেওয়া হবে জনসাধারণকে। পরিষেবা যাতে দ্রুত মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া যায়, তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে জেলাশাসককে।

দিলীপ, শুভেন্দুরা, রাজি ইইনি : পার্থ

২০১১-১২ সালটা দেখন না! দেখন না, কী করেছিলেন তাঁরা। ''পার্থের অভিযোগের পাল্টা দিলীপ বলেন. ''জেলে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। যে সময়ের কথা বলেছেন তখন আমি রাজনীতিতে আসিনি। এ সব চক্রান্ত করে লাভ হবে না। প্রমাণ ব্যাপারে কোনও সাহায্য তো দূরের হলে জেল খাটব। কিন্তু উনি তো করেছিলেন। আমি বরং বলেছিলাম, কথা আমি কোনও কাজ বেআইনি বান্ধ বীসমেত জেলে গিয়েছেন। আমি নিয়োগকর্তা নই, কিছু করতে করতে পারব না। শুভেন্দ অধিকারীর টাকার পাহাড সবাই দেখেছেন।" পারব না।"

সব মিলিয়ে নিয়োগ দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে ক্রমশ প্রশ্ন তুলে আসরে নেমেছে তৃণমূল।

কুণাল ঘোষ ট্যুইটে বলেন, 'নিয়োগ দুর্নীতিতে দিলীপ সুপারকেও ধরা হোক। ওঁর দু'টি নম্বর নিয়ে আলিপুর জেলের সুপারের কেবিনে বসে ঠিক হয়।

ঘোষ, সুজন চক্রবর্তী, শুভেন্দু অধিকারীর যোগ হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসটাইম খতিয়ে দেখা হোক বলেও দাবি শুভেন্দুর। তবে জেল সুপার দেবাশিস

রয়েছে। ঠিক একই অভিযোগ করেন পার্থ বিকেল ৪টা থেকে ৪টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত কার কার চক্রবর্তী এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করে।

চট্টোপাধ্যায়ও। এদিন তার পাল্টা দিতে গিয়ে সঙ্গে কথা বলেছেন।' শুভেন্দু আরও বলেন, সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'এই ধরনের কিছু আমার

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী 'দেবাশিস চক্রবর্তীর কেবিনে একজন মহিলা জানা নেই।' অন্যদিকে সাজানো চিত্রনাট্য বলে

পার্থ ও কুণাল ঘোষের চিত্রনাট্য দুর্বল : শুভেন্দু নিজস্ব প্রতিনিধি— নিয়োগ দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে চক্রবর্তী, যিনি প্রেসিডেন্সি জেলের সুপার তাঁর দু'টি নেব। ২০১৬ সাল থেকে আমি বিধায়ক। তার আগে রাজ্য-রাজনীতি সরগরম। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার নম্বর দিচ্ছি। ৩০ মিনিট আগে যিনি ট্যুইট করেছেন, সাংসদ ছিলাম। এই সময় কালে তাঁর কাছ থেকে চক, দুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। কারণ, বিষয়টি ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড পর্যন্ত নিইনি। এই লোকটাকে ট্টাইটকে ঘিরে রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ চরমে ওঠে। আদালতের নির্দেশে তদন্ত হচ্ছে। আর জেল আমি ঘুণা করি।' পার্থ কী বলবেন, সেটা বুধবার

বলেন, 'এটা অত্যন্ত দুর্বল চিত্রনাট্য। একটা ফাটা আইনজীবী ছিলেন। সেই কেবিনে পার্থ আক্রমণের জবাবে কুণাল বলেন, 'ক্ষমতা থাকলে। কাগজ বের করে দেখান আমার বিরুদ্ধে। যেখানে চট্টোপাধ্যায়কেও আনা হয়েছিল। বিকেল ৪টা থেকে অভিযোগ প্রমাণ করে দেখান উনি।' উল্লেখ্য, গত শুক্রবার দলীয় বৈঠক তৃণমূল সুপ্রিমো হ্যান্ডরাইটিং বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করাক। এই ফুটেজ দেখা হোক।' এখানেই থেমে না থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ধরনের নাটক সুদীপ্ত সেনকে দিয়েও করা হয়েছিল।' প্রেসিডেন্সি জেলের সুপার ও কুণাল ঘোষকে বলেন, বাম আমলে কাদের চাকরি চিরকুটে হয়েছিল। নিয়োগ দুর্নীতিতে শুভেন্দু যুক্ত বলে যে দাবি জিজ্ঞাসাবাদ করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, পাল্টা হুঙ্কার তার তালিকা বের করার জন্য। তারপর থেকেই দেখা

যায় বাম আমলে বিভিন্ন সময়ে অনেকের চাকরি নিয়ে

কুণাল ঘোষ ও তৃণমূল এদিনও সিপিএম নেতা পরিকল্পিতভাবেই করেছেন বলে বিধানসভার বিরোধী । বিরোধী দলের নেতারা। শুভেন্দু নিজের পক্ষে বলতে । সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রীর কলেজের জয়েনিং লেটার প্রকাশ। দলনেতা অভিযোগ করেন। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু গিয়ে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, 'আমি পার্থ করে। পাশাপাশি কুণাল বলেন, শুভেন্দু-দিলীপরা আরও দাবি করেন, এটা আগে থেকেই ঠিক করা চট্টোপাধায়কে বিধানসভা মধ্যেও বলেছিলাম। একটা চাকরির সুপারিশ করেছিলেন কিনা, তাও খতিয়ে দেখা ছিল। এই প্লট তৈরি হয়েছিল গতকাল। দেবাশিস ফাটা কাগজও যদি দেখাতে পারেন, তা হলে মেনে হোক। তারপর পার্থর মুখে শোনা যায় একই কথা।

শেখর বসু, তিলোভ্রমা মজুমদার ছোট গল্প অমর মিত্র সূতপন চট্টোপাধ্যায়, অনিমেষ গোস্বামী

দীর্ঘ কবিতা সুবোধ সরকার প্রবালকুমার বসু

সাক্ষাৎকার ব্রাত্য বসু স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় ডাঃ প্লাবন মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ/স্মৃতিকথা/রম্যরচনা/ভ্রমণ

শুভাপ্রসর, বিভাস চক্রবর্তী, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ রায়, শংকর নাথ দেবাশিস বসু দীপদ্ধর চৌধুরী, মণিদীপা সান্যাল, তরুণ গোস্বামী পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার, দেবাশিস পাঠক, নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় অতীক মজুমদার, সৌমিত্র মিত্র, শুভন্ধর (অপু) দে, কমল সরকার, শুভ্র গুপ্ত

b0/

সরব হয়েছেন শুভেন্দু। পাশাপাশি, পার্থ চট্টোপাধ্যায়



Estate, Bhubaneswar-

statesmanbbsr@gmail.com

Delhistatesman@gmailcom

M-09438838880

751010.

SILIGURI

Spencer Plaza

18/19, 1st Floor,

Ph.: 9832082429

Above Vishal Mega Mart

Siliguri-734005, West Bengal

sil_statesman@yahoo.co.in delhistatesman@gmailcom

Burdwan Road

KOLKATA Statesman House, 4, Chowringhee Square Kolkata-700 001 Apurba Chakravarty, M: 9830045650, Uttar Sarathi Guha Mojumder M: 9831528760

For Advertisement : statesmandisplay@gmail.co thestatesmanclassified@gmail.

delhistatesman@gmail.com For Editorial:

journo71@gmail.com

DELHI Statesman House. 148, Barakhamba Road, New Delhi-110 001 Tel: (011) 2331 5911, 43043793

delhistatesman@gmail.com Hiten Rathore hiten.statesman@gmail.com Mob: 9212192123

BHUBANESWAR

Plot 3A, Zone B, Sector A,

Mancheswar Industrial

রাশিহ্মল

শুক্রবার, ২৪ মার্চ

মেষরাশি— স্বামী স্ত্রীর চেষ্টায়

ব্যবসায়িক সাফল্য। বিদ্যার্থীদের পক্ষে

শুভ নয়। অভাবনীয় নতুন বৃহৎ

যোগাযোগ আসবে। অযৌক্তিক

উচ্চাকাঙ্খা পরিত্যাগ করুন। সামাজিক

বৃষরাশি– মন, বুদ্ধির অস্থিরতা বিষয়ে

সতক হবেন। একাধিক সদুপায়ে

অর্থাগম। হিতীষীর উপস্থিতি

লক্ষ্যণীয়। নিষ্ঠা ও শ্রম অনুযায়ী

বিদ্যায় সাফল্য আসবে না। সঙ্গীত

মিথুনরাশি– ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ

কার্যকরী হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে

সাফল্যের আশা ক্ষীণ। নিকট

আত্মীয়ের ব্যবহারে সন্দেহ বৃদ্ধির

আশঙ্কা। প্রিয় সমাগম ও প্রীতিলাভের

কর্কটরাশি— বলবান শত্রুর সঙ্গে

সেয়ানে সেয়ানে বোঝাপড়া। ধর্ম

বিষয়ে শুভ। বহু শ্রমযোগে উপার্জন ও

অর্থসঙ্কট থেকে মুক্তি। মামলায়

সংঘাতের ফল সম্ভোষজনক। জ্ঞানী ও

সিংহরাশি– সেবার দ্বারা গুরুজনকে

সম্ভুষ্ট করতে পরেন। কর্মক্ষেত্রে

অভাবনীয় সাফল্য। নিকট সম্পর্কিতের

সুখবর পাবেন। শত্রুরা বশ্যতা স্বীকার

করবে। ঋণ পরিক্সনা পরিত্যাগ

কন্যারাশি– প্রশাসনিক পদে উন্নতির

কারকতা। মন ও বদ্ধির অস্থির বিষয়ে

সতর্ক হবেন। পারিপার্শ্বিকতা হেত

মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর

মনোভাব ও পারিপার্শ্বিকতা বুঝে

উদ্বেগ বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর মনোভাব ও

কর্মখালি

WEST BENGAL UNIVERSITY OF ANIMAL

& FISHERY SCIENCES

37, K. B. Sarani, Kolkata-37

Applications from Indian nationals are invited for

recruitment in the various posts at three Krishi

Vigyan Kendras (KVKs) at North 24 Parganas,

Jalpaiguri and Murshidabad District under the

aegis of the West Bengal University of Animal and

Fishery Sciences. Details advertisement and

application format is available on - http://wbuaf-

নাম পদ্বি পরিবর্তন

I, SHAMA Haroon, W/o. Md Haroon, R/o. 67,

Maulana Shaukat Ali Street, Kolkata-700073, after my

husband, Md Haroon, went missing, I got remarried to

E Salim. Shama Haroon and Aan E Salim are identical

person vide affidavit before Metropolitan Magistrate

All Advertisements

are carried

Free of cost onour website

https://epaper.thestatesman.com

Director of Research, Extension & Farms

Prof T. K. Mandal

পরিবেশের

চর্চায় সাফল্যের যোগ।

সম্ভাবনা। বিরুদ্ধ

মোকাবিলায় সফলতা

গুণী ব্যক্তির সঙ্গলাভ।

করুন।

scl.ac.in

দায়িত্বপালন ও পরোপকারের চেষ্টা।

HYDERABAD The Statesman Limited 2nd Floor, UNI Building. A.C. Guards, Hyderabad-500004,

9866323009,9212192123 delhistatesman@gmail.com hyderabad@thestatesmangroup.com

All other stations in India - Re. 1

লোকনাথ শাস্ত্ৰী

পারিপার্শ্বিকতা বঝে কাজ করুন। গহে

বহুজন সমাগম ও বিবিধ বিষয়ে

তুলারাশি-কর্মক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তা ও

কৃতিত্ব বাড়বে। স্থান পরিবর্তনে

শারীরিক উন্নতি। দিনের শেষে

অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ। বহুজনের

বৃশ্চিকরাশি-- অর্থ বিনিয়োগে

ব্যবসায়িক সাফল্যের যোগ। ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হলেও শুভপ্রদ।

ধর্মমূলক কাজে সুনাম বৃদ্ধির কারকতা।

দিনের শেষে বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামর্শ

ধনুরাশি- পত্নীর কর্মকুশলতায়

পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি। ভ্রাতা ভগিনীর

সহিত মতানৈক্যের অবসান। বহুপ্রসারী

পরিকল্পনা বর্জন করুন। মন ও বিদ্ধির

মকররাশি– ব্যবসায়ে অংশীদারী

সমস্যার সমাধান। বহুজনের সঙ্গ

লক্ষ্যণীয়। দিনের শেষে নানাপ্রকার

ঘটনার সংঘাত লক্ষ্য করবেন

কুম্ভরাশি– আইনঘটিত জটিলতার

সরলীকরণ। হিতাকাঙ্খীর কুপা ও

আনুকুল্য লাভ। ঋণশোধ ও নানা

শারীরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ।

সহায়তা লক্ষ্যণীয়।

নিমিত্তে সতৰ্কতা প্ৰয়োজন।

সাফল্য

একাগ্রতা লক্ষ্যণীয়।

মেলামেশা। সন্তানের

শারীরিক নিম্নাংশের পীডা।

লাভ। কূটনৈতিক চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।

সঙ্গে যোগাযোগ ও অভীষ্টলাভ।

BANGALORE No. 68, First Floor, Gold

AIR-SURCHARGE; Kathmandu - Re. 2, Eastern Region - Re. 1

দিনপঞ্জিকা

50 Residency Road Bangalore-560025.

MUMBAI

35775450

LUCKNOW

Email:

RANCHI

2/2, Butler Palace

Lucknow-226 001,

M-9212192123

Near Jopling Road)

Mobile: 9212192123

delhistatesman@gmail.com

delhistatesman@gmailcom

ranchi@thestatesmangroup.com

Email:

Tel.; 080-9212192123

5, Kasturi Buildings, Jamshedji Tata Road,

M-9212192123, Tel: (022)

delhistatesman@gmail.com

mumbai@thestatesmangroup.com

Mumbai-400 020

delhistatesman@gmail.com

bangalore@thestatesmangroup.com

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা

৯ চৈত্র ১৪২৯, ২৪ মার্চ, শুক্রবার ২০২৩। তিথি—(চৈত্র শুক্লপক্ষ) তৃতীয়া দং ২৮/১৭ অপঃ ঘ. ৫/১২। নক্ষত্র—অশ্বিনী দং ১৯/১২ দিবা ঘ. ১/২২। অমৃতযোগ— দিবা ঘ. ৯/৩০ গতে ১২/৪৫ মধ্যে রাত্রি ঘ. ৮/০ গতে ১০/২১ মধ্যে পুনঃ ১১/৫৫ গতে ১/৩০ মধ্যে পুনঃ ২/১৮ গতে ৩/৫২ মধ্যে। **বারবেলা**— ঘ. ৬/৪৩ গতে ৮/২২ মধ্যে পুনঃ ৩/১ গতে ৪/৪১ মধ্যে।

মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা

৯ চৈত্র ১৪২৯, ২৪ মার্চ, শুক্রবার ২০২৩। তিথি—তৃতীয়া রাত্রি ৭/৩০। নক্ষত্র—অশ্বিনী দিবা ৩/৫০। অমৃতযোগ— দিবা ৯/২৯ গতে ১২/৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭/৫৪ গতে ১০/১৮ মধ্যে ও ১১/৫৩ গতে ও ১/২৯ মধ্যে ও ২/১৭ গতে ৩/৫৩ মধ্যে। কালবেলা— ৭/০ মধ্যে ১২/৫৮ গতে ২/২৮ মধ্যে ও ৩/৫৭ গতে

কারণে অর্থব্যয়। বৈষয়িক মামলায় ইসলামি পঞ্জিকা জয়লাভের আশা। কর্মক্ষেত্রে কোনও ৯ চৈত্র ১৪২৯, ২৪ মার্চ, শুক্রবার বহুদর্শী ব্যক্তির সাহায্য পেতে পারেন। ২০২৩। সূর্যোদয় ৫/৪৩ সূর্যাস্ত ৫/৪৫। তিথি—তৃতীয়া রাত্রি মীনরাশি— গুরুজনের আশীর্বাদে ৭/৩০। নক্ষত্র—অশ্বিনী দিবা সৌভাগ্য বৃদ্ধি। মানসিক যন্ত্রণার ৩/৫০। সেহরী শেষ/ফজর শুরু উপশম হতে পারে। জ্ঞানীজনের ৪/১৫ ফজর শেষ ৫/৩০ জোহর বক্ৰপথে ১০/৪৯ আসর ৩/৪১ ইফতার/ অর্থাগমের কারকতা। প্রতিবেশী

পাবলিক নোটিশ

In connection to the Affidavit made before the

Notary Public at Calcutta High Court by

Subhendu Banerjee, Notary, Government of

West Bengal, Registration Number 008/2022,

Advocate, High Court, Calcutta, Dated 22-03-

2023, I Piyali Chakraborty of 27, Iswar Gupta

Road, P.O.: Dum Dum, Kolkata-28, declare

that I came to learn from reliable sources that

some objections arose with regard to the con-

tents of the book titled, সাংবাদিকতা ও

Sangbadmadhyam) co-authored by myself

and Shontos Kumar Debnath, edited by

Santanu Banerjee (Bandyopadhyay) pub-

lished by Sanjib Prakashan (1st edition, March

2015). Apart from that, there is no ISBN in the

book. Further, I do not get any profit / royalty

from the sale proceeds of the said book. In this

circumstances I declare that the portion of the

manuscript which was written by me is a prod-

uct of my original thinking. However, since

there is a controversy over it, I hereby with-

draw my name as an author of the book for the

purpose of future editions and instruct the pub-

lisher M/S. Sanjib Prakashan, 14 Ramanath

Majumdar Street, Kolkata, PIN-700009 to stop

the sale of the said book with immediate effect.

(Sangbadikata

সংবাদমাধ্যম

৫/২৭ মধ্যে।

মাগরিব ৫/২৪ এশা ৬/৩৫।

প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমলেও বিরোধীরা নানা কথা বলেছিল। এ সব ভিত্তিহীন।' এর উত্তরে বিমান ঘোষ জেলায় তিল, বাদাম ইত্যাদির চাষ বাড়িয়ে আলুচাষ বলেন, 'এই সব কথা বলে উনি যা ঘটছে তাকে একট কমিয়ে দিলে কোনও ক্ষতি হবে না। এই কোনও ভাবেই জাস্টিফাই করতে পারবেন না। প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক তথা পুরশুড়ার হাইকোর্টের নির্দেশে ইডি, সিবিআই তদন্ত করছে, বিধায়ক বিমান ঘোষের বক্তব্য, 'সরকারের ব্যর্থতা সত্য প্রকাশিত হবেই। বাংলার মানুষ বাড়িতে ঢাকতে এই ধরনের কথা বলা হচ্ছে। আলুর বাড়িতে সব বুঝে গেছে, এটাকে ওরা কিছুতেই চাপা বিপণনের ক্ষেত্রে চাষিদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দিতে পারবেন না। শিল্প সংস্থার রক্তদ নে

শ্রমিকদের সঙ্গে অতিরিক্ত জেলাশাসক নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২৩

মার্চ— রক্তদানে মানুষকে উৎসহিত করার সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে খড়গপুরের অগ্রণী শিল্প সংস্থার শ্রমিকদের সঙ্গে এই মহল কাজে এগিয়ে এলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ), খড়গপুর ১ নং ব্লুকের গোকুলপুরে রেশমি গ্রুপের ওডিশা মেটালিকসের পক্ষ থেকে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ২০০ জন রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও খড়গপুর মহকুমা হাসপাতাল। ওড়িশা মেটালিকস আয়োজিত রক্তদানের এই কর্মসূচি এ বছর পঞ্চম বর্ষে পা দিল বলে জানাল রেশমি গ্রুপের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ভাস্কর চৌধুরি।

মিডিয়াটেক ফোন

নিজস্ব প্রতিনিধি— প্রখ্যাত স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থা আইকিউওও নিয়ে এল মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৯২০ ৫জি প্রসেসর সহ শক্তিশালী ফোন। আইকিউওও ফুললি লোডেড জেড৭ গ্রাহকদের উন্নততর পরিষেবা দিতে প্রস্তুত। মূল্য ধার্য হয়েছে সাডে সতেরো হাজার টাকা।

জাল নোট সহ গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২৩ মাৰ্চ— জাল নোট দোকানে ভাঙ্গাতে গিয়ে আবারও জাল নোট সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থানার কাঁকো এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বজিত দাস। এদিন বৃহস্পতিবার ধৃত ব্যক্তিকে ঝাড়গাম আদালতে তোলা হলে বিচারক ৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বুধবার বিকেলে বিনপুর থানার কাঁকো এলাকার একটি দোকানে দু হাজার টাকার জাল নোট ভাঙ্গাতে গিয়েছিল বিশ্বজিত। ওই দোকানদার জাল নোট দেখে সন্দেহ হওয়ায় বিনপুর থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পাওয়ার পর বিনপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসেন। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে চারটি দু হাজার টাকার নোট ও চৌদ্দটি পাঁচশো টাকার জাল নোট উদ্ধার করেছেন। উল্লেখ্য গত শুক্রবার ঝাড়্যাম ব্লকের কাশিয়া এলাকা থেকে জাল নোট সহ শেক মহিম ও মানব মজুমদার ওরফে রাহুল নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিরা কোথা থেকে জাল নোট পাচ্ছেন তা নিয়ে ইতি মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশ। এর আগে গত নভেম্বর মাসে বিনপর বাজার এলাকা থেকে প্রায় ৩৫ হাজার টাকার জাল নোট সহ রঞ্জিত মহাপাত্র নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পলিশ। এছাড়াও লালগড়, ওড়িশা সীমান্তবর্তী নয়াগ্রাম এলাকা থেকেও জাল নোট উদ্ধার করেছেন পুলিশ এদিকে একের পর এক জাল নোট উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে

ঝাজাম জেলাবাসীর মনে।

মাল্টিপল মায়েলোমা

वांग्रवान व्रक उ दिखन किथान,

শহর ও জেলার অন্বরে

চাষিরা প্রয়োজনের চেয়েও বেশি

আলু চাষ করছেন, তাই দাম

পাওয়া মুশকিল : পূর্ণেন্দু বসু

জেলায় একটা সমস্যা আছে আলু চাষ নিয়ে। চাষিরা কিছুতেই শুনতে চাইছেন না যে, আমাদের যা আলুর দরকার চার ডবলেরও বেশি তাঁরা আলু উৎপাদন করেন। আমাদের ৫৫ লক্ষ টন আলু লাগে সে ক্ষেত্রে যদি তাারা ১২০ লক্ষ টন আলু উৎপাদন করেন তাহলে তার বাজার পাওয়া মুশকিল। আশা করব, আগামী দিনে চাষিরা এটা বুঝবেন। হুগলি

দুর্নীতি প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দুবাবু জানিয়েছেন, 'বিরোধী দল চিরদিনই সরকারের কর্মীদের বিরুদ্ধে, প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করবে। তারা মিথ্যা প্রচার করবে। এই রীতি বহুদিন থেকে চলে আসছে।



দেবাশিস শেঠ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার সর্বদাই চাষিদের

পাশ আছে। প্রতিবারের মতো তাই এবারেও সহায়ক

মূল্যে আলু কেনা হচ্ছে। তবে চাষিদেরও বুঝতে

হবে, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি আলু চাষ

করলে বাজার পাওয়া যাবে না। বৃহস্পতিবার

আরামবাগে আরামবাগ টাউন ও ব্লক কিষাণ

ক্ষেত্যজুর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনে এসে

এরকমই মন্তব্য করলেন রাজ্য কৃষাণ ক্ষেতমজুর

তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু

বসু। আরামবাগের রবন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত এই।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের ব্লক

সভাপতি শিশির সরকার, পুরসভার ভাইস

চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জি, পঞ্চায়েত সমিতির

সভাপতি গুণধর খাঁড়া, প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র

সাঁতরা, প্রাক্তন পুরপিতা তথা কাউন্সিলর স্বপন নন্দী,

আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা কিষাণ-ক্ষেতমজুর

তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ নিয়াজুল প্রমুখ।

আলুচাষিরা ফসলের উপযুক্ত দাম পাচ্ছে না। চরম

দুর্দশা এবং হতাশার মধ্যে পড়তে হচ্ছে তাদের।

দিকে দিকে ক্ষোভ এবং আত্মহত্যার মতো ঘটনা

ঘটছে। এই প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দু বসু চাষিদের বিকল্প।

ফসলের দিকে মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেন।

বিরোধীরা অবশ্য তাঁর এই নিদানকে সরকারের

পূর্ণেন্দু বসু বলেন, 'আমি আপনাদের কাছ যেটা

বলতে চাই, পশ্চিমবাংলা কৃষির দিক থেকে

অনেকটাই এগিয়ে আছে। কিন্তু হুগলি আর বাঁকুডা

অক্ষমতা ঢাকার চেষ্টা বলে মন্তব্য করেছে।

মমতা

আরামবাগ, ২৩ মার্চ— মুখ্যমন্ত্রী

হাতে তৈরি 'পদাবলি' কালেকশনের গহনা এবং হাতে বোনা শাড়ির অনন্য সম্ভার প্রদর্শনের জন্য আয়োজিত চার দিনের বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট গায়িকা লোপামুদ্রা মিত্র, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ডিরেক্টর জয়িতা সেন, এনআইএফটি কলকাতার জুয়েলারি ডিজাইনিং এর সিনিয়র ফ্যাকল্টি জয়তী মুখার্জি।

নারীর ক্ষমতায়নে দুই নারীর পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি— বিশ্বজুড়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে নারী ক্ষমতায়নে। পিছিয়ে নেই আমাদের দেশ তথা বাংলাও। আর নারীর ক্ষমতায়নের নারীদের স্বাবলম্বী করার বার্তা নিয়ে এলেন দুই রমণী। বিবাহ সূত্রে সুদূর মার্কিন নিবাসী বাংলার মেয়ে তথা প্রাক্তন



মিসেস এশিয়া ইন্টারন্যাশনাল কারলি বোস এবং বাঙালি না হয়েও বাংলার সংস্কৃতির টানে বাংলাকে নিজের করে নেওয়া হায়দরাবাদ নিবাসী শ্রীললিতা। এঁরা দু'জনেই মনে করেন নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়াই ক্ষমতায়নের মূল চাবিকাঠি। তাই আগামী দিনে নারীর ক্ষমতায়নে একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে চলেছেন এঁরা দু'জন।

রাজ্যের ২৬টি শহরে ৫জি পরিযেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি— যোগাযোগ সংস্থা এয়ারটেল পশ্চিমবঙ্গের ছাব্রিশটি শহরে ৫জি পরিষেবা ব্যবস্থা চালু করেছে। এর ফলে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট শহরগুলিতে গ্রাহকরা আরও দ্রুত ইন্টারনেট পরিষেবা উপভোগ করতে পারছেন।

চিকিৎসার গুরুত্বের উপর আলোকপাত

সরকারের কোনও ফলপ্রসূ ভাবনা নেই।' নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি— মাল্টিপল মায়েলোমা হল এক ধরনের রক্তের ক্যান্সার, যা প্লাজমা কোষ থেকে উদ্ভত হয়, যেটি ১০-১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে রক্তের ক্যান্সারের জন্য দায়ী। বর্তমানে, ভারতে এই ধরনের ক্যান্সারের ঘটনা ১০০,০০০ জনের ক্ষেত্রে প্রায় ১, তাহলেও সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলি মেট্রোপলিটন শহরগুলিতে এই রোগের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। মার্চ মাসকে মাল্টিপল মায়েলোমা সচেতনতা মাস হিসেবে পালন করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে মণিপাল হাসপাতাল সাধারণ মানুষের মধ্যে এই রোগ সম্পর্কে ব্যাপকমাত্রায় সচেতনতা তৈরি করতে আজ একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। ওল্ড এয়ারপোর্ট রোডের মণিপাল হাসপাতালের কনসালটেন্ট-হেমাটোলজি, হেমাটো অনকোলজি এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ডা. মল্লিকার্জন কলাশেট্রি এবং কনসালট্যান্ট-হেমাটোলজি, হেমাটো অনকোলজি এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ডা. আশিস দীক্ষিত সুস্থভাবে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে মাল্টিপল মায়েলোমা'র প্রাথমিক রোগ সনাক্তকরণ এবং এই রোগের চিকিৎসার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন।

স্বাস্থ্য বিমার ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড

নিজস্ব প্রতিনিধি— আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিমা সংস্থা ডিজিট হেলথ ইন্যুরেন্স দাবিহীন দুই বছর পর পুঞ্জিভূত বোনাস সহ দ্বিগুণ বিমা অর্থরাশি প্রদানের প্রস্তাব করছে। মেটো শহরের বাইরে বসবাসকারী সস্বাস্ত্যের অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য কিস্তিতে পনেরো শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও অন্যান্য সুবিধাদি দিতে প্রস্তুত সংস্থাটি।

মার্চ— হাতির হানায় রোজদিন নিহত ও আহতের ঘটনার পাশাপাশি বাড়িঘর ভাঙ্গচুর ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি করছে হাতির দল। যার ফলে সমস্যায় পড়েছেন জঙ্গল মহলের ঝাড়গাম জেলার জঙ্গল লাগুয়া গ্রামের সাধারণ মানুষজনেরা। তাই এদিন বৃহস্পতিবার বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার পক্ষ থেকে ঝাড়্রামের জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এই ডেপুটেশন জমা দেন। এদিনের এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার নেতা অশোক মাহাতো সহ সংগঠনের নেতৃত্বরা। ডেপুটেশন দেওয়ার পর জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার নেতা অশোক মাহাতো বলেন জঙ্গলমহল জুড়ে হাতির হামলায় প্রায় প্রান হানির ঘটনা যেমন ঘটছে তেমনি প্রতিদিন ঘর বাড়িও ফসলের ক্ষতি করছে হাতির দল। তাই হাতি ও মানব রক্ষার দাবিতে এবং হাতির হামলায় মৃতদের পরিবারগুলিকে চাকরি দেওয়ার দাবিতে, হাতির দল যাদের ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি করছে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী তাদের ক্ষতিপুরণ দেওয়ার হয় এবং হাতিকে রক্ষা করার দাবি সহ আট দফা দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা

ক্ষিকা ও কন্যাশ্রী ক্লাবের উদ্যোগে নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে তাকে পড়াশোনার সুযোগ বর্ধমানের জঙ্গলমহলে

আমিনুর রহমান

আঠারো বছর আগেই বাবা মা ও বাড়ির সকলে তার বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু মেয়েটি চায় আরও লেখাপড়া শিখতে। আর এ কথা জানাজানি হতে স্কুল শিক্ষিকা ও কন্যাশ্রী ক্লাবের ছাত্রীদের তৎপরতায় বিয়ে বন্ধ হয়, সে এখন পুরোদমে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে এ আশ্বাসটুকু মিলেছে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার জ !লমহল এলাকার আউশগ্রাম এক ব্লকের কয়রাপুরে। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ফেলেছে বিভিন্ন মহলে। ওই নাবালিকার ইচ্ছাকে স্বাগত জানিয়ে অনেকেই তাকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

কয়েকদিন আগে আউশগ্রামের কয়রাপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী পূজা বাগকে কান্নাকাটি করতে দেখেন তারই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা। তিনি প্রশ্ন করে জানতে পারেন পূজার বাবা মা তাকে বিয়ে দিতে চান। তারপর শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষকদের তৎপরতা শুরু হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সতীনাথ গোস্বামী ঘটনাটি জানিয়েছিলেন বিডিও দপ্তরে। তারপর কন্যাশ্রী ক্লাব ও প্রশাসনিক তৎপরতায় ওই নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

জানা গেছে পজা বাগের বাডি বর্ধমান এক ব্লকের



দেওয়ানদিঘী থানার পাথরপুকুর গ্রামে। পূজা তার মামার বাডি আউশগ্রামের আমবোনা গ্রামে থেকে পড়াশোনা করে। কিন্তু আঠার বছর হবার আগেই পুজার বাবা মা তার বিয়ে দিয়ে ভালো পাত্রের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। তবে বেঁকে বসে সে। আরও লেখাপড়া করার ইচ্ছা তার। বাবা মা-এর সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে স্কুলে এসে কান্নাকাটি করাতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নজর এডায়নি। খবর যায় কন্যাশ্রী ক্লাবের কাছে। কয়রাপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের কন্যাশ্রী ক্লাবের নোডাল শিক্ষিকা

নিবেদিতা কোলে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে তৎপরতা শুরু করেন। প্রধান শিক্ষক ব্লক আধিকারিক সহ পুলিশ ও প্রশাসনের সংগে যোগযোগ করেন। সবার তৎপরতায় চাইল্ড লাইনে ফোন করা হয়েছিল। চাইল্ড লাইন অতি দ্রুতকার সংগে সব রকমের ব্যবস্থা নেয়। পরে চাইল্ড লাইন ও পুলিশ পৌঁছায় ওই ছাত্রীর বাডিতে। ছাত্রীর বাবা মা-কে বোঝানো হয়। পরে অভিভাবকরা মুচলেকা দেন যে আঠার বছরের আগে বিয়ে দেবেন না। ছাত্রীটিকে স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করার পর খুশি পুজা।

CLASSIFIED AGENTS

ī.		440
Location	Name of the Agency	Ph. No.
Bally, Howrah	RINKU AD AGENCY	9831833485
Barasat, 24 Pgs	EXPART AD AGENCY	9674701788
Berhampore,	BHUMI	9434202655
Murshidabad		7719227747
Burdwan Town	S.M. ENTERPRISE	9232462019
		9434474356
Kolkata	GARGI AD POINT	9903714080
Krishnanagar, Nadia	TYPE CORNER	9474334978
Krishnagar	SOMA ADVERTISING	9064513561
Barrackpore, Kalyani	EDBAR ENTERPRISE	9674930818
Ranaghat		9433581557
Station Road	SOUMYA ADVT. &	9002995353
Habra	MKTG. AGENCY	8910849432
Jadavpur, Baghajatin	TULIP SOLUTIONS	9088810120
Naihati	RTA ADVERTISING	9830562233

Announcement Remembrance Advt.

C CALL 98307 80924 9830874087

শহর ও জেলার খবর

ইডি'র স্ক্যানারে নিলয়, শান্তনুর সঙ্গে সম্পর্কের কথা করলেন স্বীকার

নিজস্ব প্রতিনিধি— নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে দিন পর দিন রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চডছে। এর মধ্যেই ইডি'র নজরে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘনিষ্ঠ' পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার নিলয় মালিক. বিশ্বরূপ প্রামাণিক এবং সুপ্রতিম ঘোষ ওরফে আকাশ। বধবার তাদের তলব করে ইডি কর্তারা। সেইমতো বেলা ১২টার পর ইডি দফতরে ঢোকেন তারা। রাত ১০টার পর তাঁরা সেখান থেকে বার হন। এদিকে এদিন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে তারা বেড়ানোর পরই সাংবাদিকরা তাদের ছেকে ধরেন। অবশ্য সেখানে নিলয় মালিক শান্তনুর সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়ে বলেন, এক

ঘাটালে মাধ্যমিক

পরীক্ষার্থী এক

ছাত্রীর ঝুলন্ত

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর,

২৩ মার্চ— পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার

ঘাটাল থানার কুঠিঘাট চৌকা এলাকায়

ঘটনাটি ঘটে। মৃত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

ওই ছাত্রীর নাম তিতলি মাইতি। সে এ

বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। বুধবার

রাতে তাকে তার বাডির ভিতরে ঝলন্ত

অবস্থায় দেখতে পায় তার পরিবারের

লোকেরা। এরপর ওই ঘটনাকে কেন্দ্র

করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

খবর দেওয়া হয় ঘাটাল থানার

পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়

ঘাটাল থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে গিয়ে

পলিশ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওই ছাত্রীর

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার

ময়না তদন্তের জন্য ঘাটাল মহকুমা

হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। কি কারণে

ওই ছাত্রী গলায় ফাঁস লাগিয়ে

আত্মহত্যা করেছে তা খতিয়ে দেখার

জন্য ঘাটাল থানার পুলিশ তদন্তের

কাজ শুরু করেছে। মৃত ওই ছাত্রীর

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে

তার মাধ্যমিক পরীক্ষা ভালো হয়েছিল।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর হাসিখুশি

ছিল। কিন্তু কেন সে এমন ঘটনা

ঘটালো তা নিয়ে তার পরিবারের

সকলেই কাৰ্যত হতবাক হয়ে পড়েন

এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে। তবে ওই

ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার পরিবারে ও

এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে

সময় শান্তনুর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তবে গত দেড বছর ধরে সেই সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হয়েছে। শান্তনুর কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না বলেও সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন তিনি। তবে এক জন সিভিক পুলিশ থেকে কী ভাবে শান্তনুর সংস্থার ডিরেক্টর হয়ে গেলেন তিনি, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি নিলয়।

এদিকে রাতের সিজিও কমপ্লেক্স চত্বরে নাটকীয় মোড ঘটান আকাশ। এদিন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে অদ্ভত আচরণ করেন আকাশ। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেন। ক্যামেরা, বুম হাতে তাঁর পিছন পিছন

নিজস্ব প্রতিনিধি— নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে ইডির

হাতে এসেছে পরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত বাম আমলের

কিছু নথি। এই ঘটনা খতিয়ে দেখছেন ফিরহাদ হাকিম।

ইডি দাবি করেছে রাজ্যে ৬০টি পুরসভার নিয়োগেও

দুর্নীতি হয়েছে। এই খবর সামনে আসতেই পুরো নগর

দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে

পাঠালেন। বুধবার মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন,

আমি গোটা বিষয়টার ওপর নজর রেখেছি। দপ্তর কে

বলেছি ইডি যে পুরসভাগুলোর দিকে অভিযোগের

আঙ্গুল তুলেছে তাদের থেকে ফাইল আনাও। কি হয়েছে।

না হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে। উল্লেখ্য নিয়োগ দুর্নীতি

কাণ্ডে। ধৃত অমিত শীলের অফিসে তল্লাশি অভিযান

চালানোর সময় সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে পুরসভার

নিয়োগে এজেন্সির তৈরি ওএমআর শিট। যদিও বর্তমানে

পরসভায় এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয় না। ২০১৯

সাল থেকেই বদল করে দেওয়া হয়েছে আইন। প্রশ্ন

উঠতে শুরু করেছে, তবে কি বেআইনি নিয়োগ হয়েছিল

বাম আমলে? এই বিষয়ে ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন,

২০১৯ সালের পর নিয়ম বদলে গিয়েছে। আগে

এজেন্সির মাধ্যমে ওএমআর সিট তৈরি হতো। এখন

মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পুরসভায়

দৌড়তে থাকেন সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা। দৌড থামিয়ে অবশ্য সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে আকাশ বলেন, 'কেন বিরক্ত করছেন? বাড়ি যেতে দিন। ইডি আধিকারিকরা তাঁকে তলব করেননি বলেও দাবি করেন

উল্লেখ্য, শনিবার ইডি আধিকারিকরা আকাশের বাডিতে যান। আকাশকে নিজেদের গাডিতে তুলে নিয়ে বলাগড়ের চাঁদড়া বটতলা এলাকার ওই রিসর্টে যান। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। এরপর আরও দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সে দিনই ডেকে পাঠায় ইডি। এই দু'জন হলেন নিলয় এবং বিশ্বরূপ।

৬০টি পুরসভার নিয়োগেও দুর্নীতি খতিয়ে দেখছেন ফিরহাদ

রিসর্টেই তাঁদের শান্তনুর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে নানা প্রশ্ন করা হয়। ইডি সূত্রের খবর, শান্তনু এক সময় নিলয়ের নামে একটি গাডি কিনেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর, শান্তনুর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার প্রোমোটিংয়ের ব্যবসায় অন্যতম অংশীদারও এই নিলয়। শান্তন এক সময় নিলয়ের নামে একটি গাড়িও কিনেছিলেন। সব মিলিয়ে যত নিয়োগ দর্নীতির জোট খলতে চাইছে ইডি ততো একের পর এক ব্যক্তিদের নাম জড়াচ্ছে এই কাণ্ডে। এখন শেষ পর্যন্ত এই দুর্নীতির ভেদ কত দুর বিস্তার হয়েছে, এবং এই গোটা চালনাটা মস্তিষ্কপ্রসূত কার? সেই দিকে নজর সবার!

নিয়োগ হয়। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অয়ন শীলের

সল্টলেকের অফিসে তল্লাশি চালানোর সময় পুরসভায়

নিয়োগের যে নথি মিলেছে তার মধ্যে রয়েছে ২০০৬

এমনকি ২০০৮ সালের নথিও। উল্লেখ্য, সেই সময়

পুরসভার ক্ষমতায় ছিল বামেরা। তবে এই বিষয়ে এখনই

বামেদের কাঠগডায় তুলতে রাজি নন মেয়র। এই বিষয়ে

ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, যখন আমি মেয়র ছিলাম না

তখন কি হয়েছে বলতে পারবো না। উল্লেখ্য যে সমস্ত

পুরসভার নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ তুলেছে ইডি তার

মধ্যে রয়েছে দমদম, দক্ষিণ দমদম, উত্তর দমদম, বরানগর

পুরসভা। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন. পর

নগরোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রতিটি পুরসভার নিয়োগ

সংক্রান্ত নথি আমরা খতিয়ে দেখবো। ২০১৯ সালের

পর থেকে দূর্নীতি হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। মেয়রের

বিশ্বাস, তদন্তে সত্যিটা বেরিয়ে আসবে। যদিও কলকাতা

পুরসভার নাম নেই এই তালিকায়, তবু পুরমন্ত্রী হিসাবে

তিনি অন্যান্য পুরসভার কোন চেয়ার পারসনকে দোষী

সাব্যস্ত করতে রাজি নন। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কথায়,

১০০ জন অপরাধী বেরিয়ে যাক, কিন্তু দেখতে হবে

একজনও নিরপরাধী মানুষও যেন শাস্তি না পায়।

তদন্তের মূল কথা এটাই।

श्रमनी ७ (यना-)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগের উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুরে অষ্টম বর্ষ চৈত্র তাঁত বস্তু,

চৈত্ৰ তাঁতবস্ত্ৰ,খাদি ও হস্তশিল্প

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে টুকরো করে খুন বিষ্ণুপুর পৈলানে, গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চবিবশ প্রগনা, ২৩ মার্চ— বুধবার সন্ধ্যায় বিষ্ণুপুর পৈলানের সারদা গার্ডেনের জলাশয়ের ধারে মাটিতে পুঁতে রাখা তিন টুকরো করে কাটা চল্লিশ বছরের গৃহবধূ মমতাজ বেগমের দেহ উদ্ধার হলে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চ ল্য ছড়ায়। স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে স্বামী আলিম সেখকে গ্রেফতার করে বিষ্ণুর থানার পুলিশ। ধৃত আলিমকে বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের আদেশ হয়। সূত্রের খবর, পেশায় রাজমিস্ত্রি মূর্শিদাবাদের আদি বাসিন্দা। সেখানে তাঁর স্ত্রী সন্তান আছে। কাজের সুবাদে বিষ্ণুপুর পৈলান অঞ্চলে এসে মমতাজ এর প্রেমে পড়ে তাঁকে বিয়ে করে পৈলানের ছিটবাগে শ্বশুর বাড়ির অঞ্চ লে বসবাস করতে শুরু করে। স্ত্রী মমতাজ বিষ্ণুপুর সামালি অঞ্চলে একটি লজেন্স কারখানায় কাজ করতেন। স্ত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখতেন স্বামী আলিম সেখ। জানা গেল, মঙ্গলবার আলিম বাডি ফিরলেও মমতাজ কারখানা থেকে কাজ করে ফেরেনি। দুজনে সাধারণত একসাথে ফেরে। মমতাজ কোথায়, বাপের বাডির লোকজন জিজেস করলে আলিম জানায় সে জানে না। সন্দেহ হয় মমতাজ এর আত্মীয়দের। বধবার দুপুরে আলিমকে চেপে ধরলে সে জানায়, মমতাজকে মেরে ফেলে দিয়েছে। বিষ্ণুপুর থানায় এ খবর জানালে আলিমকে ধরে জেরা করে পৈলানের সারদা গার্ডেনের জলাশয়ের ধারে পুঁতে রাখা দেহ মেলে। শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে মেরে দেহ তিন টুকরো করে নাকি স্বামী আলিম সেখ। দিল্লির শ্রদ্ধা কান্ডের



নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট, ২৩ মার্চ— মধ্যপ্রদেশে সাইবার প্রতারণার ঘটনায় দক্ষিণ দিনাজপুরে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত যুবক। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লুকের মালঞ্চা এলাকার বাসিন্দা মঞ্জুর হোসেনকে গ্রেপ্তার করে ৩ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে মধ্যপ্রদেশ নিয়ে যায় সেখান কার পুলিশ। জেলা আদালত সূত্রের খবর, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের সিনিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অজয় সিং খুশিয়া নামে এক ব্যক্তি। তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতারণার মাধ্যমে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা তছরুপ করে অভিযুক্ত।

সেই ঘটনায় এদিন অভিযুক্তকে

বালুরঘাটে জেলা আদালতে পেশ

করা হলে বিচারক ৩ দিনের ট্রানজিট

রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

গ্রেফতার যুবক



রাহুল গান্ধিকে হেনস্থা করার প্রতিবাদে রাজভবনের সামনে মোদির কুশপুতুল পোড়ালেন কংগ্রেস কর্মীরা। —দিলীপ দত্ত

গোয়ালতোড় থানার আমলাগোড়া গ্রামে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী এক আলু চাষী, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৩ মার্চ— বুধবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড থানার আমলাগোড়া গ্রামে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন আলু চাষী মনোজ দত্ত (৫০)। পুলিশ জানায়, তিনি মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন। গোয়ালতোড় থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্ৰে জানা যায়। এমন ঘটনা ঘটাবে তা তার পরিবারের কেউ বুঝতে জনক, মৃত ওই আলু চাষীর পরিবারের পাশে তৃণমূল পারেনি। যার ফলে তার পরিবারের সকলেই কার্যত কান্নায় কংগ্রেস রয়েছে।

ভেঙে পড়েন। বুধবার রাতে নিজের বাড়িতেই তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই আলু চাষী। যার ফলে আমলাগোড়া গ্রাম জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ওই আলু চাষির আত্মহত্যা করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলি ইতিমধ্যে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে। আলুর দাম না থাকায় আলু বিক্রি করেও ধার দেনা মেটাতে না পেরে ওই আলু চাষী আত্মহত্যা করেছে পাঠায়। ওই আলু চাষী তার নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস বলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে ঠিক কি কয়েকদিন ধরে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলেও সারনে ঐ আলু চাষী আত্মহত্যা করেছে তা পুলিশ তদন্ত তার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়। তবে তিনি যে সকরে দেখছে। তবে যে কোন মানুষের মৃত্যুর ঘটনা দুঃখ

হাতি তাড়াতে গিয়ে খেমাশুলিতে হাতির হামলায় গুরুতর আহত হুলা পার্টির দুই জন সদস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৩ মার্চ— বুধবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত খড়গপুর বন বিভাগের কলাইকুন্ডা রেঞ্জে বুনো হাতির পালকে তাড়াতে গিয়ে আহত হয়েছেন হুলা পার্টির দুই সদস্য। বুধবার রাতেই জঙ্গল থেকে তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরমধ্যে শালবনির ভাঙাবাঁধের মধুসুদন মাহাতো যিনি হুলা পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন তাঁকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর পায়ে ও পাঁজরে গুরুতর চোট লেগেছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ১২টি হাতির পাল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কলাইকুন্ডা রেঞ্জের বিভিন্ন এলাকায়। এদিন রাতে খেমাশুলি হয়ে হাতির পালকে নয়াগ্রামের দিকে পাঠানোর সময় যথেষ্ট বেগ পেতে হয় হুলা পার্টির সদস্যদের।

লালগড় থেকে আরো একটি দক্ষ হুলা পার্টির দলকে নিয়ে আসা হয়। মশাল, বাজি নিয়ে হাতির পালকে তাঁরা জঙ্গল ছাড়া করছিলেন।

এরমধ্যে হাতির পাল আক্রমণাত্মক হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। পাল্টা আক্রমণ করতে ধেয়ে আসে। হুলা পার্টির সদস্যরা প্রাণ নিয়ে পালাতে থাকেন। অনেকেই পড়ে যান। সামনে থাকা ওই দুজন গাছে ধাক্কা খেয়ে কিছুটা দূরে অন্ধকারে ছিটকে পড়েন।

এরপর হাতির পাল মেদিনীপুর সদর ব্লুকের এনায়েতপুর এলাকায় চলে আসে। ভয়ের আবহে গ্রামবাসীরা জোরালো আলোর টর্চ, মশাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। যার ফলে হাতি তাড়াতে গিয়ে হুলা পার্টির দুই জন সদস্য হাতির আক্রমণে আহত হওয়ার ঘটনায় খেমাশুলি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বিপর্যয় মোকাবেলা দফতরের উদ্যোগে কেশপুরে সাইক্লোন মোকাবিলার মহড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৩ মার্চ— সাইক্লোন বিপর্যয় মোকাবিলার সময় কিভাবে উদ্ধারকার্য হয় এর মহড়া হলো বৃহস্পতিবার কেশপুর ব্লকে। বৃহস্পতিবার কেশপুর ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো রাজ্য লেভেল বিপর্যয় মোকাবিলা। সাধারণ মানুষকে কিভাবে সতর্কতা করা হয় এবং কিভাবে উদ্ধার কার্য চালানো হয় সেই প্রক্রিয়া হাতে কলমে করে দেখানো হলো। কেশপুর ব্লকের ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের উদ্যোগে এই মক বিপর্যয় মোকাবিলা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পূর্ণ বিপর্যয় মোকাবিলাতে যেই যেই দফতরের প্রয়োজন হয় প্রত্যেকটি দপ্তরকে সামনে রেখে গ্রামবাসীদের সামনে এই ধরনের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করা হয়। বিপর্যয় মোকাবিলার মহড়ার সময় উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের আধিকারিক, সেনাবাহিনী, এন ডি আর এফ, স্বাস্থ্য, বন বিভাগ, পরিবহন, পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও মিডিয়ার যে ভূমিকা থাকে তাও সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর আধিকারিক বিনয় পান্ডে জানান, যখন কোন ঝড় এর বিপর্যয় ঘটে সেই এলাকায় কিভাবে সাধারন মানুষকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেবা সুশ্রশা করা হয় সে বিষয়ে একটি মহড়া দেওয়া হল।

বজবজ পূজালীতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চবিবশ পরগনা, ২৩ মার্চ— বুধবার রাতে স্কটি নিয়ে বজবজ পুজালী থেকে আছিপুরের দিকে যাবার সময়ে পিক আপ ভ্যানের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আঠেরো বছরের তন্ময় মান্না। এলাকার মানুষ জখম ছাত্রকে উদ্ধার করে বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বৃহস্পতিবার সকালে তন্ময়ের মৃত্যু হয়। পুজালী দাস পাড়ার বাসিন্দা তন্ময়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া। বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের অবস্থা বেহাল হওয়াতেই মহেশতলা অঞ্চলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। মানুষ মারা যাচেছ। কদিন আগেও একই পরিবারের দুজন মারা গেছে। রাস্তা সারানোর দাবিতে বুধবার রাতে সিপিএমের কর্মী সমর্থকরা বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে বিক্ষোভ দেখায়। এ বিষয়ে সিপিএমের মহেশতলার নেতা প্রভাত চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমে জানান, রাস্তা যদি শীঘ্র সারানো না হয় তাহলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে রাস্তার দাবিতে বৃহত্তম আন্দোলনে নামবে বজবজ মহেশতলার সিপিএম কর্মী সমর্থকগণ।

খাদি ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও মেলার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক ড. সৌমেন মহাপাত্র। পরিবেশ রক্ষায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সাইকেল র্যালির আয়োজন

অঙ্কিতা আচার্য, নদিয়া, ২৩ মার্চ— 'বিশ্ব জল দিবস' উপলক্ষ্যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে পরিবেশ সরক্ষার নানা বিষয়ে জনসমাজে সচেতনতা বাড়াতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল র্যালির সূচনা করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মানসকুমার সান্যাল। এই র্য়ালি শেষ হয় কল্যাণী শহরের অবস্থিত মহকুমা দপ্তরের সামনে। এখানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী পৌরসভার পৌরপিতা অধ্যাপক নীলিমেশ রায় চৌধুরী, মহকুমা শাসক হীরক মন্ডল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। মূলত প্রচলিত শক্তির সুরক্ষা এবং অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর বার্তা দিতেই এই র্য়ালির আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিইএস কেইউ ইআইসিএপি কেন্দ্র। র্যালির উদ্ধোধন করে উপাচার্য জানান, প্রচলতির শক্তির অপব্যবহার কমাতে জনসমাজে সচেতনতা বাড়াতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষ থেকে দূষণ প্রতিরোধের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত করেছি। দুষণ পরিমাপের জন্য বড় পরিমাপক যন্ত্র ক্যাম্পাসে লাগানো হয়েছে। ই আই এ সি পি-র অধিকর্তা অধ্যাপক কৌশিক মন্ডল, পরিবেশ রক্ষার জন্য সারা বছর ধরে নানা রকম কর্মসূচি আমরা নিয়ে থাকি। বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে ক্যাম্পাসে। ই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়েও আমরা কাজ করছি। র্যালির শুরুর সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক সুজয়কুমার মন্ডল, ছাত্র কল্যাণ দপ্তরের অধ্যক্ষ ড. রানা ঘোষ, শারীরশিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সন্দীপ শংকর ঘোষ, ইআইসিএপির সহ অধিকর্তা অধ্যাপক শুভঙ্করকুমার সরকার। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান সময়কালে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ভীষণভাবে বাড়ানোর প্রয়োজন বলে পরিবেশবিদেরা জানাচ্ছেন। কল্যাণী শহরের জনসমাজে সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সাইকেল ব্যালি বেশ সাডা ফেলেছে।



বৃহস্পতিবার মিন্টো পার্কে ভগৎ সিং উদ্যানে শহিদ ভগৎ সিংকে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বামফ্রন্ট নেতা বিমান বস।

শহিদ পরিবারের শেখ কাজলই কি হচ্ছেন পঞ্চায়েত ভোটের মুখ?

দলনেত্রী মমতার কালীঘাটের বৈঠক নিয়ে কৌতূহল রাজনীতির অন্দরমহলে

আসানসোল জেল থেকে দিল্লির তিহাড় জেল। অনব্রত মণ্ডলের আইনী এই পথ পরিক্রমায় তাঁর পঞ্চায়েত ভোটের আগে মুক্ত আকাশের নীচের রাজনৈতিক অঙ্গনে পা রেখে শ্বাস নেওয়া যে একেবারেই সম্ভব নয়, তা বুঝে উঠতে অসুবিধা হচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ স্তরের কর্মী থেকে দলের সর্বোচ্চ নেত্রীর। তব. বাম জামানায় দলের হয়ে বুক চিতিয়ে লড়াই করা বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডল, দলনেত্রীর অত্যন্ত কাছের জন কেন্ট যে কতখানি প্রাসঙ্গিক ছিলেন, তা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেস্ট গোরুপাচার মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পরে দলনেত্রী মমতা বন্যোপাধ্যায় তাঁর একাধিক বক্তৃতায় জানান দিয়েছেন। গত ৩০ জানুয়ারি মমতা বন্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলা সফরে এসে এখানকার বোলপুরের বল্লভপুর আমার কুটিরে তিন দিন কাটিয়ে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসে যখন জেলা কোর কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন তখন তিনি কোর কমিটির সদস্য সংখ্যা চার থেকে বাড়িয়ে সাত জন করে দেন। এই কোর কমিটিতে দলীয় সাংসদ এবং বিধায়কদের বাইরে তিনি নতুন মুখ হিসেবে নানুরের পাপুডীর শহীদ পরিবারের শেখ কাজলের নাম জানিয়ে দিয়ে জেলায় দলীয় রাজনীতির অন্দর মহলে দক্ষ তীরন্দাজির মতো তীর নিক্ষেপ করে অনেক বেশি বিদ্ধ করেছেন দলের অন্তর মহলকে। আগে চার জনের দলের জেলা কোর কমিটিতে ছিলেন জেলায় দলের চার বিধায়ক ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ সিংহ, বিকাশ রায়চৌধুরী ও অভিজিৎ সিংহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপর যে তিন জনকে কোর কমিটিতে নিয়ে আসেন, তারমধ্যে

রয়েছেন জেলায় দলের দুই সাংসদ শতাব্দী রায় শেখ কাজলকে। বাম জামানায় সিপিএমের হাতে শেখ কাজলের বাবা ও দুই ভাই খুন হয়ে যান। যাঁদের মধ্যে একজন ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান ছিলেন। শেখ কাজলকেও বিধবা মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে দীর্ঘদিন পাপুড়ী ছাড়া হয়ে অন্যত্র বসবাস করতে হয়। আবার রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের মধ্যে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরে, শেখ কাজল বাড়ি এবং গ্রামছাড়া হয়ে থাকার যন্ত্রণা যাতে অন্যদের ভোগ করতে না হয়, সে জন্য বিরোধী সকলেরই গ্রামে বসবাস সুনিশ্চিত করেন। তৎকালীন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবির পাপুড়ী গ্রামে গিয়ে শেখ কাজলের এই মহতী উদ্যোগের প্রশংসা করে এসেছিলেন। আবার এমনও দেখা গিয়েছে যে, পরবর্তীতে দলেরই একাংশের রাজনৈতিক অভিসন্ধির কারণে শেখ কাজলকে দলে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। যার অনিবার্য পরিণতিতে বামেদের হাত থেকে যে নানুর বিধানসভা আসনটি শেখ কাজলের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস দখল করেছিলো, পরবর্তীতে তা শেখ কাজলবিহীন অবস্থায় 'পাখি, ইঁদুরের মড়াইয়ের ধান খাওয়ার মতো' বামেরা খেয়ে নিয়ে তাঁদের নানুরের হারানো আসনটি পুনরুদ্ধার করে নিতে পারে। বিগত বিধানসভা ভোটের আগে শেখ কাজলকে পুনরায় দলে পুর্ণ মর্যাদার সঙ্গে না হলেও, প্রয়োজনভিত্তিক ফিরিয়ে আনা হলে, তিনি সেই মর্যাদার মূল্য দিয়ে দলনেত্রীকে পুনরায় নানুর বিধানসভা আসনটি দলীয় প্রার্থীর জয়ের মধ্যে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে সকলকেই যেমন বিস্মিত করেছেন

তেমনি, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসিত মাল। আর জনগণেরদ্বারা নির্বাচিত দলীয়স্তরে শেখ কাজলের গ্রহণযোগ্যতাকে হওয়া কোনও জন প্রতিনিধি না হওয়া সত্বেও সান্যতা দিতে সময়ের অপেক্ষায় গোপনে আসবেন। আবার প্রতি সপ্তাহে তিনি কোর বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কোর কমিটিতে নিয়ে রেখেছিলেন তাঁর তুরুপের তাস শেখ কমিটির বৈঠক করার কথা বলা হলেও তা এসেছেন নানুরের পাপুড়ীর শহীদ পরিবারের কাজলকে। দলের নির্বাচিত কোনও জন প্রতিনিধি না হওয়া সত্বেও শেখ কাজলকে কোর সভায় জোরের সঙ্গেই জানিয়েছেন যে, দলে কমিটিতে নিয়ে আসার মধ্যে দিয়েই, সেই তাসটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিযোগ বন্দ্যোপাধ্যায় খেলে দিয়ে দলের অন্তর মহলের ক্ষমতাবানদের যেমন ফালা ফালা করে দিয়েছেন তেমনি, আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটে শেখ কাজলই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্কাবন, হরতনের 'কিং' হয়ে খেলবেন তা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। আর দলের সাংসদ হয়েও অনেকক্ষেত্রে দলের মধ্যেই ব্রাত্য হয়ে থাকা শতাব্দী রায়ও যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাচেছন তাও মনে করা হচ্ছে। আর তাতে যদি এমনও দেখা যায় যে, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেখ কাজলকে পঞ্চায়েত ভোটে বোলপুর, নানুর, লাভপুর ও ময়ুরেশ্বর বিধানসভা এলাকা ছাড়াও বোলপুর লোকসভার অধীন পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতৃগ্রাম, মঙ্গলকোট ও আউশ গ্রাম আর শতাব্দী রায়কে বীরভূমের সিউড়ি, দুবরাজপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, হাঁসন, নলহাটি ও মুরারই বিধানসভা এলাকার দায়িত্ব দিচ্ছেন, তা হলে বিষ্ময়ের কিছু থাকবে না।

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে গত বহস্পতিবার ১৬ মার্চ অনুব্রত মণ্ড লহীন বীরভূম জেলায় আসন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে কলকাতার কালীঘাটে বীরভূম জেলা নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একদফা আলোচনা করেছেন। সেই বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডলকে জেলা সভাপতির পদে রেখেই আলোচনা হয়েছে। বোলপুরে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েও গিয়েছিলেন যে,

বীরভূমে দলের দায়িত্ব তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছেন। প্রতি ছ'মাস অন্তর তিনি জেলায় হয়নি। এরই মধ্যে শেখ কাজল দলীয় বিভিন্ন বালি মাফিয়া, তোলাবাজ কারও জায়গা হবে না। এখানকার সনসত গ্রামে বাডির মহিলারা কাতারে কাতারে বেরিয়ে এসে শেখ কাজলকে আশীর্বাদ জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মহিলাদের সম্মান রক্ষার কথা বলেছেন। দলের একটি অংশের মধ্যে মত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে দলের অভ্যন্তরে চোরাস্রোতও বইছে বলে অনেকে মনে করছেন। এই প্রেক্ষাপটে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার ২৪ মার্চ পুনরায় বীরভূম জেলা নিয়ে কলকাতার কালীঘাটে বৈঠকে বসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে। এবারের বৈঠকে জেলায় দলের ২ সাংসদ, ১০ জন বিধায়ক, ১৯টি ব্লকের ব্লক সভাপতি, ১৬৭ জন অঞ্চল সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, শাখা সংগঠনের সভাপতি, পুরসভার পুরপ্রধান, উপ-পুরপ্রধান এবং কোর কমিটি সদস্য শেখ কাজল উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন ওড়িশা থেকে ফিরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৈঠকে বসবেন। আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটের আগে অনুব্ৰতহীন এই বৈঠক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটের দায়িত্ব শতাব্দী রায় ও শেখ কাজলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে না কী, কোর কমিটির উপরেই থাকবে, তা নিয়ে যেমন কৌতৃহল থাকছে তেমনি, তিহাড় জেলবন্দি অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে দলনেত্রী কোনও মন্তব্য করেন কী না, তা নিয়েও থাকছে সমান

চাকরি পেতে টাকার খেলা

ব্র্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকলেও, তা নিয়ে ভাবিত নয় পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এতদিন শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ নিয়ে রাজ্য প্রতিদিনই সর্বারম হয়েছিল। নিয়োগ দুর্নীতির নতুন নতুন চাঞ্চল্যকর কেস উঠে আসছে প্রায় প্রতিদিনই, ইডি'র অভিযানে। এবার পুরসভাগুলিতে নিয়োগ নিয়েও টাকার খেলা খবরে উঠে এল। আমরা জানি যে এই দুর্নীতির শেষ কোথায়? কিন্তু যেটা সবচাইতে বিস্ময়ের, এত যে দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য প্রতিদিনই গরম হয়ে উঠেছে। এখন পর্যন্ত যাঁরা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, তাঁরা যে সত্যি সত্যিই দুর্নীতিপরায়ন তা প্রমাণিত হয়নি। হয়নি কারও শাস্তিও। শুধু ইডি ও সিবিআইয়ের তদন্তের মধ্যেই তা এখনও সীমাবদ্ধ। মহামান্য বিচারপতিরাও তদন্তে দেরি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তদন্ত প্রক্রিয়া যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন

তৃণমূল কংগ্রেস তার ওপরেই জোর দিয়ে বসে আছে। দোষী যে তার দোষ প্রমাণিত না হলে, আইনের চোখে তাকে দোষী বলা যায় না। তাই আশা, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যাঁরা তৃণমূলের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে জড়িত, তাঁদের দোষ প্রমাণিত হবে না। রাজ্যবাসীর মনে এখন পর্যন্ত দুর্নীতি নিয়ে যে সন্দেহ ঢুকে আছে, তার নিরসন হবে। তৃণমূলের ভাবমূর্তি যে উজ্জ্বল, সেই উজ্জ্বলই থাকবে। মানুষ তখন এই দলের প্রতি এবং তৃণমূল নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর বেশি করে আস্থা, বিশ্বাস রাখবেন। তাই মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির তৃণমূল প্রার্থীর পরাজয় শুধুই একটি বিছিন্ন ঘটনা। তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর মানুষের বিশ্বাস আগের মতোই অটুট আছে--- যদিও ব্যাপক দুর্নীতির খবর তাদের মনকে নাড়া দিয়েছে সন্দেহ নেই। তৃণমূল নেতারা প্রতিদিন একটি দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনায় কাটান কখন কোন নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

আর সেই আশায় বুক বেঁধে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস অন্য কোনও দলের সঙ্গে গলাগলি না করে একাই লড়বে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের আশা, পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার ৪২ আসনের মধ্যে সবগুলি আসনই তৃণমূলের ঝুলিতে ঢুকবে। আশা করাটা ভালো। তাহলে তৃণমূল নেতারা বলতে চান, রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) কংগ্রেস ও বামদলগুলির ঝুলিগুলি শূন্যই থাকবে। তারা আাঙুল চুষবে। এখানে উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ঝুলিতে ১৮ আবাসন ঢুকেছিল আর বিধানসভার নিবাচনে ঢুকেছিল ৭৭ আসন। সুতরাাং আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির কোনও আশা নেই, তৃণমূল নেতাদের কথায়। বাম ও কংগ্রেসের তো তাদের মূল্যায়নে কোনও ভবিষ্যৎই নেই। যদিও বাম ও কংগ্রেস এক জোট হয়ে নির্বাচনে লডবে ঘোষণা করে দিয়েছে।

তৃণমূল আগামী লোকসবা নির্বাচনে একাই লড়বে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছুদিন আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন। তার জন্য দলের নেতা কর্মীদের প্রস্তুত হওঁয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও তার আগে জাতীয় স্তরে দেশের সব অ-বিজেপি দলগুলি এক ছাতার তলে লোকসভা নির্বাচনে লডবে এমন অস্তার এখনও সৃষ্টি হয়নি। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে, অন্য দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এখনও কোনও খবর নেই। আবার বিরোধী কোনও কোনও দলের এখনও মনোভাব জানা গেছে, তা হল কংগ্রেসকে দূরে রেখে কোনও বিরোধী জোট— - যা বিজেপির বিরুদ্ধে লডতে পারে. সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে অথবা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের বাক্যালাপ বর্তমান পরিস্থিতিতে একেবারেই সম্ভব নয়। তবে কারও কারওর ধারণা সোনিয়া গান্ধি চাইলে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের কৌশল তথা স্ট্যাটেজি নিয়ে তাঁর কথা হতে পারে। তা যদি বাস্তবে রূপ পায়, তাহলেও যে অবিজেপি দলগুলি একই ছাতার তলে এসে নির্বাচনে লডবে, এমন সম্ভাবনা আশা করা যায় না।

তবে রাজ্যে বিজেপি ও কংগ্রেস বিরোধী ভোটকে এক করা এবং তাদের ভোটারদের নিজেদের দিকে টেনে আনার চেষ্টাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। তণমলের নেতারা চায় আঞ্চলিক দলগুলি শক্তিবদ্ধি করে বিজেপির সঙ্গে লডাই করুক। যেমন তৃণমল পশ্চিমবঙ্গে লডছে বিজেপির সঙ্গে। লোকসভা ভোটের শেষে আঞ্চলিক দলগুলির প্রাপ্য ভোট একসঙ্গে ধরে বিজেপিকে উৎখাত করা যায় কিনা, দেখা যাবে। আসলে তৃণমূল একাই লডুক অথবা যে কৌশলই নিক- বিজেপিকে দমাতে হলে দেশের অবেজিপি দলগুলির এক জোট হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আঞ্চলিক দলগুলির নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে---সেক্ষেত্রে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কতটা সফল হওয়া যাবে, বলা কঠিন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবিজেপি দলগুলিকে একত্র করে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হতে পারেননি। তাই তিনি একলা চলার ডাক দিয়েছেন। তিনদিনের পুরীর সফরে তিনি ওড়িশা যাচ্ছেন। প্রথম দিন জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেবেন। বাংলার পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য তিনি পুরীতে একটি অতিথিশালা খোলার পরিকল্পনা করছেন। তার জন্য জমি দরকার। তার খোঁজ করবেন। তারপর দেশের নির্বাচনী ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে একটি আলোচনায় মিলিত হবেন। সেখানে আগামী লোকসভা নিবাচনে বিজেপিকে কীভাবে মসনদচ্যুত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হবে। বৃহস্পতিবার তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা।

The Statesman সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সামনে হাজির করা হয়েছিল।

কনস্টেবলকে ছুরি মেরেছিল

বেলেঘাটায় দেখা গিয়েছিল।

সেখানে কোনও কাজে গিয়েছিল

তারা। রামযতন একটি পুকুরের

মোতিরাম একটি বাডির ভেতরে

প্রবেশ করে। কয়েক মিনিট পরে

মোতিরাম বাড়িটি থেকে বেরিয়ে

আসে এবং রামযতনের সঙ্গে

কথাবার্তা বলতে শুরু করে।

দু'জনের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু

হয়। ঝগডার সময় মোতিরাম

রামযতনের গলায় বসিয়ে দেয়।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হয়। রামযতনকে অনেকবার

প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয়নি।

কোনও বিবৃতি দিতেও সে

অস্বীকার করে। অন্যদিকে,

মোতিরামকে ম্যাজিস্ট্রেটের

সাক্ষীকে জেরা করেন।

অর্থদান

সামনে হাজির করার পর সরকার

পক্ষের আইনজীবী কয়েকজন

পাঞ্জাবে স্কুলের জন্য

ইউরোপীয়ান স্কুলস ইমপ্রভমেন্ট

অ্যাসোসিয়েশনের সেন্টাল কমিটি

পাঞ্জাব সরকারকে ৮০০০ টাকা

সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য

দিয়েছে। একাধিক স্কুলভবন

নিৰ্মাণ এবং স্কুলগুলিতে

এই অর্থ দেওয়া হয়েছে।

হাইস্কুলের জন্য ২০০০,

দেওয়া হয়েছে।

লাহোরের ক্যাথিড্রাল বয়েজ

লাহোরের ক্যাথিড্রাল গার্লস

হাইস্কুলের জন্য ৩০০০ টাকা

সেখানে ১৫ দিন পরে তার মৃত্যু

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মোতিরাম

কেন তাকে ছুরি মেরেছে। সে এই

একটি বড় ছুরি বার করে

রামযতনকে ক্যাম্পবেল

ধারে অপেক্ষা করছিল আর

রামযতন দুবে নামে এক

মোতিরাম। রামযতন ও

মোতিরামকে একসঙ্গে

দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠান

সম্প্রতি দিল্লিতে এক রাতে একটি অনুষ্ঠানে কুরিপমের রাজা বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন যাদের মধ্যে ছিলেন পরিষদের অর্থনীতি বিষয়ক সদস্য স্যার উইলিয়াম মেয়ার এবং শিক্ষামন্ত্রী স্যার শঙ্কারাম নায়ার। বিশিষ্ট অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন স্যার রেজিনাল্ড ক্রাডক, মি. লোনডেস, মি. হুইলার, স্যার রবার্ট গিলান. মি. রাসেল, স্যার গঙ্গাধর চিটনবিস, সি এইচ হ্যারিসন, মি. দাদাভয়, মীর আসাদ আলি খান, স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরোল, মি. শার্প, পীরপুরের রাজা, কর্নেল গুর্ডন, মি. জেমস ওয়াকার এবং এম এস দাস।

বোম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন

বোম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের একটি মিটিংয়ে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে বোম্বের হাতে সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেবার পক্ষে। মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেছেন স্যার চার্লস অলি ভ্যান্ট। তিনি বলেছেন, বোর্ড মনে করে হস্তান্তরের ফলে কোম্পানির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। পরে তারা কোনও প্রস্তাব আনার উদ্যোগ নেননি। অন্যদিকে, হস্তান্তরের প্রস্তাব করে মি. টার্নার বলেছেন, এই ব্যবস্থার ফলে শুধুমাত্র আয় করেই ১৭০০০ পাউন্ড বাঁচবে।

কনস্টেবল হত্যার মামলা

কলকাতা পলিশ বাহিনীর এক কনস্টেবলকে ছুরি মেরে খুন করার জন্য অপর কনস্টেবল মোতিরাম পাণ্ডেকে সম্প্রতি শিয়ালদার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের

প্রতিদিন ৮০০ হবু মা মারা যাচ্ছেন জুড়ে নারী দিবস পালিত হলো! এই আনন্দ অনুষ্ঠান আর আনুষ্ঠানিক বাণী প্রদানের মধ্য দিয়ে আসল তথ্যটাই কিন্তু চাপা পডে গেল। ছবিটা অত্যন্ত ভয়ংকর!

উচিত মা এবং মেয়েদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা যাতে তারা সুষ্ঠু স্বাভাবিকভাবে সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল গাব্রিয়ে সুস বলেছেন, গর্ভ অবস্থায় যেখানে সব মহিলার জন্য বিরাট আশা এবং ইতিবাচক অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত সেখানে দুঃখজনকভাবে এটা এখনো বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মহিলার জন্য বিপদজনক অভিজ্ঞতা। তিনি তাই পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন যে, আমাদের উচিত প্রত্যেক মহিলা ও মেয়ের জন্য

ড. কুমারেশ চক্রবর্তী

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলিতে মৃত্যুর হার ১৫ শতাংশ বেড়েছে, এছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে মোটামুটি মৃত্যুর হার অপরিবর্তিত আছে।

আলোচ্য প্রতিবেদনের অন্যতম লেখক ছিলেন জেনি ক্রিসওয়েল, যিনি এর আগেও

নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার থেকে ১৩৬ গুন বেশি মৃত্যু হয়েছে এই অঞ্চলে। এইসব এলাকায় প্রতিদিন প্রায় পাঁচ থেকে দশ হাজার মহিলার মৃত্যু ঘটছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই প্রতিবেদন থেকে আরেকটি চিত্র পাওয়া যায়। যেসব দেশগুলিতে মাতৃকালীন মৃত্যু ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তার মধ্যে আছে আফগানিস্তান, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, কঙ্গো, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান, সিরিয়া এবং ইয়েমেন।

কিংবা মেয়ে মাতৃত্ব লাভ করছে বা গর্ভধারণ করছে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই, গর্ভধারণ হওয়ার পরেও তারা জানতে পারে না কখন কিভাবে তাদের গর্ভধারণ হলো, তারপরও কি করতে হবে না হবে তাদের কোন ধারণা থাকে না ফলে এই মাতৃকালীন মৃত্যু দ্রুত বৃদ্ধি পাচেছ। অবশ্য অনেক ক্ষেত্ৰেই মাতৃত্ব ব্যাপারে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা গর্ভধারণ করছে পুরুষের ইচ্ছায়। সুতরাং এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মাতৃকালীন মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। পুরুষেরা নারীর বয়স স্বাস্থ্য শরীর ও সময় কোন কিছুই বিবেচনা না করেই নারীকে গর্ভবতী করছে, অথচ মর্মান্তিক ব্যাপার তারপরে সেই পুরুষই নারীর কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করছে না। আফগানিস্তানের মতো মুসলিম রাষ্ট্রে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট।

এবার একটু ভারতের দিকে তাকানো যাক. সরকারি হিসেবে দেখা যাচ্ছে ২০১৭ থেকে ২০১৯ ভারতে এক লক্ষ মাতৃকালীন মায়ের মধ্যে ১০৩ জন মারা গেছেন। কিন্তু ২০১৮ সালে আবার এটা বেড়ে হয়েছিল ১১৩! পশ্চিমবঙ্গ সেখানে মৃত্যুর হার এক লক্ষ্যে ১০৯। কিন্তু ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালে মধ্যে রাজ্যে মাতৃকালের মৃত্যুর হার বেড়ে ১৪৫ হয়েছিল, আবার ২০১৫ থেকে ১৭ সালে এটা নেমে হয় ৯৪। ২০১৬তে হলো ৯৮ তারপর এটা ক্রমশ বাড়তেই থাকলো, এখন এটা প্রায় একশ ছুঁয়েছে। তার মানে এক কোটি মানুষের ১০,০০০ মা মারা যাচ্ছেন, সংখ্যাটা কম মনে হলেও কম নয়, ভারতের ১৩০ কোটির দেশে কত লক্ষ মায়ের মৃত্যু ঘটছে তা একবার ভেবে দেখেছেন কিংতবে শিশু মৃত্যুর হার ভারতে অনেক কম। ২০১৫ সালে দেখা যাচ্ছে ভারতে প্রতি হাজারে ৩৭ জন শিশু মৃত্যু হতো, পরে তা কমে হল ৩০, পশ্চিমবঙ্গে এটা আরো কম। ২০২২ সালের হিসেবে দেখা যাচ্ছে হাজারে ৬ পয়েন্ট ৪০ শতাংশ। তবে মজার ব্যাপার ভারতের এই সংখ্যাটা সব রাজ্যে সমান নয়। যেমন কেরলে শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ৬ জন মাত্র। উত্তরপ্রদেশেই সেই সংখ্যাটা হাজারে ৬৪। সতরাং গড হিসেব মানেই কিন্তু সারা

ভারতে যে সমান মৃত্যুর হার তা বোঝায় না। তবে আশার কথা পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতে মাতৃকালীন মৃত্যুর হার অনেকটা কমেছে এবং নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আসলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, এবং সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে মান্যকে সচেতন করার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে, বিশেষ করে জননী সুরক্ষা যোজনা, জননী ও শিশু সুরক্ষা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পর জন্য মাতৃকালীন মত্য অনেক কমে গেছে।

তথাপি ভারতীয় সমাজের সমস্যা কিন্তু কেটে যায়নি, কারণ ভারতের লিঙ্গবৈষম্য, কুসংস্কার এবং পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা। লিঙ্গ বৈষম্য এই মাতৃকালীন মৃত্যুর জন্য অনেক অংশেই দায়ী। মাতৃত্বে নারীর অধিকার, নারীর স্বাধীনতাকে প্রাধান্য না দিলে এবং তৃণমূল স্তরে গ্রামাঞ্চলে সচেতনতা বৃদ্ধি না করলে ভারতও একদিন মানবিক সমস্যার মুখে পড়বে সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং সাধু

লেখক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক।



যুদ্ধে মত্ত হয়ে আছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু সারা পৃথিবী জুড়ে এক সমীক্ষা চালায় সেই সমীক্ষা থেকেই এই ভয়ঙ্কর চিত্রটি ফুটে উঠেছে। যদিও আশার কথা অনেক রাষ্ট্রেই মাতৃকালীন মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত কুড়ি বছরে সামগ্রিক মাতৃ মৃত্যুর হার ৩৪.৩ শতাংশ কমেছে। ২০০০ সালে মাতৃমৃত্যুর বিশেষ করে প্রসবকালীন মৃত্যু হয়েছে প্রতি লক্ষ্যে ৩৩৯ সেখানে ২০২০ সালে মৃত্যুর সংখ্যা ২২৩। কিন্তু মনে রাখতে হবে মাতৃ মৃত্যুর হার কমলেও প্রতি দু মিনিট অন্তর একজন করে হবু মা বা সবে মা হয়েছেন এমন মহিলার মৃত্যু ঘটছে। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ৮০০ মহিলা মারা যাচ্ছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০১৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মাতৃকালীন মত্যুর হার কমেছে। কিন্তু ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে মৃত্যুর হার কোন কোন স্থানে অপরিবর্তিত থেকেছে আবার অনেক স্থানে মৃত্যুহার প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে মাতৃকালীন মৃত্যুর হার কমিয়ে ফেলেছে বেলারুশ। তারা প্রায় ৯৫.৫ শতাংশ মৃত্যুর হার কমিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে মৃত্যু বেড়ে গেছে দক্ষিণ আমেরিকার ভেনজুয়েলায়। সবচেয়ে

যেখানে প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ হাজার মা

হতে চলেছেন কিংবা সদ্য মা হয়েছেন এমন

মহিলার মৃত্যু ঘটছে। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে এ

এক অত্যন্ত মর্মান্তিক ও ভয়ংকর দুঃসংবাদ,

অথচ আমরা এ খবর না রেখেই প্রমোদে বা

মা হতে চাওয়া মেয়েরা যখন গর্ভধারণ করে তখন সেই সংবাদ পরিবারের নারী পুরুষ সহ সকলের কাছেই এক ইতিবাচক আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে, সকলেই অপেক্ষা করে তিল তিল করে বেড়ে ওঠা ভ্রুন এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের রূপ ধারণ করবে। কিন্তু প্রসবকালীন সময়ে সেই মৃত্যু আবার পরিবারের কাছে ভয়ংকর পরিবেশ তৈরি করে, যেটা আনন্দের সংবাদ হওয়ার কথা মুহূর্ত সেটা দুঃসংবাদে পরিণত হয়। অথচ আমরা আজও একে নিয়তি বলেই কাটিয়ে দিই, এই মৃত্যু প্রতিরোধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করি না। তাই প্রত্যেক দেশের সরকারের এবং সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই

সময়ে মাতৃকালীন মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে।

এবং তৃণমূল স্তরে গ্রামাঞ্চ লে সচেতনতা বৃদ্ধি না করলে ভারতও একদিন মানবিক সমস্যার মুখে পড়বে সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং সাধু সাবধান! প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, এটা যে । এই ধরনের বহু সমীক্ষা করেছেন। তিনি দুটি। কতটা জরুরী তা এই সমীক্ষা থেকেই পরিষ্কার

রাষ্ট্র সংঘ সমগ্র পৃথিবীকে আটটি অঞ্চ লে ভাগ করে মাতৃকালীন মৃত্যুর সমীক্ষা চালায়। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মাত্র দুটি অঞ্চলে মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে। বাকি অধিকাংশ অঞ্চলে এই মাতৃকালীন মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে যে দুটি অঞ্চলে মৃত্যুর হার কমেছে তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ৩৫ শতাংশ কমেছে এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াতে ১৬ শতাংশ কমেছে, অন্যদিকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় মৃত্যুর হার ১৭ শতাংশ বেড়েছে, অঞ্চলে। একটা হিসেবে দেখা গেছে

দেশ সম্পর্কে অত্যন্ত ভয়ংকর সংবাদ পরিবেশন করেছেন, ইউরোপের দুটি দেশ গ্রীস এবং সাইপ্রাসে মাতৃকালীন মৃত্যুর হার অত্যন্ত বিপদজনকভাবে বেডে গেছে। তিনি আরো বলেছেন বিশেষ করে বিশ্বের দরিদ্র এলাকাগুলিতে এবং যুদ্ধ চলছে এমন দেশগুলিতে মাতৃকালীন মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এই প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে আরেকটা ভয়ংকর চিত্র আমাদের সামনে উঠে আসে তা হচ্ছে সাব সাহারা আফ্রিকা অঞ্চল। ২০২০ সালে যত মাতৃকালীন মৃত্যু ঘটেছে তার ৭০ ভাগ হচ্ছে এই সাব সাহারা আফ্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, এবং সচেতনতা শিবিরের

মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে, বিশেষ করে জননী সুরক্ষা

যোজনা, জননী ও শিশু সুরক্ষা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান এবং

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পর জন্য মাতৃকালীন মৃত্যু অনেক কমে গেছে।

তথাপি ভারতীয় সমাজের সমস্যা কিন্তু কেটে যায়নি, কারণ ভারতের লিঙ্গবৈষম্য,

কুসংস্কার এবং পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা। লিঙ্গ বৈষম্য এই মাতৃকালীন মৃত্যুর জন্য

অনেক অংশেই দায়ী। মাতৃত্বে নারীর অধিকার, নারীর স্বাধীনতাকে প্রাধান্য না দিলে

এইসব দেশগুলিতে মাতৃকালীন মৃত্যু এক মানবিক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে, এই সংকট মোকাবিলা করতে না পারলে সারা বিশ্বেই একদিন ভয়ঙ্কর মানবিক সমস্যা দেখা দেবে। এই দেশগুলিতে প্রতিদিন মৃত্যুর হার সাধারণ গড় মৃত্যুর থেকে বিগুণ তিন গুণ। এখানে দুই থেকে চার হাজার মা প্রতিদিন মারা যায়।

প্রতিবেদনে মাতৃকালীন মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে অস্বাভাবিক রক্তপাত, সংক্রমণ, নিরাপত্তাহীন গর্ভপাত, খাদ্য ও প্রোটিনের অভাব এবং এইচ ও ভি এইডস, অন্যান্য গুপ্ত রোগ। এগুলো সবই কিন্তু প্রতিরোধ যোগ্য এবং চিকিৎসাযোগ্য। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, যে মহিলা

অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি

বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি...।

আদিম গুহামানব তখন গুটিকয়েক শব্দ সৃষ্টি

মানুষের মনন চিন্তন অনুভবের জটিল ব্যাকরণ। কবিতাও অস্তিত্বের হেরফেরে

কেবলই বদলে যায় নিত্য। তব কালজয়ী সষ্টি

কবিতা দিবসের ভাবনা

মানুষের কবিতাও পথের অনুসন্ধানে। শিশু, যুবক- যুবতী, বৃদ্ধ -বৃদ্ধা নির্বিশেষে সকলেরই

শোভনলাল চক্রবর্তী

করা হয়। বিশ্লেষকদের মতে, কবিতা প্রতিমুহুর্তে আচরণে-আবরণে, আহ্বানে নিজের অস্তিত্ব তথা বোধজাত উপলব্ধি ঠিক রেখে নিজেকে ভাঙ্গে আবার গড়ে। শক্তি ও আধিপত্য বিস্তারের লোলুপ অক্টোপাস আজ পৃথিবীর সকল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জিহায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা, কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা। যে কবিতা শুনতে জানে না সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে। যে কবিতা শুনতে জানে না সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চি ত হবে। যে কবিতা শুনতে জানে না সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবেবিশ্ব

করে অপার বিস্ময়ে দেখতো তার পরিপার্শ্বকে। একদিন জানা অজানা শব্দের মৌলিক ছবি এপাশ ওপাশ সাজিয়ে চাইলো মনের আকুলিবিকুলি ভাবের খেলা সাজিয়ে নিতে। চাইলো গুহার দেয়ালে ইচ্ছে মাফিক কবিতা দিবসে আজ নতুন করে ভাবতে হবে সাজাতে, অবাক এ কী সৃষ্টির অরূপ রতন! কবিতা মুচকি হেসে বললো আমাকে চেনো কি ংতোমার মনে, তোমার ভাবনায় ঘুমিয়ে । কবিতার কোন সীমানা নেই, কবির ছিলাম জেগে উঠেছি! অরণ্যানী বৃক্ষছায়া ফুলেল লতা বর্ণিল গুল্মের ঝোঁপ আকুল ঝর্ণা বহতা নদী সুরধুনী আকাশ মাখা নীলে সজ্জিতা ধরিত্রী নাতো নন্দনকানন! কবিতা এখানে মৃদুল ছন্দে পরমানন্দে নৃত্যপরা ললিত লবঙ্গলতিকা! পৃথিবী বদলায় প্রকৃতি - সভ্যতা বদলায় বদলায় মানুষ। বদলায়

কোন নিজস্ব দেশ নেই, কাল নেই। সারাটা পৃথিবী জোড়া কবিতার মানচিত্র। আর সেই মানচিত্রে যখনই যেখানে দ্রোহ, প্রেম, বিপ্লব, প্রতিবাদ কিংবা মানুষের ন্যায়সঙ্গত দেনাপাওনার, মিলনের অভিব্যক্তি শৈল্পিক সৃষ্টিতে কবি প্রত্যয়ে প্রকাশ করেন, তখন তা সারা বিশ্বের জনগণের সম্পদ হয়ে ওঠে। পাবলো নেরুদা পশ্চিম গোলার্ধের কবি হয়েও তাই পূর্ব গোলার্ধের আমাদেরও কবি। রবীন্দ্রনাথ তাই বিশ্বকবি। তাই কালিদাস, শেক্সপিয়ার সকলের কবি।

ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়, সার্বভৌমত্ব কেডে নিতে চায়, কবিতা তখন অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে দুর্বার প্রাচীর হয়ে দাঁডায়। কবিতা মানবিকতার সনদনামা। 'হিংসায় উন্মত্ত পুখী'-তে শান্তিবারি বর্ষণ করতে পারে

মারুফ অমিত কবিতা সম্পর্কে ভারি সুন্দর বলেছেন, কবিতা ভালোবাসার ভাষা, কবিতা প্রতিবাদের ভাষা। কবিতা বলতে কী আবেগের বিজ্ঞানকে বুঝানো হয়ে থাকে? আবেগ ও বিজ্ঞান এ দুটির সমমিশ্রণ ঘটলেই পঙ্কি তমালাগুলো কবিতা রূপ ধারণ করে। কবিতা শিল্পের একটি শাখা যেখানে ভাষার নান্দনিক গুণাবলীর ব্যবহারের পাশাপাশি ধারণাগত এবং শব্দার্থিক বিষয়বস্তু ব্যবহার

যন্ত্রসূত্র! মানুষ আজ হৃদয় আর বিবেকবোধ হারিয়েছে। যেন এক নখদন্ত বের করা ভয়াবহ সময়ের যন্ত্র মানব। মানব ইতিহাস আজ যেন এক বীভৎস ক্ষত! আজ বিশ্ব কবিতা দিবসে আবারো খুব গভীর ভাবে কবিতার প্রয়োজনে হৃদয়ে আলোডন জাগছে। বিবেকের জাগরণে, হৃদয়ের উজ্জীবনে, মানবতার সমূহ সংযোগে, জীবন-ভাবনার বিনির্মাণে কবিতার সার্বজনীন সৃষ্টি, পাঠ ও পরিক্রমা আজ মানুষের মানবিক বিকাশে বড় বেশি প্রয়োজন। একমাত্র কবিতাচর্চা-ই মানুষের জন্য এনে দিতে পারে

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি কবিতা থেকে উদ্ধার কবিতাচর্চার প্রয়োজনের কথা। মানুষের 'হাদয় নন্দনবনে' মানব মহিমার শতপুষ্পকে কবিতাই পারবে নব নব রূপে বিকসিত করতে। বিশ্ব মানবিকতা কবিতার উচ্চারণে বিজয়ী হবে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা উচ্চারণ করে বলবো কবিতাই পারবে সেই মানব পৃথিবীকে গড়ে তুলতে। আর সেখানেই বিশ্ব কবিতা দিবস পালনের সার্থকতা।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গুহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসম্থ হতে উচ্ছসিয়া উঠে. যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়

যা অনন্তকালের পরিধিতে অমরত্বের উজ্জ্বল এখানে ওখানে সেখানে চিরন্তনের সাক্ষর রেখে যায়। কবিতার কোন সীমানা নেই, কবির কোন নিজস্ব দেশ নেই, কাল নেই। সারাটা পথিবী জোডা কবিতার মানচিত্র। আর সেই মানচিত্রে যখনই যেখানে দ্রোহ, প্রেম, বিপ্লব, প্রতিবাদ কিংবা মানুষের ন্যায়সঙ্গত দেনাপাওনার, মিলনের অভিব্যক্তি শৈল্পিক সৃষ্টিতে কবি প্রত্যয়ে প্রকাশ করেন, তখন তা সারা বিশ্বের জনগণের সম্পদ হয়ে ওঠে। পাবলো নেরুদা পশ্চিম গোলার্ধের কবি হয়েও তাই পূর্ব গোলার্ধের আমাদেরও কবি। রবীন্দ্রনাথ তাই বিশ্বকবি। তাই কালিদাস, শেক্সপিয়ার সকলের কবি। অনুন্নত ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের দাবি যথার্থ উন্নত ভাষার কবিদের উজ্জ্বল সৃষ্টির সংস্পর্শে নিজেদের সৃষ্টির উন্নয়ন। তাই দাবি উঠলো রাষ্ট্রসঙ্বে একটা বিশেষ দিনকে 'বিশ্ব কবিতা দিবস' উদযাপনের জন্য একটা দিন স্থির করতে। বিশেষ করে আমেরিকা এই প্রস্তাব উত্থাপন করে। রাষ্ট্র সংঘের UNESCO-এর ডিরেক্টর জেনারেল ইরিনা বোকোভা বিশ্ব কবিতা দিবস সম্পর্কে তাঁর বাণী দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ... the men and women whose only instrument is free speech, who imagine and act, UNESCO recognizes in poetry its

ব্যক্তি মানুষের মুক্ত চিস্তা ও চিস্তনের দিনে আসুন আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

it's creativity.

value as a symbol of the human spir-

মনুষ্য অস্তিত্বের মূল্যবোধ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

স্ট্রসঙ্ঘ UNESCO-এর উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে ২১ মার্চ তারিখটিকে 'বিশ্ব কবিতা দিবস' উৎকণ্ঠিত। পরিত্রাণের পথ খুঁজছে মানুষ,

হিসেবে ঘোষণা করে। এই দিনটি পালনের উদ্দেশ্য হল বিশ্বজুড়ে কবিতা পাঠ, কবিতা রচনা. প্রকাশনা ও শিক্ষাকে উৎসাহিত করা UNESCO-এর বিশেষ অধিবেশনে এই দিনটি ঘোষণা করার সময় বলা হয়, এই দিবস বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কবিতা আন্দোলনগুলিকে নতন করে স্বীকৃতি ও গতি দান করবে। আগে অক্টোবর মাসে বিশ্ব কবিতা দিবস পালন করা হত। প্রথম দিকে কখনো কখনো পাঁচ অক্টোবর এই দিবস পালিত হলেও বিশ শতকের শেষভাগে রোমান মহাকাব্য রচয়িতা ও সম্রাট অগস্টাসের রাজকবি ভার্জিলের জন্মদিন স্মরণ করে পনেরো অক্টোবর কবিতা দিবস পালনের প্রথা শুরু হয়। অনেক দেশে এখনো অক্টোবর মাসের কোনো দিন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কবিতা দিবস পালন করা হয়। এই দিবসের বিকল্প হিসেবে অক্টোবর অথবা নভেম্বর মাসের কোনো দিন কবিতা দিবস পালনের প্রথাও চালু আছে। যদি বলা হয় কবিতার সৃষ্টি হয় আর স্বচ্ছ-বিশুদ্ধ মনন ও যৌক্তিক চিন্তন থেকে হিরন্ময় আঙ্গিকে অনুভূতির বর্ণালি পথে আবগের আতিশয্যে সৃষ্ট হয়, দিব্য প্রকাশিত হয়, ভুল বলা হবে না। অতীত কবিতার উদ্ধোধনী পশ্চান্দেশের ভিত্তি. বর্তমান বা সমকাল মনন চিন্তনের প্রত্যক্ষ প্রসার আর অনাগত ভবিষ্যৎ অনুভূতির কল্পিত, স্বপ্নদর্শী ক্ষেত্র, তাহলেও ভুল বলা হবে না। সেই অর্থে কবি ত্রিকালদর্শী স্রস্টা। ইচেছর লালন থেকে বেঁচে থাকা বেড়ে ওঠা স্বপ্ন দেখা সবই বিচিত্র আঙ্গিকে উপমা উৎেপ্রক্ষা চিত্রকল্প শব্দ প্রয়োগ কুশলতা নানা কিছতে সেজে কবিতা জন্ম নেয়। কবিতার বিষয় সামগ্রিকভাবে জীবন, যাপন, প্রেম, বেদনা, প্রকৃতি, দ্রোহ, সংগ্রাম, বিপ্লব, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি হরেক কিছু। বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি মনোবিজ্ঞান সবকিছুই কবিতার দখলে। তাই বিশ্ব কবিতা দিবস পালনের তাৎপর্য সুগভীর। আত্মোপলব্ধি ও প্রকাশের পথ বেয়ে কবিতা

হয়ে ওঠে জীবন দর্শন। গুহামানব থেকে শুরু

করে আজকের বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে দাঁডিয়ে

মানুষ কবিতার কাছে প্রার্থনা জানাতে বাধ্য,

আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা আমি

যে পথ চিনি না...। আজকের দারিদ্যক্লিষ্ট,

সন্ত্রাসবাদ নিপীড়িত, বারুদের গন্ধে আচ্ছন্ন,

অবক্ষয়ের পীড়নে আর্ত, মানুষপশুর দাপটে

ভয়ার্ত পৃথিবীতে ব্যক্তি মানুষ যেমন, তেমনি

সমষ্টি মানুষও একটা ভীতির কবলে

রক্তস্রোত আজ রাজপথ জনপদে প্রবাহিত হয়। এইখানে কবিতা তীব্ৰ তীক্ষণ কণ্ঠে প্রতিবাদ ফুঁসে ওঠে। রক্তস্নাত কবিতা হত্যাকারীর প্রতি ঘূণা প্রকাশ করে, অসহায় মানুযের প্রতি ভালোবাসার হাত বাডায়। সাম্রাজ্যবাদীর দর্বার ক্ষধা যখন শক্তিমত্ততায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির স্বাধীন পতাকা

epaper.thestatesman.com

খবরের সাত সতেরো

পার্থের ৭ দিন ও কুন্তল-তাপসের ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি— প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হলে সাত দিন অর্থাৎ ৩০ মার্চ পর্যন্ত জেলে থাকার নির্দেশ দেন বিচারক। পার্থের সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতির অন্যান্য অভিযুক্ত সুবীরেশ ভট্টাচার্য, অশোক সাহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়েরাও জেল হেফাজতে থাকবেন ৩০ মার্চ পর্যন্ত। অন্য দিকে কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল, নিলাদ্রী ঘোষেদের আদালত ৬ এপ্রিল পর্যন্ত এবং শান্তিপ্রসাদ সিন্হাকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আলিপুরের বিশেষ আদালত। গ্রেফতার হওয়ার পর পার্থ চ্যাটার্জী বন্দিজীবন কাটিয়ে ফেলেছেন আট মাস। বৃহস্পতিবার আদালতে সেই আট মাসের হিসাব দিয়ে পার্থ বলেছিলেন, "মনে হচেছ অন্ধকার গুহার মধ্যে রয়েছি।" জামিনের আর্জি করে বলেছিলেন, "শুধু কি রাজনৈতিক নেতারাই প্রভাবশালী? আমি কলকাতায় বড় হয়েছি, আমার একটা বংশপরিচয় আছে। আমি কোথায় চলে যাব?" বিচারকের কাছে নিজের কথা বলার জন্য বৃহস্পতিবার পাঁচ মিনিট সময় পেয়েছিলেন পার্থ। সেই পাঁচ মিনিটে আত্মপক্ষ সমর্থনে দীর্ঘ আর্জি জানান পার্থ। পাশাপাশি বলেন, "আমার আশা, সত্যের জয় হবে। আইনের উপর আমার আস্থা আছে।' কিন্তু পার্থের সেই আবেদনে শেষপর্যন্ত সাডা মেলেনি। পার্থকে আরও সাত দিন জেল হেফাজতেরই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

নিয়োগের টাকায় হোটেল ব্যবসায় লগ্নি অয়নের! চাঞ্চল্যকর তথ্য ইডির হাতে

নিজম্ব প্রতিনিধি— কেবলমাত্র টলিপাড়া নয়। নিয়োগ দুর্নীতির টাকা হোটেল ব্যাবসাতেও নেমেছিলেন বৰ্তমানে ইডি হেফাজতে বন্দি শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ট অয়ন শীল। সম্প্রতি এমন তথ্য পাওয়া গেছে ইডি কর্তাদের কাছ থেকে। ইডি সূত্রে খবর, অয়নের কাছ থেকে পাওয়া নথি থেকে মিলেছে সেই ইঙ্গিত। হোটেল ব্যাবসার জন্য সল্টলেক ও দিল্লিতে দু'টি জমি কিনেছেন অয়ন। এক বছর আগে অয়ন হোটেল ব্যবসায় নেমেছিলেন। নতুন হোটেল সংস্থা না খুলে দু'টি নামী হোটেল সংস্থার থেকে নিয়েছিলেন 'ফ্র্যানচাইজি' কলকাতার একটি হোটেল সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেন তিনি। সল্টলেকের সিজে ব্লুকে ওই সংস্থার চারতলা বিলাসবহুল হোটেল রয়েছে। আর একটি চুক্তিপত্রে দেখা যায়, অয়ন সল্টলেকের সিজে ব্লকেই এক ব্যক্তি ও এক মহিলার কাছ থেকে লিজ নেওয়া জমি নিজের নামে হস্তান্তর করেন। দিল্লির সংস্থার সঙ্গেও চুক্তি করেন অয়ন। সংস্থাটি হোটেল ব্যবসায় যুক্ত। দিল্লির অভিজাত এলাকায় তাদের বিলাসবহুল হোটেল রয়েছে। দিল্লিতে একটি জমির নথিও উদ্ধার হয়। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, ওই দু'টি সংস্থার সঙ্গে অয়ন চুক্তিপত্র তৈরি করেন গত বছরের মার্চ মাসে।

সামান্য প্রমোটার হয়ে গুণধর এই অয়নের 'বহুমুখী প্রতিভা' দেখে তদন্তে কার্যত খেই হারিয়ে ফেলছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটর গোয়েন্দারা। ইডির কর্তাদের দাবি, এসএসসি, টেট ও পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা দিয়ে প্রচুর জমি কিনেছিলেন অয়ন। এখনও পর্যন্ত অন্তত ৩ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই বিভিন্ন ব্যক্তি ও মহিলার নামে। তাঁদের অস্তিত্ব নিয়েই ইডি সন্দেহ প্রকাশ করেছে। সেই সম্পত্তির নথিও মিলেছে নাকি অয়নের অফিস থেকে।

এদিকে ইডি সূত্রে আরো খবর, তিনি নাকি নতুন নিউজ চ্যানেল খুলবেন বলেও ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই এই নিয়োগ কাণ্ডে জড়িয়ে পড়লেন। একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিনি টাকা লেনদেন করেছেন। এমনকি পুত্র অভিষেকের সঙ্গেও যৌথ মালিকানায় একটি পেট্রল পাস্প কিনেছিলেন। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের পাশে গুড়াপে ওই পেট্রোল পাম্পের পার্টনার ছেলের বান্ধবী ইমন গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর দিকেও নজর আছে ইডির। তবে এটা এখনও পরিষ্কার নয় যে, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে কেন টাকা লেনদেন করেছেন অয়ন শীল। যদিও কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, নিয়োগ কাণ্ডে অন্যতম ধৃত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁকে তাঁর অ্যাকাউন্টে ৫০ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছিলেন। হয়তো নজর ঘোরাতেই অন্যান্য একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই টাকা সরিয়েছিলেন অয়ন। এখন আপাতত হদিশ পাওয়া মোট ৪২টি অ্যাকাউন্টের মধ্যে শান্তনুর সঙ্গে কী কী লেনদেন হয়েছে অয়নের তা খতিয়ে দেখছে ইডি।

विभाग विभूत श्रेभाश्मी করে মহাজেটি ড ক শুভেন্যর

নিজস্ব প্রতিনিধি— নিয়োগ দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে ক্রমশ পক্ষে সওয়াল করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। এ শাসক বিরোধী তরজা তুঙ্গে। এমতাবস্থায় পঞ্চায়েত প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, কোন দল কী করবে জানি না। নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের শাসক দলের মানুষ এই সরকারকে বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরুদ্ধে মানুষের মহাজোট গড়ে তোলার ডাক দিলেন নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর সাফ এখানেই শেষ নয়, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর প্রশংসাও শোনা গেল শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। বৃহস্পতিবার বিমানবাবুর সততা এবং তাঁর জীবনচর্চা নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন শুভেন্দু অধিকারী। বিমান বসুর মতো লোক রাজনীতিতে অনেক কম আছে বলে দলনেতা বলেন, 'আমার সঙ্গে তো পলিটিক্যাল ডিফারেন্স রয়েছে। বিমানবাব এখনও নিজের হাতে কাপড় কাচেন, পার্টি অফিসে থাকেন। এসব পলিটিক্স হারিয়ে গিয়েছে।' এদিন স্বচ্ছ রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে প্রণব মুখোপাধ্যায়, বরকত গণিখান চৌধুরি, তপন শিকদারের বিমান বসুর মন্তব্যে। আসলে বিমানবাবু যেটা বার বার প্রসঙ্গও শোনা যায় শুভেন্দু অধিকারীর মুখে।

সরকারকে ক্ষমতা থেকে হঠাতে মানষের মহাজোটের পক্ষে বিপজ্জনক।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কথা,'এটা শুভেন্দুর কথা হতে পারে, বামেদর কথা নয়। এখনও হয়তো আরএসএসের ধারা বুঝতে পারেনি শুভেন্দু। আমরা কোনও অন্যায় করিনি, অন্যায়ের কাজে থাকিও না। আরএসএস পরিচালিত বিজেপির কোনও কর্মসূচিতে নেই বামেরা। তৃণমূলকে হঠানোর জন্য তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী শক্তিকে এক করতে চাই।' উল্লেখ করেন শুভেন্দু। এ প্রসঙ্গে বিধানসভার বিরোধী । শাসক দলের বিরুদ্ধে এদিন মানুষের মহাজোটের যে ডাক শুভেন্দু দিয়েছেন, তা সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে সরানোর পাশাপাশি কেন্দ্র থেকে বিজেপিকেও সরানোর ডাক শোনা গিয়েছে বলে আসছেন, তা হল তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে সে এর পাশাপাশি, তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্য অর্থে কোনও ফারাক নেই। দুই দলই সাধারণ মানুষের

বহরমপুরে বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে ধৃত ব্যবসায়ী

বিস্ফোরণ কাণ্ডে পুলিশ গ্রেফতার করল বাড়ির মালিক মিষ্টি তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বহস্পতিবার তাকে বহরমপুর সিজেএম আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে সাতদিন পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করেন বহরমপুর থানার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক। বিচারক সুমনা গড়াই ধৃতকে পাঁচদিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

এদিকে ধৃতের স্ত্রী মাম্পি মণ্ডল এদিন ফের দাবি করেন, তাঁর স্বামী এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁকে ফাঁসানোর জন্যই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, 'ঘটনার সময় আমার স্বামী বাড়িতে ছিল না। সে জরুরি কাজে নবগ্রামে গিয়েছিল। পুলিশ বাড়িতে এসে তদন্ত করার সময় বলে গিয়েছিল থানায় দেখা করতে। পুলিশের কথা মতো ও থানায় দেখা করতে গিয়েছিল। স্কুলে গিয়েছিল।

স্বামী একেবারেই যুক্ত নয়। তাকে ফাঁসানোর জন্যই কেউ করলেও বর্তমানে সে কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত নয় বলে

প্রসঙ্গত, বুধবার দুপুরে বহরমপুর থানার পাকুরিয়া এলাকায় মিষ্টি ব্যবসায়ী বাচ্চু মণ্ডলের বাড়ির পিছন দিকে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বোমার আওয়াজে হয়রানি মণ্ডল নামে প্রতিবেশী এক মহিলা জ্ঞান হারান। ঘটনার পরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ তদন্তে গিয়ে একাধিক বোমা বিস্ফোরণের কথা জানতে পারে। ঘটনার সময় বাচ্চু মণ্ডল বাড়িতে ছিলেন না। তার স্ত্রী বাড়ির একটু দুরে আবর্জনা ফেলতে গিয়েছিলেন। মেয়ে পরীক্ষা দিতে

बी एए आर

B AND R

বান্ধবীর সঙ্গে কোটি টাকায় পেট্রল পাম্প কেনেন অয়ন-পুত্র অভিযেক

নিজস্ব প্রতিনিধি— এ বার জড়ালো ইডির হাতে ধৃত সালের অক্টোবর মাসে ১ কোটি টাকায় পেট্রল প্রোমোটার অয়ন শীলের পুত্র অভিষেক শীলের নামও। ইডি তাদের হলফনামায় জানিয়েছিল, ইমন গঙ্গোপাধ্যায় এবং অভিষেক শীল যৌথ মালিকানায় হুগলি জেলার গুড়াপে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারে পেট্রল পাম্প কিনেছিলেন। ওই নথি বলছে, ২০২০ অজয় শুক্ল এবং আশিস শুক্লুর কাছ থেকে।

পাম্পটি কেনা হয়েছিল। গুড়াপে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারে প্রায় সাড়ে ৩ বিঘা জমির উপর এই পেট্ৰল পাম্প অভিষেক এবং ইমন কিনেছিলেন কলকাতার বিডন স্ট্রিটের বাসিন্দা নন্দগোপাল শুক্ল,

স্থানীয়দের কাছে পাম্পটি 'শুক্ল পাম্প' নামেই পরিচিত। শুধু তা-ই নয়, কলকাতায় বন্ডেল রোডের উপরে অভিষেক এবং ইমন যৌথ মালিকানায় একটি ফার্ম খুলেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'ফসিল্স'। কিন্তু কে এই ইমন, যাঁর সঙ্গে যৌথ মালিকানায় একাধিক সম্পত্তি কেনেন অয়ন-পুত্র?

KVB) Karur Vysya Bank

নিজস্ব প্রতিনিধি— এবার সুজন চক্রবর্তী স্ত্রীর বিরুদ্ধে কলেজে অবৈধভাবে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ আনল তৃণমূল। এরপর টুইট করে সেই অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ সামনে আনে তৃণমূল। প্রথমে সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধভাবে কলেজে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ এরপর ওই অভিযোগের সপক্ষে টুইটের মাধ্যমে প্রমাণ প্রকাশ তৃণমূলের। টুইট-এর মাধ্যমে যে নথি সামনে আনা হয়েছে তাতে দেখা যাচেছ দীনবন্ধু অ্যান্ডুজ কলেজে সুজন চক্রবর্তী স্ত্রী মিলি ভট্টাচার্যের চাকরি হয়েছিল স্রেফ

'সুজনের স্ত্রীর

চাকরিও সুপারিশে'

আবেদন বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দ্রিষ্টব্য রুল ৩৫]

কোম্পানি আবেদন (সিপি) (সিএএ) নং ০৭/কেবি/২০২৩

কোম্পানি আবেদন (সিএএ) নং ১২৯/কেবি/২০২২ সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন

সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত উক্ত আইনের ২৩০ থেকে ২৩২ ধারা অধীনে আবেদন

উরপন ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড ... দরখাস্তকারী/হস্তান্তরকারী কোম্পানি

ওম সারি হাউস প্রাইভেট লিমিটেড

... দরখাস্তকারী/অধিগ্রহণকারী কোম্পানি কোম্পানি আবেদনের শুনানির প্রজ্ঞাপন এবং নোটিশ

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ২৩০-২৩২ ধারা সংস্থান এবং ২০১৬ সালের কোম্পানি (কম্প্রোমাইজেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যামালগামেশনস) রুলসের সংস্থান অধীনে উল্লিখিত কোম্পানির উরপন ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড ('হস্তান্তরকারী কোম্পানি' হিসেবে উল্লিখিত) এবং ওম সারি হাউস প্রাইভেট লিমিটেড ('অধিগ্রহণকারী কোম্পানি' হিসেবে উল্লিখিত) এর সংযুক্তি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য আবেদনকারী কোম্পানিগুলির পক্ষে ২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পেশ করা হয়েছে এবং তা মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুমোদিত এবং উক্ত আবৈদন ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কলকাতা বেঞ্চ সমীপে ২৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে শুনানির দিন ধার্য হয়েছে

যেকোনও ব্যক্তি উক্ত আবেদনের সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তার আবেদনকারীর অ্যাডভোকেটের নিকট শুনানির তারিখের অন্যুন দিন পূর্বে নোটিশ দিতে পারেন। আবেদনের বিরোধিতা করতে চাইলে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে বিরোধিতার কারণ সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লেখ তারিখ : ২৪ মার্চ, ২০২৩

পীযুষ টোডি আবেদনকারীগণের ডিরেক্টর ডিন : ০১৩২৮৯৭২

Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. বাগনান শাখা ও.টি. রোড. খাদিনান, বাগনান, হাওডা জেলা বেতাল অয়েল মিলের নিকট, বাগনান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১৩০৩ দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

নিম্নস্থাক্ষরকারী **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের আইন ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (দ্বিতীয়) আইনের ১৩ (১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ১২.১০.২০২২ তারিখে ১) শ্রীমতি পারুল মন্ডল অধিকারী (ঋণগ্রহীতা), স্বামী - বিনয় অধিকারী, চক কৃষ্ণদাস, পো: কারকাই, থানা - পিংলা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১১৪০ ২) শ্রী বিনয় অধিকারী (ঋণগ্রহীতা), পিতা শ্রী প্রভাত অধিকারী, চক কৃষ্ণদাস, পো: কারকাই, থানা - পিংলা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গু -৭২১১৪০ কে নোটিশে উল্লিখিত ১৩,৯৬,৮৫৪.২৫ (তেরো লাখ ছিয়ানবৃহ হাজার আট শত চুয়ান্ন টীকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি

বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির ২৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখে স্বত্ব দখলু করেছেন। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিকট বকেয়া ১৩,৯৬,৮৫৪.২৫ (তেরো লাখ ছিয়ানবুই হাজার আট শত চুয়ান্ন টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং শুল্ক সহ আদায়দান সাপেক্ষ

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া সমুদয় আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত

খতিয়ান নং ৪২৩ এবং ৩৫৮, জেএল নং ৫৯, দাগ নং ১২৩৩ এবং ১২৩২/১৫৮৯, মৌজা - খাদিনান বাগনান - II গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন. থানা - বাগনান. জেলা - হাওড়া, শ্রীমতি পারুল মন্ডল অধিকারী এবং শ্রী বিনয় অধিকারীর নামে (জি+৪) তলা "বন্দন ভবন"এর ৫ম তলে ৯২৬.১১ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া মাপের বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ, সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি উত্তরে - প্রকাশ সরকারের ফ্র্যাট পূর্বে - সাধারণের যাতায়াতের পথ এসটিআর এবং লিফট পশ্চিমে - খোলা জায়গা দক্ষিণে - খোলা জায়গা

অনুমোদিত অফিসার দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড তারিখ : ২৩.০৩.২০২৩

पंजाब नेशनल बेंक 🕒 punjab national bank

সার্কেল অফিস, SASTRA ডিপার্টমেন্ট, কলকাতা উত্তর, সল্টলেক, সেক্টর - ১, ব্লক-ডিডি ১১, কলকাতা - ৭০০০৬৪/ইমেল : cs8266@pnb.co.ir (নির্ধারিত ঋণদাতা) সহিত ঋণগ্রহীতাগণয়জামিনদাতাগণেরঋণসবিধাদি প্রাপ্তির জন্য সম্পাদিত জামি

এতদারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত ঋণয়ক্রেডিস সুবিধার মূল বকেয়া পরিমাণ এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট এনপিএ শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ৰু(চ) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্টের প্রতি জ্ঞাত সর্বশেষ ঠিকানায় নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নোটিশ অবন্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি মারফত জ্ঞাত

ক) এনপিএ'র তারিখ ক) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার খ) ১৩(২) অধীনে নোটিশে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ নাম ও ঠিকানা নোটিশের তারিখ গ) নোটিশ অনুযায়ী খ) যে শাখা থেকে স্বিধাপ্রাপ্ত বকৈয়া পরিমাণ (ক) মেসার্স এশিয়াটিক স্টিল পুর প্রেমিসেস নং. ৩৮৯/১, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড ক) ৩০.০৬.২০০৯ এন্টারপ্রাইজেস, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কলকাতা- ৭০০০৬৮, অ্যামেসি নং. ২১-০৯৩-০৯-১৫৭৪-৯. খ) ১৬.০৩.২০২৩ বরুন কুমার ঘোষ, ৯ম তল, ১৫, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং. ৯৩, থানা- যাদবপর (পর্বতন গ) ৪২,২৩,৭৫৯. গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, থানা ০৫ টাকা এবং সদ টালিগঞ্জ), সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ বউবাজার, কলকাতা - ৭০০০১৩ এবং ৮১/এ, এ. কে. মুখার্জি রোড, পরগনা, ঠিকানায় শ্রী বরুণ কুমার ঘোষ, পিতা প্রয়াত বিনয় কৃষ্ণ 05.00.2020 কলকাতা - ৭০০০৯০ এবং ফ্ল্যুাট নং ঘোষ এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং. ০৫৬৫৬-২০০৮ সালের ১, ১ম তল, ৩৮৯/১, প্রিন্স আনোয়ার অনুযায়ী ৪ কাঠা ৯ ছটাক ১৯ বর্গফুট কমবেশি পরিমাণ জমিস্থিত \$6.00.2020 শাহ রোড, থানা - যাদবপুর, কলকাতা অনুযায়ী জি-গগগ ভবনের পূর্ব দিকে একতলায় ৯৩৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট | ৭০০০৬৮ এবং ২৭, সল্টলেক, ব্লক আপ এরিয়া মাপের তিন বেডরুম, এক লিভিং-ডাইনিং, এক বি জি, বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১ এবং ৪৪/এ, প্রতাপাদিত্য কিচেন, দুই টয়লেট, এক স্টোর রুম এবং এক বারান্দা এবং রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ সমন্বিত সমুদয় সম্পত্তি। 900036 চৌহদি : উত্তরে- প্রেমিসেস, দক্ষিণে- কালী মন্দির, পূর্বে-(খ) ডানলপ ব্রিজ (Sol id প্রেমিসেস, পশ্চিমে- পি এ শাহ রোড এবং প্রেমিসেস সমন্বিত।

উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণকে (প্রযোজ্যমতে) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংস্থান অধীনে প্রদত্তর নির্দেশ মোতাবেক নোটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া এবং পরবতী সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ আদায় দিতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(১৩) ধারার সংস্থান অধীনে অবগত করা হচ্ছে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির (সাধারণ ব্যবসায়িক প্রয়োজন ব্যতীত) নোটিশ প্রকাশের পরবতীতে কোনওভাবেই বিক্রি, লিজ বা অন্যভাবে হস্তান্তর না করতে সতর্কিত করা হচ্ছে। উক্ত আইন অধীনে সংশ্লিষ্ট বিধিবদ্ধ সতকীকরণের অবহেলা বা অমান্য করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোনও কারণে সাধারণ ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি বিক্রি করা হলে তার থেকে আয় হওয়া অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট জমা বা পাঠাতে হবে। সংশ্লিষ্ট আদায়/আয়ের যথাযথ হিসে

তারিখ : ২৪.০৩.২০২৩, স্থান : কলকাতা

পক্ষদের বিবরণ

নেদারল্যান্ডস ফিনান্সিয়ারিংস-মাটশাপিজ ভুর ওন্টউইকেলিংসল্যান্ডেন

আবিষ্কার ভেকার ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড. কর্পোরেট

এন.ভি., নেদারল্যান্ডসের আইনের অধীনে সংগঠিত এবং বিদ্যমান

সাকসেনলান 71, 2593 এইচডব্লিউ, হেগ, নেদারল্যান্ডস (**এফএমও**)

পরিচিতি নম্বর U74140MH2006PTC160551 সহ ভারতীয় আইনের

রেজিস্টার্ড কার্যালয়ের ঠিকানা ইউনিট নং. 202, 203, 204, 2য় তলা,

শ্ৰী রাম মীনা - ডিআইএন 08452187 (সিডবি এর বর্তমান মনোনীত

অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যাদের

একটি কর্পোরেশন যাদের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা আনা ভ্যান

397700)

অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক



প্রস্তাবিত লেনদেনের বিবরণ

কোম্পানির বাধ্যতামূলকভাবে রূপান্তরযোগ্য পছন্দের শেয়ারের

প্রস্তাবিত সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে এফএমও এর ভারতীয় মুদ্রায়

পরবর্তী পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের 4.80% (চার পয়েন্ট আট

একইসাথে প্রাথমিক লেনদেন শেষ হলে, এভিএমএস (কম্পানীর

একজন প্রোমোটার) এফএমও-এর কাছে কম্পানির 6,68,592 (ছয়

गठाংग) পर्यस (**श्राथप्रिक त्नतप्र**त)

ভেমক চন্দ্রমৌলি কে রাখার প্রস্তাবনা করেছে।

66,21,20,000 পর্যন্ত বিনিয়োগ (ভারতীয় টাকায় ছেষট্রি কোটি একুশ

লক্ষ এবং কুড়ি হাজার), সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত ভিত্তিতে কম্পানির ইস্যু-

AROHAN FINANCIAL SERVICES LIMITED Registered Office: PTI Building, 4th Floor DP 9, Salt Lake, Sector V, Kolkata - 700091, West Bengal

T: +91 33 4015 6000 | CIN: U74140WB1991PLC053189 PUBLIC NOTICE

নিয়ামকের নির্দেশ অনুযায়ী জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি – নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কম্পানি – পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নন-ডিপোর্জিট গ্রহণকারী কম্পানি এবং ডিপোজিট গ্রহণকারী কম্পানির (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) নির্দেশ 2016, তারিখ সেপ্টেম্বর 1, 2016, আরোহন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস্ লিমিটেডের শেয়ারুহোল্ডিং এবং ব্যবস্থাপনায় প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশোধিত (আরবিআই মাস্টার নির্দেশাবলী) (আরবিআই রেজিস্ট্রেশন নং B.05.02932)

কম্পানির শেয়ারহোল্ডিং এবং পরিচালনার প্রস্তাবিত পরিবর্তনের জন্য, এই জন বিজ্ঞপ্তি ক) আরোহন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (কম্পানি): (খ) নেদারল্যান্ডস ফিনান্সিয়ারিংস-মাটশাপিজ ভুর ওন্টউইকেলিংসল্যান্ডেন এন.ভি., (এফএমও); (গ) আবিষ্কার ভেঞ্চার ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (এভিএমএস); (ঘ) আদিত্য মোহন; (ঙ) ভেমুরু চন্দ্রমৌলি এবং (চ) শ্রী রাম মীনা এর সাথে একযোগে আরবিআই মাস্টার নির্দেশাবলীর অনুচ্ছেদ 69 মেনে জারী করা হচ্ছে |

রেজিস্টার্ড কার্যালয়ের ঠিকানা ইউনিট নং. 202, 203, 204, 2য় তলা, নমন সেন্টার, জি ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বাই-400051, মহারাষ্ট্র, ভারত (এভিএমএস)	লক্ষ আটষট্রি হাজার পাঁচশত বিরানকাই) ইক্যুইটি শেয়ার বিক্রি করার প্রস্তাব করেছে, যা কম্পানির বর্তমান পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের 0.43% (শূণ্য পয়েন্ট তেতাল্লীস শতাংশ) নিয়ে গঠিত (পৌণ লেনদেন ;
আরোহন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেভ, কর্পোরেট পরিচিতি নম্বর U74140WB1991PLC053189 সহ কম্পানি আইন, 1956 এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কম্পানি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-এর সাথে নন-ডিপোজিট গ্রহণকারী নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা হিসাবে নিবন্ধিত যাদের রেজিস্টার্ড কার্যালয়ের ঠিকানা পিটিআই বিল্ডিং, 4র্থ তলা, ডিপি-৪, সেক্টর-5, সল্টলেক, কলকাতা-700091, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (কম্পানি)	প্রাথমিক লেনদেনের সাথে, সমষ্টিগতভাবে পরবর্তীকালে প্রস্তাবিত লেনদেন রুপে উল্লেখ করা হচ্ছে) কম্পানিতে এফএমও-এর বর্তমান শেয়ারহোল্ডিং সহ, এফএমও, প্রস্তাবিত লেনদেন শেষ হওয়ার পরে, সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত ভিত্তিতে কম্পানির ইসু্-পরবর্তী পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের 11.84% (এগারো পয়েন্ট আট চার শতাংশ) পর্যন্ত অধিগ্রহণ করবে
আদিত্য মোহন - ডিআইএন 08299455 (এফএমও এর FMO এর প্রস্তাবিত মনোনীত ভিরেক্টর)	প্রস্তাবিত লেনদেনের অংশ রুপে, এফএমও কম্পানির পরিচালনা পর্যদে তার মনোনীত ডিরেক্টর রুপে আদিত্য মোহনকে নিয়োগ করার প্রস্তাব করেছে
ভেমুক্ত চন্দ্রমৌলি - ডিআইএন 07019218 (সিঙবি এর প্রস্তাবিত মনোনীত ডিরেক্টর)	প্রস্তাবিত লেনদেন ছাড়াও, কম্পানির একটি ঋণদাতা, শ্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেডলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সিডবি), বর্তমান মনোনীত
	পরিচালক - শ্রী রাম মীনা এর জায়গায় প্রস্তাবিত মনোনীত ডিরেক্টর -

কম্পানিতে প্রস্তাবিত লেনদেনের প্রভাব

প্রস্তাবিত লেনদেনের ফলস্করুপ হবে: (i) কম্পানির পরিশোধিত ইকু্যুইটি মূলধনের 26% বা তার বেশী শেয়ারহোন্ডিংয়ের পরিবর্তন (পরিবর্তনযোগ্য ইনস্টুমেন্টের রূপান্তর পরবর্তী), এবং (ii) বোর্ডে কম্পানির 30% এর বেশী ডিরেক্টরের পরিবর্তন | প্রস্তাবিত লেনদেনের ক্ষেত্রে, কম্পানি ফেব্রুয়ারি 24,2023 তারিখে তার অনুমোদনের জন্য আরবিআই-এর কাছে একটি আবেদন করেছে এবং আরবিআই মার্চ 23, 2023, তারিখের চিঠি নম্বরের DoS.RO.Kol No. S2842/ 00-03-924/ 2022-23 মাধ্যমে কম্পানিকে তার অনুমোদন দিয়েছে |

কম্পানিতে এফএমও-এর বিনিয়োগ শক্তিশালী কর্পোরেট গভর্নেন্স মূল্যবোধের সাথে সার্বিক সুনাম এবং বিশ্বাস নিয়ে এসেছে। তাই, প্রস্তাবিত লেনদেনটি এফএমও -এর মত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর শক্তিশালী উপস্থিতি সহ কম্পানির অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। প্রস্তাবিত লেনদেনটি ক্ষুদ্রস্কণ বিভাগে কম্পানির অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে এবং মূলধনের যোগান কম্পানিকে তার শক্তিশালী

বৃদ্ধির যাত্রা চালিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির মূলধন প্রদান করবে। ওপরে বিবেচনা করা প্রস্তাবিত লেনদেনের বিষয়ে যেকোন আপত্তিব্যাখ্যা, বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখে থেকে তিরিশ (30) দিনের মধ্যে জানানো যেতে পারে ভিপার্টমেন্ট অফ নন-ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-কে এই ঠিকানায়, 15, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - 700 001 যার একটি প্রতিলিপি দেবেন এখানে- অনিরুদ্ধ সিং জি ঠাকুর, হেড-লিগাল, কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড কম্পানি সেক্লেটারি, আরোহন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, পিটিআই বিল্ডিং, ধর্ব তলা, ডিপি-৪, সেক্টর-১, সল্টলেক, কলকাতা - 700091, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত |

যিনি জনস্বার্থে বিজ্ঞপ্তি জারী করেছেন এবং যার হয়ে জারী করেছেন:

আরোহন ফাইল্যান্সিয়াল সার্ভিসেস	নেদারল্যান্ডস ফিনান্সিয়ারিংস-মাটশাপিক ভুর	আবিষ্কার ভেঞ্চার ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস
লিমিটেড এর হয়ে	ওপ্টউইকেলিংসল্যান্ডেন এন ভি. এর হয়ে	প্রাইভেট লিমিটেভ এর হয়ে
Sdi-	Sdi-	Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী	অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী	অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
Sd/-	Sd-	Sd/-
আদিত্য মোহন	ভেমুক্ত চন্দ্ৰসৌলি	শ্রী রাম মীনা
ডিআইএন: 08299455	ভিআইএল: 07019218	ডিআই.এন: 08452187

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২৩ মার্চ— মুর্শিদাবাদের সেখানেই ওকে আটকে আজকে আদালতে পাঠানো বহরমপুর থানার পাকুডিয়া মুসাহারপাডায় ভয়াবহ হয়েছে। আমি আবারও বলছি, এই ঘটনার সঙ্গে আমার ব্যবসায়ী বাচ্চ মণ্ডলকে। মিষ্টির দোকান ছাড়াও জমি-বাড়ি বা কারা বাড়িতে হয় বোমা ছুঁড়ে মেরেছে বা বোমাণ্ডলি কেনাবেচার সঙ্গেও যুক্ত বাচ্চু। পুলিশি সূত্রে জানা যায়, মজুত করে রেখেছিল। সঠিক এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হলে বাডিতে অবৈধভাবে বোমা মজুত করে রাখার অভিযোগেই সমস্তটা ধরা পড়বে।' ধৃত বাচ্চু মণ্ডল এক সময় কংগ্রেস

টেভার

পূর্ব রেলওয়ে

সিন্দির ভিইই(জি), পূর্ব রেলগুয়ে, মালদা, পোস্ট অফিস: কলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা, সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্রমিক নং-১। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-২৩১ কাজের নাম ঃ অমৃত ভারত স্কীমের অধীনে এমএলডিটি ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে লিফটের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৮,৪৮,১২,৩৩২.১৯ টাকা। বায়নামূল্যঃ ৫,৭৪,১০০ টাকা। ক্রমিক নং-২। টেভার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি· ই-টেন্ডার-২৩২। কাজের নাম ঃ অমৃত ভারত স্কীমের অধীনে এমএলডিটি ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে এক্ষেলেটরের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মৃল্যমান** ঃ ১১,৫৪,৩৬,৩৪১.০২ টাকা। বায়নামূল্যঃ ৭,২৭,২০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য (ক্রমিক নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। ই-টে**ডার** জমার তারিখ ও সময় ঃ ২৭,০৩,২০২৩ তারিখ থেকে ১০.০৪.২০২৩-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত (ক্রমিক নং ১ ও ২ প্রতিট্রির জন্য)। **ওয়োবসাইটেন** বিবরণ ও নোটিশবোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে অফিস/এমএলডিটি। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ প্রদন্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞস্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব প্রাহ্য হবে (MLD-143/2022-23) টেভার বিভান্তি ভয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in

www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে बागरस बनुतर कुन: 🔾 @EasternRailway @easternrailwayheadquarter পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেভার বিজপ্তি নংঃ ইএলএস/এসভিএএইচ/ ওটি/২২-০৬আর, তারিব ঃ ২১.৩.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ ইএমইউ/এসভিএএইচ, ২য় তল, কণ্টোল বিশ্চিং শিয়ালদহ, পূর্ব রেলগুয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলএস/এসভিএএইচ/ওটি/ ২২-০৬**আর। কাজের নাম**ঃ (ক) সোনারপুর ইএমইউ কার শেডে ক্রেন ম্যানুফাকচারিং (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড নির্মিত ১টি ২৫/৫ টন ইওটি ক্রেন ও ১টি ৫টন ইওটি ক্রেন, (খ) নারবেলভাঙা ইএমইউ কার শেডে স্যামকো নির্মিত ২টি ২৫/৫ টন ইণ্ডটি ক্লেন ও বিক্রণস্ত নির্মিত ১টি ২ টন ইওটি ক্রেন, (গ) বারাসাত কার শেডে গ্রালিক নিৰ্মিত ২টি ৩০/৭.৫ টন ও ২টি ৫ টন ক্লেন এবং (ঘ) রাণাঘাট ইএমইউ/এমইএমইউ কার শেডে সাইকো নিৰ্মিত ২টি ৩৫/৭.৫ টন ইণ্ডটি ক্লেন ও রেভা নির্মিত ১টি ১৫/৭.৫ টন ইণ্ডটি রেন্ন-এর জনা ২ বছর সময়কালের জনা বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৩২,১৪,০৮৪ টাকা। টেব্রার নথির মূল্য ঃ শুন্য । বায়নামূল্য ঃ ৬৪,৩০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ ০২ বছর। বন্ধের তারিখ ঃ ১২.০৪.২০২৩ তারিখে দুপুর ২টায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু কৰা সংশোধনী ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

(SDAH-324/2022-23) টেভার বিজন্তি ভারেকাইটি www.er.indianrailways.gov.in, www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে बाबास्त बन्ध्रत कुन : • @EasternRailway

@easternrailwayheadquarter



West Bengal Infrastructure evelopment Finance Corporation Ltd. (Wholly owned by Govt. of West Bengal)

WBIDFC LTD. invites E-Tender fo Subscription Renewal of Microsoft 365 Business Standard Licenses of WBIDFO Ltd. (2nd Call). Last date for submission of online bid is on 30.03.2023 till 12.30 p.m. Please visit www.wbidfc.co.in and https://wbtenders.gov.in for further details Sd/- Sr. Manager (Estate)



UNIVERSITY OF **CALCUTTA**

the e-tender vide [Ref E-Tender No. CE / ADM / 67 23 / 01 (2nd call) & Tender ID 2023_CU_497735_1] & (E Tender No. E-tender / Eng CQ-518 / 22-23 & Tender ID 2023_CU_491541_1), dated: 23-03-2023. For details please

wbtenders.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে টেভার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্র-II, তারিখঃ ২১.০৩.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত ব্যজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১৬৮-২২-২৩। কাজের নাম ঃ শিয়ালদহ ডিভিসনে (০১ (এক) বছরের জন্য] অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস শিয়ালদহ, আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস (III)/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় শিয়ালদহ স্টেশনের রেলওয়ে চত্তর/ক্যাম্পাস বি.আর. সিং হাসপাতাল, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বিশ্ডিং সার্কুলেটিং এরিয়া, জিএম বাংলো, বেলভেডর পার্ক অফিসারস্ কলোনি চত্তর, ১/১৩, রেল মিনার, জাজেস কোর্ট চত্তর, নিউ আলিপুর অফিসারস্ কলোনি, আলিপুর চত্তর (বার্ন স্ট্যান্ডার্ড), ইআরএসসি (বেহালা), বিএল নং ২১০ ও শিয়ালদহে বি.সি. রায় ইপটিটিউট-এর ভিতর এবং সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার [i]/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় কলকাতা স্টেশন এলাকার রেলওয়ে চত্তর/ক্যাম্পাস-এর ভিতর মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রজাতির ইন্ডোর ও আউটডোর পাতাবাহারি ও মৌসুমী ফুলের সম্পূর্ণ বেডে ওঠা, পাত্রস্থ, জীবিত গাছের রক্ষণাবেক্ষণ সহ সরবরাহ ও প্রদর্শন। **টেডার মূল্যমানঃ** ২,১২,৫৬,০৩২ টাকা। বায়না মূল্য জমা : ২,৫৬,৩০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৪.২০২৩ তারিখে দুপুর ৩.০০টা কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ ১২ (বারো) মাস টেভার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে

(SDAH-323/2022-23 টেভার বিজন্তি ভারবসাইট www.er.indianrailways.gov.in www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে बागाल बनुतन कलः 🔾 @EasternRailway

@easternrailwayheadquarter

বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল

করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়

১৪.০৪.২০২৩-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট।

ব্রিজ অ্যান্ড রুফ কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লি. (ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ) CIN No. U27310WB1920GOI003601

কর্পোরেট এবং রেজিস্টার্ড অফিস "কাঁকারিয়া সেুন্টার", ৫ম এবং ৬ৡ তল, ২/১, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১

বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞপ্তি কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") ধারা ১২৪(৬) এর বিধান অনুসারে প্রকাশিত হয়েছে যা বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধিমালা, ২০১৬ দ্বারা বিজ্ঞাপিত। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে ("নিয়ম") আইন এবং নিয়মগুলি, অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, আইইপিএফ-এ অবৈতনিক বা দাবি না করা লভ্যাংশ এবং শেয়ার হস্তান্তর করার নিয়ম রয়েছে, যার ক্ষেত্রে লভ্যাংশ অবিলম্বে সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে অপ্রেরিত বা দাবিহীন থাকে।

কোম্পানি তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৃথক যোগাযোগ পাঠিয়েছে যাদের শেয়ার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উল্লিখিত নিয়মের অধীনে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য।

কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিবরণও আপলোড করেছে যাদের লভ্যাংশ সাত বছর ধরে অদাবিকৃত ছিল এবং যাদের শেয়ারগুলি তার ওয়েবসাইটে https://www.bridgeroof.co.in-এ আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার জন্য রয়েছে। শেয়ারহোল্ডারদের আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করার জন্য দায়বদ্ধ শেয়ারের বিবরণ যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও খেয়াল করতে পারেন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের বিবরণ শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি/কর্পোরেট অ্যাকশন দ্বারা নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হবে আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে

শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির কোম্পানি/রেজিস্টার এবং ট্রান্সফার এজেন্টকে চিঠি লিখে তাদের দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন। সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড মূল বাতিল চেক সংযুক্ত করে প্রথম নামাঙ্কিত শেয়ারহোল্ডারকে অ্যাকাউন্ট হোল্ডার হিসেবে উল্লেখ করে যদি শেয়ারগুলি নথিতথ্যের আকারে ধারণ করা হয় বা আপডেট করা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ সহ ক্লায়েন্ট মাস্টার তালিকার স্ব-প্রত্যয়িত কপি, যদি শেয়ারগুলি থাকে ডিম্যাট

অনগ্রহ করে মনে রাখবেন যে লভ্যাংশ দাবি করার শেষ দিন ২৩ জন, ২০২৩ যদি উল্লিখিত তারিখের মধ্যে লভ্যাংশ দাবি না করা হয়, তাহলে কোম্পানি নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে আর কোনো নোটিশ ছাড়াই আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের দাবি না করা লভ্যাংশ এবং শেয়ার হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

নথিতথ্যের আকারে অধিকৃত শেয়ারের জন্য - মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) পরিবর্তে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) ইস্ট্র করা হবে এবং প্রয়োজনীয় নিয়মাদি সম্পন্ন করার পরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে স্থানান্তর করা হবে। শেয়ারহোল্ডারদের নামে নিবন্ধিত মূল শৌয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) বাতিল এবং আলোচনাযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হবে।

• ডিম্যাট আকারে রাখা শেয়ারের জন্য - কোম্পানি ডিপোজিটরিগুলিকে কর্পোরেট অ্যাকশন কার্যকর করতে এবং শেয়ারহোল্ডারদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে থাকা শেয়ারগুলি ডেবিট করতে এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে এই জাতীয় শেয়ারগুলি হস্তান্তর করার জন্য অবহিত করবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের আরও জানানো হয় যে এই ধরনের শেয়ারের উপর উদ্ভত সমস্ত ভবিষ্যত সুবিধাগুলিও আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কোম্পানির বিরুদ্ধে দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ এবং ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুযায়ী আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে না।

শেয়ারহোল্ডাররা লক্ষ্য করতে পারেন যে তাদের দাবি না করা লভ্যাংশ এবং শেয়ারগুলি আইইপিএফ-তে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে (এই ধরনের শেয়ারগুলিতে সঞ্চিত সমস্ত সুবিধা সহ যদি কিছু থাকে), সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা আইইপিএফ থেকে একই দাবি করার অধিকারী। ওয়েবসাইট www.iepf.gov.in-এ উপলব্ধ নির্ধারিত ই-ফর্ম আইইপিএফ-৫ একটি অনলাইন আবেদন জমা দিয়ে কর্তৃপক্ষ এবং যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত (কোম্পানির কাছে নমুনা স্বাক্ষর অনুসারে) পাঠানোর মাধ্যমে কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিসে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ ফর্ম আইইপিএফ-৫।

যদি শেয়ারহোল্ডারদের কোনো প্রশ্ন থাকে বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয়, তারা সিবি ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড ইউনিটে কোম্পানির রেজিস্টার এবং ট্রান্সফার এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন : ব্রিজ অ্যান্ড রুফ, পি-২২, ব্যান্ডেল রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯, ফোন : ০৩৩-৪০১১ ৬৭০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-৪০১১ ৬৭৩৯, ইমেল : rta@cbmsl.com ওয়েবসাইট : https://www.cbmsl.com।

ব্রিজ আন্ড রুফ কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড'এর পক্ষে (রাখী কর) স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি তারিখ : ২৪.০৩.২০২৩

epaper.thestatesman.com

বিনোদন



क्या (ठा शुरा गिलन

মুম্বই: সে আপনি তাঁকে বিতর্ক কুইন বলুন বা ঝগড়টে। তাতে কঙ্গনা রানাউতের কিছু যায়-আসে না। সমস্ত নিন্দা উড়িয়ে তিনি থাকেন বহাল তবিয়তেই। কিন্তু সদা বিতর্কে থাকা কঙ্গনার এরূপ ভোলবদল হজম করা একটু কঠিন। ২৩ মার্চ, ৩৬ তম জন্মদিনে কঙ্গনা হঠাৎই ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে সবার কাছে ক্ষমা চাইলেন কঙ্গনা।

কঙ্গনা আর ক্ষমা প্রার্থনা ! ভাবছেন এটা কি হল ? বৃহস্পতিবার কঙ্গনা তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে সবজ রঙের জমকালো শাড়ি, গলা ভরতি গয়না পরে একেবারে অন্যরকম সেজেছেন কঙ্গনা। সেই ভিডিওতেই কঙ্গনা জানালেন, 'আমার শত্রুরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। আমি যতই সফল হই না কেন, আমাকে টেনে নামাবেই। তবে হ্যাঁ, এই মানুষদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি। সংগ্রাম



ধন্যবাদ। আর সমাজের খাতিরে অনেক সময়ই অনেককে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছি. তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার মনে স্নেহ এবং সুন্দর ভাবনাই রয়েছে'। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরে কঙ্গনার ঝুলিতে বলার মতো কোনও হিট নেই। অভিনেত্রীর শেষ হিট সিনেমা ২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া 'তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস'। আগামীতে কঙ্গনার ভরসা 'তেজস', 'এমারজেন্সি'র মতো সিনেমা সম্প্রতি রাঘব লরেন্সের সঙ্গে 'চন্দ্রমখী ২' সিনেমার শুটিংও শেষ করেছেন বলিউডের 'কন্ট্রোভার্সি ক্যুইন'।

করার শক্তি পেয়েছি। তাঁদেরকে



কলকাতা: টলিউডেও কি এবার ওরফে ভূত সওয়ার। অভিনেত্রী মনামীকে দেখে তো তেমনটাই বলছেন নেটিজেনরা।

৪০ ছুঁয়েও তন্ধী যুবতীর মতো শরীর মনামীর। ইদানীং ছোটখাটো পোশাকে ছবি দিয়ে আরও উষ্ণতা বাড়াচ্ছেন। ঝড় তুলছেন অনুরাগী হৃদয়ে। সম্প্রতি সেই ধারা বজায় রেখে মনামী একটি ছবি দেখা গিয়েছে। আর তাতেই যত বিড়ম্বনা। ছবিতে মনামীকে দেখা গিয়েছে মাথায় চূড়ো করে বাঁধা চলের ঢেউ। সাদা আর পিচ রঙের পুঁতির ভারী নেকলেস ঢেকে রেখেছে বক্ষ বিভাজিকা। তারও কিছুটা নীচ থেকে শুরু হয়েছে মনামী ঘোষের পোশাক। পিচ রঙের

গাউনের উপরিভাগে চামড়ার বজ্রআঁটুনি। তাতেই কিছুটা সামলানো গিয়েছে মনামীর উচ্ছ্বল যৌবন, খোলা পিঠ। বাঁ দিকের স্তনের নীচে পিচ রঙের চামড়ার কিছুটা রেশ নিয়ে শুরু হয়েছে নিম্নাঙ্গের কোমর চাপা আবরণ। এক দিকে হালকা গোলাপি বস্ত্রখণ্ডের আডাল। গোড়ালি ঢাকা সেই গাউনের নীচে বেজ রঙের হাই হিল। সব মিলিয়ে পিচ সাজে মনামীর জৌলুস ছিল আলাদাই। সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছিলেন তাঁর সাম্প্রতিক এক অনুষ্ঠানে পা রাখার ভিডিয়ো। যা দেখে মন্তব্যে ভরিয়ে দিয়েছেন অনুরাগীরা। কেউ কেউ মন্তব্য করছেন, 'যত বয়স বাড়ছে, জেল্লা যেন ফেটে পড়ছে!' তবে এর সঙ্গে জুটেছে কটাক্ষও। খোলামেলা পোশাকে মনামীকে দেখে মন্তব্য এল, 'উরফির মতো সবাই এ বার খুলে বেরোবে রাস্তায়। আর

উরফির মতো এবার

আগেও ধাতব পোশাকে মনামীর ছবি দেখে তাঁর সঙ্গে উরফির তুলনায় ভরেছিল নেটদুনিয়া। এ বার পিচ সাজে অভিনেত্রীকে দেখে মন্তব্য এল, 'কাজের বেলায় কিছু না, হাবেভাবে যেন দীপিকা পাড়কোন!'

ক'টা দিন!'

৭ দিন ড্রাইভিং উইথ লেজেভ'এ



কপিল দেব, জায়েদ শেখ, কৌশিক ঘোষ, সুমেদ পাটোদিয়া, হায়দার খান, পবন পাটোদিয়া, বরুণ গোয়েক্ষা এবং উমা বিশাল আগরওয়াল।

ক্রিকেট কিংবদন্তি কপিল দেব সঙ্গে শিল্পপতি পবন কুমার পাটোদিয়া, কৌশিক ঘোষ, অভিনেতা জাইদ হামিদ. উমা বিশাল আগরওয়াল এবং বরুণ গোয়কো কে নেই এখানে ? বাকি আর পাঁচটা রিয়ালিটি শো থেকে এখানেই পার্থক্য 'ড্রাইভিং উইথ লেজেন্ড'এর। সুইজারল্যান্ডের মনোরম পরিবেশে প্রথম শো। প্রথম শোতেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাজিমাত করেছে 'ড্রাইভিং উইথ লেজেন্ড।

পর্দার পিছনে এবং সামনে থাকা বাস্তব জীবনের হিরোদের নিয়ে তৈরী এই শো প্রয়োজিত করতে চলেছে দি লেজেন্ড ষ্টুডিও এলএলসি।

বিখ্যাত শিল্পপতি এবং ক্রীড়া উদ্যোক্তা সিএ পবন কুমার পাটোদিয়া, এজি গ্রুপের রিয়লে এস্টেট মোগল বরুণ গোয়ক্ষার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এই শোটি আনতে চলেছেন। সঙ্গে রয়েছে সিনেমা প্রযোজনায় অভিজ্ঞ বিশাল আগরওয়াল এবং জায়দে হামিদ-এর উপস্থিতি। । চলচ্চিত্র প্রযোজনা এবং চলচ্চিত্র শিল্পে, এবং সুইজারল্যান্ডের বাসিন্দা কৌশিক ঘোষ তার ভ্ৰমণ

অভিজ্ঞতাকে এখানে এখানে কাজে চলেছে।

কৌশিক ঘোষ জানান, এই শোতে একজন কিংবদন্তি এবং আরও কিছু সেলিব্রিটি যাদের সাথে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০ জন ভক্ত সুইজারল্যান্ডে ৭ দিনের ড্রাইভিং ট্রিপে যোগ দেবেন। এই ১০ ভাগ্যশালী ভক্তদের আমরা একটি বিশ্বব্যাপী অনলাইন অডিশনের মাধ্যমে সিলেক্ট করব। শোয়ের প্রথম অধ্যায়টি কিংবদন্তি কপিল দেবকে নিয়ে। যিনি ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছে জনপ্রিয় পরিচালক হায়দার খান, যিনি ইতিমধ্যেই কপিল দেবের চরিত্রে অভিনয় করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়া হায়দার খান ইতিমধ্যে বিশ্বের সেরা ফটোগ্রাফারদের মর্যাদাও পেয়েছেন। এছাড়া এই শোয়ে দেখা যাবে পল নুবার, নেসলে গ্রুপের একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কৃষ্ণা

অভিষেক, সুদেশ লেহরি, জান

কুমার সানু, এবং এশা

গুপ্তারকে।

উত্তরাধিকারের সব ছেড়ে ভারতে

এসেছি শুধু এই ভালোবাসার টানে

আদনান সামিকে কে না চেনে। বলিউডে তাঁর একটা আলাদা পরিচয় আছে। সেই আদনানকেই নাকি বলা হয় লোভী।

বেশি টাকা উপার্জনের উদ্দেশ্যেই নাকি পাকিস্তান থেকে এ দেশে এসেছিলেন বলিউডের প্লেব্যাক গায়ক। উল্লেখ্য ২০১৬ সালে পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে নাগরিকত্ব নিয়েছেন। তারপর কেটে গিয়েছে সাতটা বছর। কিন্তু নাগরিকত্ব নিয়ে বিতৰ্ক পিছু ছাড়েনি আদনান

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আদনান সামি বলেন, 'আমি অনেককে বলতে শুনেছি যে. আমি নাকি বেশি টাকার লোভে পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এসেছি।

তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার একটাই প্রশ্ন, আপনি কি আমার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আদৌ কিছ জানেন?' টাকা-পয়সা কখনও আমার কোনও সিদ্ধান্তের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি।'

তিনি আরও বলেন, 'সৌভাগ্যবশত, আমি আর্থিক ভাবে সচ্ছল পরিবারের ছেলে। বড়ও হয়েছি সে রকম ভাবেই। টাকা-পয়সার কথা যদি বলতেই হয়, তা হলে আমি বরং পাকিস্তানে অনেক কিছু ছেড়ে এসেছি।

আমি ওখানে উত্তরাধিকারে যা পেতাম, সব ছেড়ে আমি ভারতে

নেপথ্যে কারণ কী ? 'তেরা চেহরা' খ্যাত প্লেব্যাক গায়ক বলেন, ''ভারতে অনুরাগীদের কাছে আমি যে ভালবাসা পেয়েছি, তাতে আমি আপ্লুত। শিল্পী হিসাবে সেটাই আমার কাছে সব চেয়ে বড় পাওনা। আমার সব সময়েই মনে হত, এটাই আমার বাড়ি। তাই এ দেশেই পাকাপাকি ভাবে থাকা শুরু করি।'

এসেছি।' কিন্তু এই পদক্ষেপের

১৯৭১ সালে ইংল্যান্ডের লন্ডনে জন্ম আদনান সামির। ওঁর বাবা আরশাদ সামি খান ছিলেন পাকিস্তান বায়ুসেনার জওয়ান। পরবর্তী কালে পাকিস্তানের সরকারি আমলার পদেও ছিলেন

অন্য দিকে, আদনানের মা ছিলেন জম্ম ও কাশ্মীরের বাসিন্দা। ছোট থেকে ইংল্যান্ডেই বড় হয়েছেন আদনান। নবাইয়ের দশকের সময় থেকে পেশাদার হিসাবে গানবাজনা শুরু করেন তিনি।

কর্মজীবনের শুরুতেই আশা ভোঁসলের মতো কিংবদন্তি গায়িকার সঙ্গে গান গাওয়ার স্যোগ হয়েছিল তাঁর। 'কভি তো নজর মিলায়ো' গানের হাত ধরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন আদনান।

'সাথিয়া', 'সালাম-এ-ইশ্ক', 'লাইফ… ইন আ মেট্রো', 'বজরঙ্গি ভাইজান'-এর মতো একাধিক বলিউড ছবিতে গান গেয়েছেন তিনি।



সোনু নিগমের বাবার क्षारि नशम १२ लिएक থাবা চোরের



মুম্বই: এক-দুই নয় পুরো ৭২ লক্ষ। এই ৭২ লক্ষই চুরি হয়েছে বিখ্যাত সংগীতশিল্পী সোন নিগমের বাবার ফ্র্যাট থেকে। চ্রির অবশ্য কিনারায় করে ফেলেছে পুলিশ। সোনুর প্রাক্তন গাড়িচালককে গ্রেফতার করে চুরির মীমাংসা মরেছে মুম্বইয়ের ওশিয়ারা থানার পলিশ। ফ্র্যাটে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজেই নাকি প্রাক্তন চালকে দেখা গিয়েছে চুরি করতে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০, ৪৫৪, ৪৫৭ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

সোনুর বাবা আগামকুমার নিগম ওশিয়ারায় থাকেন। গত রবিবার মেয়ে নিকিতার ভারসোভার বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারতে গিয়েছিলেন তিনি। বাড়ি ফিরে মেয়েকে ফোন করে জানান, তাঁর ঘরে থাকা কাঠের আলমারির

ডিজিটাল লকার থেকে নগদ ৪০ লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছে। পরদিন ভিসা সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য সোনুর বাড়িতে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা। সেদিনও বাড়ি ফিরে দেখেন ৩২ লক্ষ টাকা উধাও।

মোট ৭২ লক্ষ টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার দু'দিনই সোনুর বাবা বাড়িতে না থাকাকালীন বাড়িতে এসেছিলেন তাঁর প্রাক্তন গাড়িচালক রেহান। সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, হাতে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যেতেও দেখা যায়। ওই সূত্র ধরেই পুলিশের কাছে রেহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তাঁর সন্দেহ, ডুপ্লিকেট চাবি ব্যবহার করেই রেহান ওই ঘরে ঢুকেছিল। চাকরি হারানোর আক্রোশে চুরি নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।



নাট্য দিবস

পালনে ডলস

থিয়েটার

বিশ্ব জুড়ে ২১শে মার্চ পালিত হয় পুতুল নাট্য দিবস। প্রত্যেক বছরের মতো এই বিশেষ দিনের কথা মনে রেখে কলকাতার ডলস থিয়েটার আয়োজন করে এক বিশেষ অনুষ্ঠান কলকাতার মধুসূদন মঞ্চে। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে ছোট ছোট শিশুরা প্রদীপ জ্বালিয়ে। পরিবেশিত হয় কার্লো কলোডি রচিত ইতালিয় রূপকথা অবলম্বনে পুতুল নাটক ' পিনোকিও'। ইতালিতে



গেপেটো নামে এক কাঠ মিস্ত্রি একটি কাঠের পুতুল তৈরী করে। যার নাম দেয় পিনোকিও। যে কিনা হাঁটতে পারে. কথা বলতে পারে এবং খেলতে পারে। এই পিনোকিও নিয়ে পুতুল নাটক মঞ্চস্ত হয়। যার নির্দেশনায় ছিলেন আন্তর্জাতিক

খ্যাতি সম্পন্ন পাপেট শিল্পী সুদীপ গুপ্ত। সঙ্গে ছিল নট এ স্টোরি টেলার নিবেদিত 'দুই পাখির ইচ্ছে পূরণ '। শিল্পী সুদীপ গুপ্ত জানান, সাড়া বছর পুতুল নিয়ে কাজ করলেও এই বিশেষ দিনটির গুরুত্ব আলাদা। এই বিশেষ শিল্পটিকে বাঁচিয়ে

রাখা একান্ত দরকার। অনুষ্ঠানে ছোটদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। এই দিনের অনুষ্ঠানে ডলস থিয়েটারের পক্ষ থেকে পুতুল নাটকের স্কলারশিপ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

थवरत (দশ-विरमभ

আদানি ডোবানো হিভেনবার্গের ঘোষণা, ফের আরও এক বিস্ফোরক রিপোর্ট

দিল্লি. ২৩ মার্চ-- তাদের আগের রিপোর্টেই ধস নামে বিশ্বের ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আদানিতে। তাতে তোলপাড় ভারতের সংসদ থেকে রাজনীতির ময়দান। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ ঘোষণা করল তারা অচিরেই আরও একটি বিস্ফোরক রিপোর্ট প্রকাশ করতে

ভবিষ্যতের সেই রিপোর্ট নিয়েই এবার তোলপাড়। প্রশ্ন শুরু হয়েছে, তাতেও কি ভারতেরই কোনও কেলেশ্বারি ফাঁস করতে চলেছে তারাং এ সব প্রশ্নের জবাব নেই সংস্থার টুইটে। তবে জল্পনা চরমে

খুনের চেষ্টা করেন তিনি।

এফআইআর হয়েছে।

মেরে ফেলেছে পুলিশ।

বেঙ্গালুরুতে স্ত্রীকে কুপিয়ে

অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ।নিহত মহিলার নাম

হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। পরে তারা জানায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ

সোহেল এবং নিহত মহিলার ১৪ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের দু'টি

সন্তানও রয়েছে। প্রায় আটবছর আগে তাঁরা সবাই বেঙ্গালুরুতে চলে যায়।

এরপরই সোহেল নিজের পরিবারকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সোহেলের স্ত্রী তাঁদের ছেড়ে চলে যান।

পরে জানা যায়, তাহসিন বেঙ্গালুরুতে গিয়ে নাদিমের সঙ্গেই নতুন করে

সংসার পেতেছেন। তাঁদের এক সন্তানও হয়।এরপর থেকেই তক্কে তক্কে

ছিলেন সোহেল। অবশেষে সোমবার রাতে সোহেল আবার বেঙ্গালুরুতে

যান। অভিযোগ, তাহসিনের নতুন ঠিকানায় পৌছতেই দু'জনের মধ্যে

জোর বচসা বাঁধে। এরপর হঠাৎই ছুরি নিয়ে আক্রমণ করেন সোহেল।

ঝাড়খণ্ডে চার দিনের শিশুকে

রাঁচি,২৩ মার্চ— চার দিনের শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুতে অভিযুক্ত খোদ পুলিশ

অভিযোগ, পুলিশকর্মীদের পায়ের তলায় পিষে মৃত্যু হয়েছে ওই শিশুটির।

সাসপেন্ড করা হয়েছে ৫ পুলিশকর্মীকে। ঘটনাটি ঝাড়খণ্ডের গিরিডি

জেলার কোসোগন্ডদিঘি গ্রামের। শিশুটির ঠাকুরদার নাম ভূষণ পাণ্ডে। তাঁর

বিরুদ্ধে সম্প্রতি জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই

বুধবার ভূষণের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। যদিও পুলিশ পৌঁছানোর

প্রতিবেশীদের দাবি, মেঝেতে শোয়ানো ছিল শিশুটিকে। বাড়িতে ঢোকার

অভিযোগ, বাড়ির সবকটি ঘরে তল্লাশি চালায় পুলিশ বাহিনী। আমরা তখন

ভয়ে সরে যাই। ফিরে এসে দেখি মেঝেতে নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে শিশু।

পরিবার অভিযোগ করেছে, অভিযুক্তকে না পেয়ে শিশুটিকে পায়ে পিষে

বিবাহিত মহিলাকে নিয়ে পালানোর

জয়পুর, ২৩ মার্চ-- বিবাহিত মহিলার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে নাক

আজমীরে নাগপুর জেলায়। অভিযোগ বিবাহিত মহিলার পরিচিতরাই তাঁকে।

কেটে দেওয়া হল রাজস্থানের এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের

তুলে নিয়ে যায় এবং নাক কেটে দেয়। এমনকী পুরো ঘটনাটাই ভিডিও

করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছডিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওই ব্যক্তির

বাসিন্দা। এই বছরের জানুয়ারি মাসে ওই ব্যক্তি একজন বিবাহিত মহিলার

সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে আজমীরে থাকতে শুরু করে। সেই খবর ওই মহিলার

একটি মেশিন দিয়ে তাঁর নাক কেটে ফেলে। অভিযোগকারী তাঁর বয়ানে

পেটায়। তারপর তাঁকে মারথ লেকের কাছে নিয়ে গিয়ে নাক কেটে

দেয় হোমিদ গত সোমবার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করলে

বাড়ির লোক পেয়েই ওই ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যায় এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত

জানান. ওই মহিলার বাডির লোক তাঁকে রড এবং লাঠি দিয়ে বীভৎস ভাবে

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগকারীর নাম হামিদ। তিনি পর্বৎসারের

অপরাধে যুবকের নাক কাটা গেল

আগেই বাড়ি ছেড়ে পালান তিনি। কিন্তু তাঁকে ধরতে হুড়মুড় করে

পুলিশকর্মীরা বাড়িতে ঢোকায় দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

সময় পুলিশকর্মীদের পায়ের তলায় পড়ে যায়। শিশুর মা নেহা দেবীর

ঘটনাটি ঝাড়খণ্ডের। শিশুমৃত্যুর কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন

মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেন । প্রাথমিক তদন্তের পর ৬ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে

তাহসিনের গলা কাটার পর ওঁর ছেলেকেও হত্যার চেষ্টা করেন।

পায়ে পিষে মারল পুলিশ

সেখানে কেজি হাল্লি এলাকায় থাকতে শুরু করেন। কিছুদিন পরেই

চালকের সঙ্গে তাহসিনের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে।

পেশায় দর্জি সোহেল জানতে পারেন, সৈয়দ নাদিম নামের এক গাড়ি

তাহসিন বেবি (৩২)। তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য

ছেলেকেও খুনের চেম্ভা



বেনামে বিনিয়োগে অভিযোগ আনা তাদের আগের রিপোর্টে ভারতীয় হয়েছিল।গত মাসে প্রকাশিত সেই ধনকুবের গৌতম আদানির সংস্থার

কোম্পানির বিপুল ক্ষতি হয়েছে। অবশ্য এই রিপোর্ট প্রকাশের আগেই গত বছর সপ্তাহ তিন হাজার কোটি টাকা করে ক্ষতি হয়েছে আদানিদের, এমনটাই এমথ্রিএম হুরুন গ্লোবাল রিচ লিস্ট নামে আন্তর্জাতিক সংস্থার বুধবার প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে, আদানিদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৬০ শতাংশ। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশের পর আদানিদের মোট ক্ষতির কোনও হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি।

কিন্তু রাজনীতির পারা নামছে না শিবিরই শঙ্কিত বেশি।

জেরে আদানির কিছুতেই। গত দশ দিন ধরে সংসদ অচল। একদিন বিরতির পর বৃহস্পতিবার ফের সংসদ বসবে। কিন্তু স্বাভাবিক কাজকর্ম হবে কিনা তা নিয়ে আদানিকাণ্ডে সংসদের যৌথ কমিটিকে তদন্তভার দেওয়ার দাবিতে অনড় কংগ্রেস-সহ ১৮টি বিরোধী দল।

অন্যদিক, রাহুল গান্ধীর ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে অবিচল বিজেপি। এই পরিস্থিতিকে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের বৃহস্পতিবারের ঘোষণা ঘিরে তুমুল কৌতুহল ও জল্পনা তৈরি হয়েছে। বলাইবাহুল্য শাসক

অনুব্রতের বিড়ম্বনা বাড়িয়ে দিল্লি হাইকোর্টে জামিনের শুনানি পিছল ২৯ মার্চ

বেঙ্গালুরু, ২৩ মার্চ-- বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে স্ত্রী'কে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে এই ঘটনাটি মণ্ডলের। দিল্লি হাইকোর্টের ঘটেছে বেঙ্গালুরুর সরাইপাল্লা এলাকায়। সুত্রের খবর, তাঁরা দু'জনেই কলকাতার বাসিন্দা। শুধু নিজের স্ত্রী'কে হত্যাই নয়, মহিলার সন্তানকেও মামলায় বুক বেঁধেছিলেন অনুব্ৰত।

। কিন্তু সেখানেও অনুব্রত সুরাহা পেলেন না। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা ফের পিছিয়ে গেল। এদিন দিল্লি হাই কোর্টে অনুব্রতর জামিনের আবেদনের শুনানির কথা ছিল। তবে বিচারপতি দীনেশ শর্মা অনুপস্থিত থাকায় মামলার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয়েছে ২৯ মার্চ।গত বছর অগস্ট মাসে

গরু পাচার মামলায় বীরভূমের[†] নিচুপট্টির বাড়ি থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই। কিছদিন নিজাম প্যালেসে থাকার পর তাঁর ঠিকানা ছিল আসানসোল জেল। তদন্তে নেমে কেন্টর বহু সম্পত্তির খোঁজ পায় সিবিআই। তারপরই ইডি'র নজরে পড়েন কেষ্ট।এরপর বীরভূমের এই দুঁদে তৃণমূল নেতাটিকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে জেরা করার আবেদন জানায় ইডি। দিল্লির

জেল থেকে মুক্তি নেই অনুব্রত জানায় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা।

আদালত অনুমতিও দেয়। কিন্তু এরমধ্যেই দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন কেষ্ট। অনুব্রতর আইনজীবীরা এই মর্মে পিটিশন দাখিল করেন যে. বাংলার মামলা বাংলাতে রেখেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক।

অ্যাভিনিউ রাউস অনুব্রতকে দিল্লিতে জিজ্ঞাসাবাদে অনুমতি দেওয়ার পরের দিনই অনুব্রতকে দুবরাজপুরে

দিল্লি, ২৩ মার্চ-- আপাতত তিহাড় রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে আবেদন থানার একটি মামলায় হেফাজতে নেয় পুলিশ। তা নিয়ে কম হইহই হয়নি ৷তারপর

আসানসোল জেলে ফিরে এসেছিলেন কেষ্ট। কিন্তু তিন সপ্তাহ আগে একটি মামলার শুনানিতে হঠাৎ অনুব্ৰত প্ৰসঙ্গ তোলে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট। তারা প্রশ্ন করে, কেন এখনও দিল্লিতে আনা হয়নি অনুব্ৰতকে? ইডি জানায়, অনুব্ৰত হাইকোর্টে একটি পিটিশন করেছেন। রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট বলে, তাতে তো স্থগিতাদেশ দেয়নি হাইকোর্ট। তাহলে দিল্লি আনতে বাধা কী?

তারপরেই আসানসোল থেকে কলকাতা হয়ে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয় অনুব্রতকে। মাঝে ঘটে যায় শক্তিগড়ের কচরি কাণ্ড প্রথমে তিন দিন ও পরে ১১ দিনের ইডি হেফাজত শেষে মঙ্গলবার তিহাড় জেলে গিয়েছেন অনুব্রত। কিন্তু দিল্লি হাইকোর্টের মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় আরও বিড়ম্বনা বাড়ল

ঢাক পিটিয়ে 'কেজরিওয়াল হঠাও' পোস্টারে পাল্টা জবাব বিজেপির

দিল্লি, ২৩ মার্চ— বুধবার গোটা দিল্লি জুড়ে দেখা গিয়েছিল 'মোদি হঠাও-দেশ বাঁচাও' লেখা পোস্টার। বৃহস্পতিবার তার পাল্টা দিয়ে গোটা দিল্লি মুড়ে ফেলা হল 'কেজরিওয়াল হঠাও-দিল্লি বাঁচাও' লেখা ব্যানার। সৌজন্য বিজেপি।

তবে লুকিয়ে নয় রীতিমত দলের নাম লিখে এই পোস্টের দিয়েছে বিজেপি। কেজরিওয়ালকে নিয়ে তৈরি পোস্টার–ব্যানারের নিচেই লেখা আছে এটা বিজেপির প্রচার। প্রচারক হিসাবে দলের নেতাদের নাম রয়েছে।

সেগুলিতে স্লোগানের পাশে কেজরিওয়ালের ছবি তো আছেই, তাতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ঘুষখোর, বেইমান এবং স্বৈরাচারী বলা হয়েছে। একাধিক বিজেপি নেতা ভিডিও বার্তায় দলের এই প্রচারের সমর্থনে মুখ খুলেছেন। তীব্র আক্রমণ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ঘেটনাচক্রে শুক্রবারই কেজরিওয়াল 'মোদি হঠাও-দেশ বাঁচাও' স্লোগান হাতিয়ার করে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করতে যাচ্ছেন। তাঁর দল জানিয়েছে, আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো মোদী হটানোর ডাক দিয়ে সারা দেশে যাবেন।

মহারাষ্ট্রে লোকসভার সঙ্গেই বিধানসভার ভোট চায় বিজেপি

মুম্বই, ২৩ মার্চ— আগামী বছরের নভেম্বরে নয় মহারাষ্ট্র রাজ্য বিজেপি চাইছে, আগামী বছরের এপ্রিল-মে মাসে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই

বিধানসভার ভোট সেরে নিতে। মহারাষ্ট্র বিজেপির একাধিক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব এই প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে। যদিও নেতারা কেউই প্রকাশ্যে এই ব্যাপারে মুখ খোলেননি এখনও।

দলীয় সূত্রের খবর, মূলত তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে এই ভাবনা। এক. লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে বিজেপিকে ভাবিয়ে তলেছে তা হল.

বিধানসভার ভোট করে নিলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ধাক্কা অনেকটা সামলে দেওয়া যাবে। যদিও বিপরীত যুক্তিও কম শক্তিশালী নয়। এক সঙ্গে ভোট হলে নরেন্দ্র মোদির সরকারের বিরুদ্ধে জাগ্রত প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়াও সামলাতে হবে রাজ্য সরকারকে। তবে মহারাষ্ট্র বিজেপি সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখেও মনে করছে, ২০২৪-এ মোদি হাওয়াতেই দল ভোট বৈতরণী পেরিয়ে যাবে।

নির্বাচন কমিশন একনাথ শিন্ডের গোষ্ঠীকে মূল শিবসেনা বলে মান্যতা দিলেও তাদের মতে, জনপ্রিয়তায় উদ্ধব ঠাকরে এগিয়ে। ক্ষমতা হারানোর পরও উদ্ধবকে ছেড়ে যায়নি সাধারণ শিব সৈনিকেরা। এ মাসের গোড়ায় উপ নিবচিনের ফলেও তা বোঝা গিয়েছে।

তৃতীয় কারণ খরার সম্ভাবনা। প্রত্যেক বছর গরমের সময় মহারাষ্ট্র ভয়াবহ খরার কবলে পড়ে। এ বছর সেই পরিস্থিতি হলে তা সামলে দ্বিতীয় যে কারণটি মহারাষ্ট্র নেওয়ার সময় বিজেপি জোট সরকার

মন্দায় আশার আলো ভারত, চলতি বছরে কর্মচারীদের বেতন বাড়তে পারে ১০.২ শতাংশ

দিল্লি. ২৩ মার্চ-- প্রতিবছরই ভারতের বেতন বৃদ্ধি নিয়ে একটি সমীক্ষা করে আর্নস্ট ও ইয়ং নামে দু'টি পেশাদার সংস্থা। তাদের সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ভারতে বেতন বৃদ্ধির গড় পরিমাণ ১.০.২ শতাংশ। তবে চলতি বছরে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন মূলত তিনটি ক্ষেত্রের কর্মীরা। বিশ্বব্যাপী মন্দার জেরে ভারতীয়দের আর্থিক সুরক্ষা সেভাবে ব্যাহত হবে না বলেই দাবি রিপোর্টে।

অভিযুক্তদের হেফাজতে নেওয়া হয়।

সমীক্ষায় আরও জানা গিয়েছে, চলতি বছরে প্রায় ১২.৫ শতাংশ বাড়বে ই কমার্স সংস্থার কর্মীদের বেতন। নানা বেসরকারি ক্ষেত্রে যাঁরা কর্মরত, তাঁদের বেতন ১১.৯ শতাংশ বাড়তে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের বেতন ১০.৮ শতাংশ বাড়বে বলেই দাবি সমীক্ষার রিপোর্টে।

বিশ্বব্যাপী মন্দার সেরকম প্রভাব পড়বে না ভারতে। চলতি বছরে ভারতে বেতনের



পরিমাণ প্রায় ১০.২ শতাংশ বাড়বে বলে জানা গিয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা, ই কমার্স ক্ষেত্রগুলিতে বেতনের পরিমাণ আরও বেশি বাড়বে বলেই দাবি করছে সাম্প্রতিক রিপোর্ট। তবে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীরা সমস্যার মুখে পডবেন। কারণ মন্দার জেরে তাঁদের বেতন কমার সম্ভাবনাই রয়েছে।

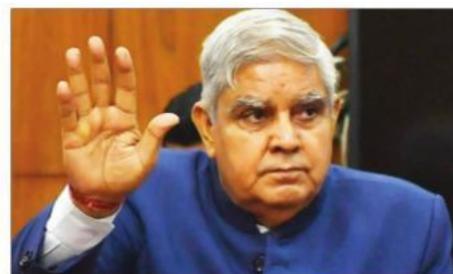
প্রসঙ্গত, গত বছরে ভারতে বেতন বৃদ্ধির গড পরিমাণ ছিল ১০.৪ শতাংশ। মন্দার জেরে ইতিমধ্যেই নানা সংস্থায় ব্যাপক হারে ছাঁটাই শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে. আর্থিক দুরাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে গোটা বিশ্ব। পড়লেও, কিছু সমস্যা অবশ্যই দেখা দেবে। ২০২২ সালের বেতন বৃদ্ধির হার ছিল ১০.৪

ভারতে এই অবস্থার ব্যাপক প্রভাব না শতাংশ। কিন্তু চলতি বছরে তা কমে যাবে। সেই সঙ্গে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী. ক্ষদ্র উদ্যোগপতিরাও আর্থিক সমস্যায় পডবেন।

মাঠে ধনকড়, বৈঠকে থাকতে এমপিদের হুইপ বিজেপির

নামলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড়। সব দলকে বৈঠকে ডাকলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড। সকাল ১১'টা অধিবেশন বসার আগে এই বৈঠক হওয়ার কথা। লোকসভায় স্পিকার ওম বিড়লাও সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন কি না এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।এদিকে, বিজেপি দলের সব সাংসদকে বৃহস্পতিবার সংসদে হাজির থাকতে হুইপ জারি করেছে। সাধারণত ফিন্যান্স বিল পাশ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের দিনে এই হুইপ জারি করে সদস্যদের হাজিরা নিশ্চিত করা হয়। রীতি ভেঙে বিজেপি সংসদীয় দল কেন বৃহস্পতিবারও হাজির থাকতে হুইপ জারি করেছে তা স্পষ্ট নয়।

৩১ মার্চের মধ্যে ফিন্যান্স বিল পাশ করানো বাধ্যতামূলক। মনে করা হচ্ছে, সেই কাজ আজই সেরে ফেলা হতে পারে। এছাড়াও চলতি অধিবেশনে যে সব বিল পেশ হওয়ার কথা সেগুলিও পাশ করিয়ে



নিতে পারে সরকার পক্ষ। সোম ও মঙ্গলবার অধিবেশন অল্প সময়ের জন্য হয়ে মূলতুবি হয়ে গেলেও সরকার বেশ কয়েকটি বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে।মনে করা হচ্ছে আজও একইভাবে একাধিক বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হবে।

এমনিতেই বিরোধীদের আশঙ্কা. সংসদ পূর্ণ সময় চলবে না। পূর্ব ঘোষণা মতো ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সংসদ চলার কথা। রাহুলের ক্ষমা চাওয়া এবং আদানি ইস্যুতে জেপিসি গঠনের দাবি ঘিরে অচলাবস্থা আজকালের মধ্যে না কাটলে অধিবেশন মাঝপথে বন্ধ করে

দেওয়া হতে পারে বলে আশক্ষা বিরোধীদের। সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার এই রাস্তায় হেঁটেছে

বাজটে অধিবেশনেরও পরিণতি তেমন হলে এই প্রথম কোনও আলোচনা, বিতর্ক ছাড়াই সব মন্ত্রকের বাজেট শাসক পক্ষের সাংসদদের ধ্বনি ভোটে পাশ করিয়ে নেওয়া হবে। তার অর্থ সেগুলি নিয়ে সংসদে কোও আলোচনা হবে না। মন্ত্রীরা একে একে বাজেট প্রস্তাব অনুমোদনের আর্জি পেশ করলে ধ্বনি ভোটে পাশ করিয়ে দেওয়া হবে।

৫০ টনের সোনার খনির খোঁজ চিনে



বেজিং, ২৩ মার্চ-- চিনে সোনার খনির অভাব নেই। হলুদ ধাতু চিনের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করে। এবার চিনে আরেকটি নতুন সোনার খনি আবিষ্কার হয়েছে। সূত্রের খবর, নতুন খনিতে ৫০ টন সোনা থাকতে পারে বলে মনে করা

পূর্ব চিনের শ্যানডং প্রদেশে হদিশ মিলেছে সোনার খনির। উল্লেখ্য. শ্যানডং খনিজ পদার্থে সমূদ্ধ একটি এলাকা। এখানে সোনার একাধিক খনিও রয়েছে। এবার আরও একটি সোনার খনির খোঁজ মিলল। চিনের অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়বে তা বলাই যায়।

নতুন সন্ধান পাওয়া ওই খনিটি শ্যানডং-এর এখনও পর্যন্ত বহত্তম স্বৰ্ণখনি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। শ্যানডং-এর ওই এলাকায় নতুন খনির সন্ধান যে মিলতে পারে, বিশেষজ্ঞরা তা অনুমান করেছিলেন। দীর্ঘ ৮ বছর যাবৎ অনুসন্ধানের পর ওই খনির খোঁজ পাওয়া যায়। নতুন ওই সোনার খনির নাম শিলাওকোউ খনি। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনের অগ্রগতিকে আরও ত্বরাথিত করবে এই খনি।

বিমানবন্দরে লম্বা লাইনের দিন শেষ

দিল্লি, ২৩ মার্চ-- সিকিউরিটি

চেকিংয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপের পথে দেশদিল্লি. ২৩ মার্চ-- সিকিউরিটি চেকিংয়ের আগে ব্যাগ থেকে সমস্ত বৈদ্যুতিক সামগ্রী বের করার ঝঞঝাট থেকে মুক্তি মিলবে খব শীঘ্রই। আর এই মুশকিল আসান করবে অত্যাধুনিক কমপিউটেড টোমোগ্রাফি যন্ত্র। যা দেশের প্রতিটি বিমানবন্দরে ইনস্টল করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে এই বিষয়ক তথ্যও জমা করেছে এই কমিটি ৷কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে জমা করা সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতি বছর দেশের প্রতিটি ছোট বড় শহরে যাত্রী সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সিকিউরিটি চেকিংয়ের সময় যাত্রীদের ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ. ট্যাব, স্মার্ট ওয়াচের মতো বৈদ্যতিক সামগ্রীগুলি বের করে দিতে হয়। তারপর সেগুলি একটি স্ক্যানারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে যাবতীয় পরীক্ষার পর এক এক করে জিনিস ফেরত পান যাত্রীরা। গোটা প্রক্রিয়াটিই অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। আর তার জন্য অধিকাংশ সময়ই ক্ষুব্ধই হন যাত্ৰীরা।গত ১৭ মার্চ সংসদীয় এই কমিটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে দেওয়া রিপোর্টে বিমানবন্দরে যাত্রীদের এই সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়ার সমাধানের উপায় জানিয়েছে।

এবার আমেরিকায় ঘুরতে গিয়েও চাকরি খোঁজার সুযোগ

ওয়াশিংটন, ২৩ মার্চ-- মার্কিন যায়।মার্কিন প্রশাসনের তরফে মূলুকে চাকরি হারিয়ে বিপাকে পড়েছেন সেদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকরা। তাঁদের স্বস্তি দিয়ে নয়া ঘোষণা করল আমেরিকা। সেদেশের তরফে সাফ জানানো হয়েছে. পর্যটকদের ভিসা নিয়েও নতন করে চাকরির চেষ্টা করা যাবে। চাকরি হারানোর পরেও বিদেশিদের আমেরিকায় থাকার সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছে।

মার্কিন সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসের তরফে টুইট করে ভিসা সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের

আরও বলা হয়, ওয়ার্ক ভিসার মেয়াদ শেষে যেন আমেরিকাতেই বিদেশিরা থাকতে পারেন, তার জন্য নতুন আবেদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল. ছাঁটাই হওয়ার পর ৬০ দিনের মাথায় আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতে হত। কিন্তু এবার সেই সময়সীমা আরও বাড়ানোর কথা ভাবছে প্রশাসন। বিশেষ আবেদন করলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে নতুন চাকরির চেষ্টা করতে পারেন বিদেশি নাগরিকরা। আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয়দের



উত্তর দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়. 'অনেকেই প্রশ্ন করছেন, বি-১ বা বি-২ ভিসা থাকলে কি নতুন কাজের সন্ধান করতে পারেন? আমরা জানাতে চাই, এই ভিসা থাকলে অবশ্যই নতুন করে চাকরির চেষ্টা করা যাবে।

প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র চাকরির জন্য বি-১ বা বি-২এর মতো ওয়ার্ক ভিসা দেওয়া হত। চাকরি থেকে ছাঁটাই হলে কয়েকদিনের মধ্যে সেই ভিসার বৈধতাও শেষ হয়ে

অধিকাংশই এইচ ১ বি ও এল ১ ভিসা নিয়ে সেদেশে রয়েছেন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নতুন চাকরি খুঁজে না পেলে তাঁদের ভিসা বাতিল হয়ে যেতে পারে।

সেই কথা মাথায় রেখেই বেশ কিছুদিন আগে ভিসা সংক্রান্ত নিয়ম বদলানোর চিন্তা ভাবনা শুরু করে আমেরিকা। নয়া সিদ্ধান্তের ফলে কিছুটা সুরাহা হবে আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয়দের, এমনটাই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

চাকরি খুঁজে দেওয়া সংস্থায় 'বেকার' ২২০০ কর্মী

অন্য বেকারদের চাকরি খুঁজে দেওয়াই তাদের কাজ। সেই সংস্থায় কর্মরতরাই এবার ছাঁটাইয়ের কোপে। এ বার নিজেদেরই বহু কর্মীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিল সেই ওয়েবসাইট। চাকরির খোঁজখবর দেওয়া ওয়েবসাইট 'ইনডিড' ঘোষণা করেছে, তারা প্রায় ২২০০ কর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে চলেছে। যা তাঁদের মোট কর্মীসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশ। ইনডিড চাকরির খোঁজখবর দেওয়া একটি ওয়েবসাইট।

চাকরির সন্ধান দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ



করে তারা। কিন্তু কোভিড পরবর্তী সময়ে বিশ্ববাজারে যে টানাপড়েন শুরু হয়েছে. সেই কারণে কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। এ-ও ঘোষণা করা হয়েছে, সংস্থাকে ভবিষ্যতে

আরও 'শক্তিশালী' করতে এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ইনডিডের সিইও ক্রিস হাইমস এই কর্মী ছাঁটাইয়রে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। ঘোষণার পর তিনি ছাঁটাইয়ের কারণ বর্ণনা করে কর্মীদের কাছে একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন। সেই চিঠিতে হাইমস লিখেছেন. 'আমি প্রতি দিন এমন একটি সংস্থার নেতৃত্ব দিই যার লক্ষ্য বেকারদের চাকরি পেতে সাহায্য করা। আমি সবসময় ভাবি, এক জন মানুষের জীবনে চাকরি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। চাকরি হারানো আর্থিক এবং মানসিক ভাবে যন্ত্রণার। আমাদের খারাপ লাগছে। যাঁদের সরানো হচ্ছে, তাঁদের প্রত্যেককে আমরা যতটা সম্ভব সাহায্য করব।' যদিও হাইমসের এই চিঠিকে কুমিরের কান্না হিসাবেই দেখছেন চাকরিহারারা।





প্রি-কোয়ার্টারে সিন্ধু-প্রণয়

দিল্লি— দু'বারের অলিম্পিকে পদক জয়ী এবং প্রতিযোগিতার চতুর্থ বাছাই পিভি সিন্ধু দারুণ শুরু করলেন সুইস ওপৈন ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায়। প্রথম রাউন্ডের খেলায় তিনি সহজেই জয় তলে নিলেন সুইৎজারল্যান্ডের শাটলার জেনজিরার বিরুদ্ধে। এই জয়ের স্বাদে তিনি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌছে গেলেন মেয়েদের সিঙ্গলসের খেলায়। সিন্ধু জয় তুলে নেন ২১-৯, ২১-১৬ গেমে। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় সিন্ধু মুখোমুখি হবেন ইন্দোনেশিয়ান শাটলার পুর্তি কুসামার। অন্যদিকে, ছেলেদের খেলায় বিশ্বের নয় নম্বর ভারতীয় তারকা শাটলার এইচ এস প্রণয়ও ছেলেদের প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউন্ডে জয় দিয়ে শুরু করে প্রি-কোয়ার্টারে জায়গা করে নিলেন। তিনি জয় তুলে নেন সি ইউ কুইয়ের বিরুদ্ধে। খেলার ফলাফল ২১-১৭. ১৯-২১, ২১-১৭ গেমে।

মুখ খুললেন শিবরামাকৃষ্ণাণ

দিল্লি— কি সমস্যা রাহুল দ্রাবিড়ের ? এটা এখন মাথা চাডা দিয়ে উঠল আরও একবার প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার শিবরামাকৃষ্ণাণের উক্তিতে। বুধবার ভারতের হারের পর তিনি একটি ট্যুইট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'ভারতীয় দলের সঙ্গে আমি লেগ স্পিনার বোলিং কোচ হিসাবে কাজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রাহুল দ্রাবিড় তা চায় নি।ও বলেছিল যেন, আমি খবই সিনিয়র। আমার সঙ্গে স্পিনারদের নিয়ে কাজ করতে অসবিধা হবে ওর।' এরপরই রাহুল দ্রাবিডকে নিয়ে নানান সমালোচনা চলছে। ভারতীয় দলে স্পিন বোলিং দায়িত্বে আনা হয় সাইরাজ বাহুতুলেকে। তাঁকে কার্যত রাহুল দ্রাবিড় নিয়ে আসেন। কিন্তু তারপরেও স্পিনারদের খেলায় খামতি রয়েছে।

বাংলাদেশ সিরিজ জিতল

চট্টগ্রাম — ঘরের মাঠে আইরিশ বধ করল বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। সেই সঙ্গে ঘরের মাঠে একদিনের ক্রিকেটের সিরিজও জিতল তারা। আয়ারল্যান্ডকে মাত্র ১০১ রানে অলআউট করে দেয় বাংলাদেশের বোলরা। সেই রান তাডা করতে নেমে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা মাত্র ১৩.১ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বাংলাদেশ দশ উইকেটে জয় তুলে নেয়।

রোনাল্ডোর বার্তা

দিল্লি— মুখ খুললেন ক্রিশ্চিয়ানো

রোনাল্ডো। কাতার বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে থেকেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়েছিল। আপাতত তিনি আল নাসেরে খেলছেন। পর্তুগালের ম্যাচের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রায় চার মাস পর আবারও মুখ খুললেন সিআরসেভেন। তিনি বলেন. আমি স্বীকার করছি আমার খারাপ সময় যাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিটা খেলোয়াড়ের জীবনে খারাপ ও ভালো সময় উভয় থাকে। একথাটা সকলকে মাথায় রাখতে হবে। পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি এমন সময়ের মধ্যে দিয়ে যান, যা দেখে বুঝতে পারবেন কে আপনার পাশে রয়েছে। যাইহোক আমার খারাপ সময় যাচ্ছিল, তাতে আক্ষেপ নেই। এভাবেই জীবনের গাড়ি এগিয়ে যায়। এটা আমার কাছে শিক্ষা ছিল যা আমাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহস জোগাবে। যাইহোক এখন বলতেই হবে মানুষ অনেক পরিণত। এছাড়া আমিও মানসিকভাবে অনেক বেশি প্রস্তুত, কোন ঠিক সেটা শিখেছি। তরে হাাঁ একটা কথা বলব গত কয়েক মাস যে সময়ের মধ্যে সময় কাটিয়েছি সেরকম সময় আমার জীবনে আগে কখনো আসেনি। শেষ একটাই কথা বলব, ওই অধ্যায়টা এখন আমার কাছে শেষ হয়ে গিয়েছে।

ফাইনালে জারিন

ও নীতু

দিল্লি— দারুণ ছন্দের মধ্যে রয়েছেন ভারতের তারকা বক্সার জারিন ও নীতু। বৃহস্পতিবার দু'জনেই মহিলাদের বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নিলেন। নিকহাত জারিন হারিয়ে দিলেন কলম্বিয়ার বক্সার ভ্যালেন্সিয়াকে। জারিন জিতে যান (৫-০) ব্যবধানে। এবং অন্যদিকে নীতু আটচল্লিশ কেজি বিভাগে জয় তুলে নিলেন লড়াই করে কাজাকাস্তানের বক্সার আলুয়ার বিরুদ্ধে। খেলার ফলাফল (৫-২)।

বাংলার ফুটবল ইস্টবেঙ্গলের প্রাণশক্তি: মেয়র

टेम्प्रिल मगर्थकरात्र ইমামি অফিসের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি— আবার নতুন করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে অশান্তির হাওয়া বইতে শুরু করল। বৃহস্পতিবার বাইপাসের ধারে বিনিয়োগকারী ইমামি অফিসের সামনে বেশকিছু লাল-হলুদ সমর্থক বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁরা দাবি করেন, প্রতিবেশী সবুজ-মেরুন শিবিরের মতো দল গঠন করতে হবে। তা না হলে আইএসএল ফুটবলে খেলার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। শুধু হারের লজ্জায় মুখ লোকানো সম্ভব নয়। তাই ভালো দল গঠন করতে না পারলে মাঠে নেমে ব্যর্থ হওয়ার কোনও কারণ নেই। যখন ইমামি অফিসের সামনে এই বিক্ষোভ চলছিল, তখন কোম্পানির বোর্ড মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি ডা. প্রণব দাশগুপ্ত, সচিব কল্যাণ মজুমদার ও অন্যতম কর্মকর্তা দেবব্রত সরকার। শোনা গেছে বোর্ড মিটিংয়ে ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা বলেছেন, দল গঠনে অবশ্যই কর্মকর্তাদের থাকা উচিত। ইমামি আধিকারিকরা এমন দল গঠন করেছেন বলেই এই অবস্থায় পড়তে হয়েছে আইএসএল ফুটবলে। এমনকি বাজেট কম থাকাতে ভালো খেলোয়াড়দের দলে নেওয়া সম্ভব হয়নি। যেখানে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দল গঠন করেছে ২০ থেকে ৬০ কোটি টাকায়, আর সেখানে ইস্টবেঙ্গল দল গঠন করেছে ২০ থেকে ৪০ কোটি টাকায়।

ইমামি কর্তৃপক্ষ এই অনুরোধ মানবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবে, তারাও চিন্তা করছে কীভাবে দলকে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। পাশাপাশি, এটাও বলেছে, আর্থিক মন্দা বিশ্বজুড়ে চলছে, তাই সেই বিষয়েও ভাবতে হবে। আগামী দিনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কী অবস্থান হবে, তা নিয়ে কর্মসমিতির বৈঠকে আলোচনা হবে। যদি ইমামি অর্থ বরাদ্দ বাড়ায়, তাহলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করা সম্ভব হবে। তা না হলে, সমস্যা তৈরি হবে। এমনকি, বিনিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইমামি অফিসে অল্প কিছু লাল-হলুদ সমর্থকদের বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্তৃপক্ষ মনে করছেন এটা একটা কৌশল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তাদেরই একটা সাজানো পরিকল্পনা বলেও তাঁদের ধারণা। কিন্তু এতে চিঁড়ে ভিজবে কিনা, তা নতুন করে ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে ইস্টবেঙ্গলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া বয়েছে নীতা আম্বানির সংস্থাকে চিঠি দেওয়া হবে।

'বাংলার ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল একটা প্রাণ শক্তি। যে কোনও কঠিন লড়াইয়ে বাজিমাত করার কৃতিত্বে অবশ্যই এগিয়ে থাকবে ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল নামের মধ্যেই একটা লড়াকু মনোভাব রয়েছে। আর এই লড়াকু মনোভাবকে জাগ্রত করবার জন্য ক্লাবের এমন কিছু কর্মকর্তা বড় ভূমিকা নেন যা খেলোয়াড়দের কাছে সাহস হিসাবে দেখা দেয়। এমন কর্মকর্তাদের মধ্যে অবশ্যই অন্যতম প্রয়াত সচিব দীপক দাস (পল্টু)। পল্টুদার ২২তম প্রয়াণ দিবসে আমরা প্রতিজ্ঞা করতে চাই আইএসএল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে কলকাতার রাজপথকে মুখর করে তুলবে উচ্ছাস ও উন্মাদনায়।' এমনই কথা বললেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নবরূপকার পল্টু দাসের প্রয়াণ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে। বুধবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে এই অনুষ্ঠানে জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয় লেখক মনিশংকর মুখোপাধ্যায় ও চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায়। উদ্যোগী শিল্পপতি হিসাবে দীপক জ্যোতি সম্মান পান সত্যম রায়চৌধুরী এবাদে মরনোত্তর সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে ঝা, প্রাক্তন সচিব জয়দীপ মুখার্জি এবং বেঙ্গল অলিম্পিক প্রশিক্ষক বাবু গুহ ও খোকন বসুমল্লিক এবং কোচ সাধন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জি।

ছোটদের ডার্বি ড্র



প্রতিনিধি— রিলায়েন্স ডেভেলপমেন্ট ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে হাড্ডাহাডিড লড়াই শেষে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের ডার্বি ম্যাচে কোনও গোল হল না। ছোটদের ডার্বি ম্যাচকে ঘিরে এদিন মাঠে টানটান উত্তেজনা ছিল। পরপর তিনটি ম্যাচ জেতার পরে ইস্টবেঙ্গল পয়েন্ট নষ্ট করল খেলা অমীমাংসিত রেখে। এই মহর্তে খাতা-কলমে অবশ্যই মোহনবাগান এগিয়ে। মোহনবাগানের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন কিয়ান নাসিরি, হামতে, সুমিত রাঠি ও নাওরেমের মতো ফুটবলাররা। ছোটদের উৎসাহিত করতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন দীপক টাংরি, জনি কাউকো ও তিরির মতো সিনিয়র ফুটবলাররা। খেলার দ্বিতীয় পর্বে মোহনবাগান পেনাল্টি পেয়ে গিয়েছিল। স্পট কিক নেন সূহেল ভাট। ইস্টবেঙ্গলের প্রতিভাবান গোলরক্ষক আদিত্য পাত্র দারুণভাবে ওই বলটি ফিরিয়ে দেন এবং আজকে তিনিই সেরা খেলোয়াড় হন। এই ফুটবল টুর্নামেন্টে হয়তো নামি খেলোয়াড়রা সেইভাবে অংশ নিচ্ছেন না, কিন্তু দুই দলের কোচের কাছে এই ম্যাচটা অত্যন্ত মর্যাদার লড়াই হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের কোচ বিনো জর্জ মনে করেন, দলের ছেলেরা আজ যে ফুটবল উপহার দিয়েছে, তাতে ম্যাচ অবশ্যই জেতার ছিল। পরপর দুটো ম্যাচে মোহনবাগান পয়েন্ট নষ্ট করল। তবে প্রথম ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে দিয়েছিল মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল প্রথম ম্যাচে ওড়িশার বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয়লাভ করেছিল।

কুমার ঘোষকে। সম্প্রতি প্রয়াত সাংবাদিক অভিজিৎ সরকারের পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গিকারে তাঁর স্ত্রীর হাতে ২ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তাপস রায়, প্রাক্তন ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলি, সুমিত মুখার্জি, মেহতাব হোসেন. বিকাশ পাঁজি, সমীর চৌধুরি, কৃষ্ণগোপাল চৌধুরি, আইএফএ-র চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সহ সভাপতি সৌরভ পাল ও স্বরূপ দাস, সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সচিব রাকেশ

বিরাট ধাক্কা নাইট শিবিরে, চোটের জন্য লুকি ফার্গ্রসনকে প্রথম থেকে পাচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি— আইপিএল শুরু হতে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি। তার আগেই অংশগ্রহণকারী বেশ কিছু দল নানান সমস্যায় পডেছে একাধিক তারকা ক্রিকেটারদের ছাড়াই ক্রোড়পতি লিগে খেলতে নামতে হবে। আসলে পুরো ব্যাপারটাই চোট আঘাতের সমস্যা। এই সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ায় একাধিক দলের একাধিক ক্রিকেটারকে বাদের তালিকায় পড়তে হয়েছে। চোট-আঘাতের সমস্যায় বেশি করে জড়িয়ে পড়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ইতিমধ্যেই দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে তারা পাচ্ছে না। পিঠের চোটের জন্য তিনি বাদের তালিকায় চলে গিয়েছেন। গোটা আইপিএলেই তিনি পুরোপুরি অনিশ্চিত হয়ে পডেছেন। সেখানে দলের অধিনায়ক কাকে করা হবে তা নিয়ে চুল ছেঁড়া বিশ্লেষণ চলছে

নাইট শিবিরে। এবারে গোদের উপর বিষফোঁড়া নাইট শিবিরে। চোটের জন্য আরও এক তারকা ক্রিকেটারকে শুরু থেকে নাও পেতে পারে কলকাতা নাইট রাইডার্স। নিউজিল্যান্ডের পেসার লুকি ফার্গুসন হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার কারণে তিনি প্রথমদিকে নাইটদের জার্সি গায়ে বেশ কিছ ম্যাচে খেলতে নামতে পারবেন না। অকল্যান্ডে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অংশ নিয়ে তিনি এই চোট পান। শনিবার থেকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচের সিরিজ থেকেও তিনি চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের বোলিং কোচ বলেন, আমার তো মনে হয় না লুকি আইপিএলের প্রতিটা খেলায় অংশ নিতে পারবে। কারণ ও পুরোপুরি ফিট প্রমাণ করতে পারবে না নিজেকে। ওর কিছুদিনের বিশ্রাম রয়েছে। এবং ওকে নিজের খেলার দিকেও নজর



রাখতে হবে, যাতে ও চাপ অনুভব না করে। কারণ আমাদের লুকি'র

ভবিষ্যতের কথাটাও সমানভাবে ভাবতে হবে।

লিয়াম লিভিংস্টোন ও সাম কুরান শুরু থেকেই পাঞ্জাব কিংসে



নিজস্ব প্রতিনিধি— কারোর পৌষ মাস আর কারোর সর্বনাশ... হাাঁ, এই প্রবাদ বাক্যটাই এখন কার্যত আইপিএলে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর জন্য যথাযথ উদাহরণ। আসলে বিচার করলেই তা দেখা যাবে। বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছে, এবারে আইপিএলের আসরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তারকা ক্রিকেটার জনি বেয়ারস্ট্রো গোটা মরশুমে খেলতে পারবেন না, যা দলের কাছে বিরাট ধাক্কা। তাঁকে ইসিবি'র তরফ থেকে খেলার জন্য

ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে,

আবার ওই দেশেরই ক্রিকেটার অপর দুই ইংলিশ ক্রিকেটার লিয়াম লিভিংস্টোন ও সাম কুরানকে খেলার জন্য অনুমতি দিয়েছেন. এরফলে পাঞ্জাব কিংসের কাছে বিরাট সুখবর। এখানেই মিল পাওয়া যায় না উক্ত প্রবাদ বাক্যটি পাঞ্জাবের পৌষ মাস আর হায়দরাবাদের সর্বনাশ...

নিলামের আসর থেকে কোটি কোটি টাকায় কেনা ক্রিকেটাররা যদি খেলতেই না পারল সেখানে বিষাদ ও বেদনা ও হতাশা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এমনই

জনি বেয়ারস্ট্রোকে পুরো মরশুমেই পাচ্ছে না সানর হিজার্স হায়দরাবাদ

পরিস্থিতি এখন বেশ কিছু দলে। যোলোতম আইপিএলের সংস্করণে খেলতে নামার আগে অন্যান্য দলগুলোর মতন ধাক্কা খেল সানরাইজার্স হায়দরাবাদও। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এবারে গোটা আইপিএলের প্রতিযোগিতায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দল পাচেছ না তাদের তারকা ক্রিকেটার জনি বেয়ারস্ট্রোকে। জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে জনি বেয়ারস্ট্রোকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দেওয়া হয়নি। আসলে জনি বেয়ারস্ট্রো চোটের জন্য ইংল্যান্ডের হয়ে অনেক খেলায় অংশ নিতে পারেননি। তিনি চোট পাওয়ার পর আপাতত সুস্থ হয়ে উঠলেও তাঁকে খেলার অনুমতি দিতে চাইছে না সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে পায়ে চোট পেয়েছিলেন জনি বেয়ারস্ট্রো। হয়তো ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে

জনিকে নিয়ে। পুরো ব্যাপারটাই এখন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে এখন ভবিষ্যতে কি হতে পারে তা জানা নেই। পরে ভাবনা চিন্তায় বদল আনলে জনিকে আইপিএলে অংশগ্রহণ করতেও দেখা যেতে পারে। তবে জনিকে ছাড়পত্র না দিলেও, শোনা গিয়েছে চোট সারিয়ে ফিরে আসা লিয়াম লিভিংস্টোনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার পাঞ্জাব কিংসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, 'লিয়াম লিভিংস্টোনকে ইসিবি এনওসি দিয়েছে। তিনি আইপিএলের গোটা মরশুমে দলের হয়ে খেলতে পারবেন।' এদিকে, এবারে নিলামের আসর থেকে সবথেকে বেশি টাকায় কেনা ইংলিশ অলরাউন্ডার সাম কুরানও গোটা মরশুমে খেলতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে। এবারে নিলামের আসর থেকে পাঞ্জাব কিংস ইংলিশ অলরাউভারকে ১৮.৫০ কোটি টাকায় দলে তুলে নিয়েছিল।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের আগাম হুশিয়ারি

দিল্লি— 'জানি আইপিএল এখন আমাদের সকলের কাছে খুব একটি জনপ্রিয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছে। বিনোদন ও ক্রিকেট মানেই আইপিএল সেটা আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না। কিন্তু এই আইপিএল খেলেই যে সেরা ক্রিকেটার হওয়া যায় না বা সবকিছু প্রমাণ করা যায় না সেটা

এই কথাটা ভূলে গেলে চলবে না বছরের শেষে ঘরের মাঠে একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ আছে,' এমন কথাই বৃহস্পতিবার জানিয়ে দিলেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার। আসলে, তিনি ভারতের ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার কাছে একদিনের

নির্বাচন করতে ভুল করেছে। কেন এই ভুলগুলো হবে। ম্যাচের সিরিজের হারটা মন থেকে

颁

মাথায় রাখতে হবে। হাাঁ, এই প্রতিযোগিতায় নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ থাকে। কিন্তু, তাই বলে এখানে খেলে বিশ্বের সেরা ক্রিকেটার হওয়া যায় না। তাই আমি ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের উদ্দেশে একটাই কথা বলব আইপিএল নিয়ে মাতামাতি ঠিক আছে, কিন্তু তাদের

মেনে নিতে পারছেন না। একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন সানি। তিনি নানান দিক দিয়ে ভারতীয় দলকে বিদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় ক্রিকেটাররা আইপিএল নিয়ে এখন থেকে মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে তাদের খেলায়। সিরিজে অনেক খারাপ শট খেলেছে দলের

আন্তর্জাতিক আসরে খেলা চলছে সেখানে এই ভুলগুলো একের পর এক ম্যাচে করে চললে তা কখনোই মানায় না। মাথায় রাখতে হবে বছরের শেষে একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ বসতে

চলেছে। সেখানে তার প্রস্তুতি নিতে হবে। সময় কিন্তু থেমে থাকে না দেখতে দেখতে পার হয়ে যায়। তাই এখন থেকে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যদি সাবধানতা অবলম্বন না করে তাহলে তাদের পশ্চাতে হতে পারে ভবিষ্যতে সেটা আমি এখন থেকে বলে দিতে পারি। আরও একটা কথা বলে দিতে পারি আমি আইপিএল চলুক কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কাছে এই হারটা যেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা যেন ভুলে না

তারা যেন এই হারটার কথা মনে রেখে দেয়। কারণ এই হারটা থেকেই শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে তাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আইপিএলে কি হল বা কি পেলাম সেটা নিয়ে কেউ দেখবে না তুমি দেশের জার্সি গায়ে কি করেছ সেটা নিয়ে পরে বিবেচনা হবে। তাই আগাম সতর্ক থাকা দরকার ভারতীয় ক্রিকেটারদের।

দিয়ে রাখলেন সানি "আইপিএল নিয়ে মাতামাতি ঠিক আছে, বছরের শেষে ঘরের মাঠে একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ जूलल ज्लाद नां"

ভারতীয় ক্রিকেটারদের চোট নিয়ে চিন্তিত রবি শাস্ত্রী

দিল্লি— ভারতীয় ক্রিকেটারদের একাধিক চোট নিয়ে বেজায় চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী। কারণ বছরের শেষেই একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে সেখানে একাধিক ক্রিকেটার যদি চোট সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েন সেখানে একটা চিন্তার বিষয় থেকেই যাচ্ছে। তাই এখন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে এই নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করে দিতে বলেছেন প্রাক্তন ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী। তাঁর মতে, 'আমাদের সময় আমরা অনায়াসে আট থেকে দশ মাস খেলা চালিয়ে যেতাম। এত সুবিধা আমরা পেতাম না। কিন্তু আমাদের সময় এত চোট আঘাতের সমস্যা ছিল না। কিন্তু এখনকার ক্রিকেটাররা তো আমাদের থেকেও কম সময় ক্রিকেট খেলে। আসলে এখন বর্তমানে যেভাবে ক্রিকেটারদের ওপর চাপ পড়ছে কারণ যেভাবে ক্রীডাসচি তৈরি করা হয় তারপর ফ্র্যাঞ্জইজি লিগগুলো খেলা সেখানে ক্রিকেটাররা বিশ্রাম করার কোনও সুযোগ পায় না। তাই আমি মনে করি এই দিকগুলো ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের নজরে রাখা উচিত। তাদের এবং ভারতীয় ক্রিকেটারদের একসঙ্গে মুখোমুখি বসা উচিত।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের বলা উচিত যে আমরা কতদিন খেলব এবং কতদিন বিশ্রাম পাব। সেখানে এই ব্যাপারগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেই বুঝে বিসিসিআইয়ের কর্তারাও পরিকল্পনা করতে পারবে। এটা আমাদের দেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যতের ব্যাপার। তাই আমাদের এই কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে। সেটা বুঝতে হবে বিসিসিআইকে। দরকার হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলাতে হবে প্রতিটা ক্রিকেটারকে। কারণ আমাদের রিজার্ভ বেঞ্চ অনেক শক্তিশালী। অনেক ক্রিকেটার সযোগের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই পরিকল্পনা এখন শুরু করে দেওয়া দরকার। কারণ এরা প্রত্যেকেই দেশের সম্পদ। তাই ওদের কথা দায়সাডা ভাবলে চলবে না। প্রয়োজন পডলে ফ্র্যাঞ্জাইগুলোর সঙ্গে বোর্ড কর্তাদের কথা বলতে হবে। যাতে তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া হয়। না হলে একটা সময় দেখা যাবে আমাদের দলের অর্ধেকের বেশি ক্রিকেটার চোটের জন্য বছরের পর বছর খেলতে পারছে না। তাই এখন থেকে এই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে।

লেসলি ক্লডিয়াস হকি টুর্নামেন্ট শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাবের পরিচালনায় বয়সভিত্তিক হকি প্রতিযোগিতা শুরু হল বৃহস্পতিবার থেকে বাটা মাঠে। এই প্রতিযোগিতায় অলিম্পিয়ান হকি খেলোয়াড় লেসলি ক্লোডিয়াসের নামে আটটি হকি অ্যাকাডেমি দল অংশ নিচ্ছে। আটটি দলকে দ'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। পুল 'এ'-তে রয়েছে শাসন হকি অ্যাকাডেমি. এন্টালি হকি অ্যাকাডেমি, এইচটিসি হাওড়া ও রিষডা হকি অ্যাসোসিয়েশন। পুল 'বি'-তে রয়েছে বেহালা স্পোর্টস কর্নার, রিষড়া এইচটিসি, কলকাতা ওয়ারিয়র্স ও চন্দননগর বিএসসি। ক্লাব সচিব প্রাক্তন ফুটবলার সুমিত মুখার্জি জানান, এবারের এই প্রতিযোগিতা ঘিরে ছোটদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখা যায়। বাংলার হকি আবার যে নতুন করে প্রকাশ পাচ্ছে, তা খেলা দেখলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। মাঠে এদিন প্রাক্তন হকি খেলোয়াডরা যেমন ছিলেন, তেমনই ইভেন্টের অন্য খেলোয়াড়রাও হকি খেলা দেখার জন্য হাজির হয়েছিলেন। প্রথম দিনেই এন্টালি হকি অ্যাকাডেমি ৫-১ গোলে জয়লাভ করে রিষড়া হকি অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। শাসন হকি অ্যাসোসিয়েশন ৩-০ গোলে হকি ট্রেনিং সেন্টারকে পরাস্ত করে। চন্দননগর বিএসসি বেহালা স্পোর্টসকে ২-০ গোলে পরাস্ত করে। আবার রিষড়া ২-০ গোলে কলকাতা ওয়ারিয়র্সকে পরাস্ত করেছে। হকি ট্রেনিং সেন্টার, হাওডা ও এন্টালির খেলাটি ১-১ গোলে শেষ হয়। শাসন ৫-১ গোলে হারিয়ে দেয় রিষডা হকি অ্যাকাডেমিকে পরাস্ত করে।

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে প্রকাশিক : বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক : শেখর সেনগুপ্ত। ম্যানেজিং এডিটর : আর্য রুদ্র। Reg No. WBBEN/2004/13865.

